আলে ইমরান

নামকরণ

এই সূরার এক জায়গায় "আলে ইমরানের" কথা বলা হয়েছে। একেই অলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অন্তর্শস্তু

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রক্তুর প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সত্ত্বে বদল যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

বিত্তিয় ভাষণটি:

*আল্লাহ আলেম আল্লাহ ইরহাম আল্লাহর উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত আলী উল্লেখিত

(আল্লাহ আলম, নূহ, ইব্রাহীমের বন্ধন ও ইমরানের বৎসরকে সারা দুনিয়াগায়নীর ঘরে প্রাপ্তী দিয়ে নিষেধ রিলিয়ে জন্য বাণী করিয়ে নিয়েছিলেন)। আবেদন থেকে শুরু হয়ে মহল অব্দুর যুদ্ধের শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাযিলের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সম্মত রক্তুর শুরু থেকে নিয়ে হাদাশ রক্তুর শেষ অংশ চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণটি হয়েছে আল্লাহ রক্তুর থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সমাধোধন ও আবলোচনা বিষয়বস্তু

এই বিত্তি ভাষণের এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুবিধা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল কল্পনা ও কীভাবে ধারণাবিশ্বাস সামগ্রী এবং তৃতীয় বিষয়বস্তুর সামগ্রী। সূরায় বিষয় করে দু'টি দলকে সমাধোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আলাইহী বিপদ (ইহানি ও খুদাত) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মদের সাপ্তাহিক আলাইহী ও সালামের প্রতি ইমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জড়িয়ে করা হয়েছে। তাদের আবহাওয়াত একটা ও
চারিরিক দুষ্কার সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নব্বইই যার নামে ডাইর্স নির্দেশ না হচ্ছে তারা তোমার আসল প্রশ্ন অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সেদিন ছাড়া তোমার যে পথে গিয়েছে তা যেসব কিছু তোমার আশামীলি কিছুর বলে জীবান্ন করা তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্য টেমরা নিজেরাই অষ্ঠীকর করতে পারে না তার সত্য জীবান্ন করে নাটো।

দ্বিতীয় দৃষ্টিতে এখন এই কল্পনা লেখের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সতের পতকাবায় এবং বিশ্বাসবাদ সংক্রান্ত ও সনাতনদের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। যে স্থানে সূরা বাকারায় যে নিরাকরণ শ্রুতি হয়েছিল এখানে আরো বৃহত করা হয়েছে। পূর্বনাটী উম্মতের ধর্মীয় ও চারিরিক অপরাধের বাচ্চির চিত্র দেখিয়ে তাকে তার প্রাণের অনর্থক করা থেকে দূর তার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবদ্ধ দল হিসেবে সে কিছুকে কাজ করে এবং যেসব আহ্মুদি কিছু এবং মুসলিম মুসলমান আহ্মুদি পথে নানা প্রকার বাণী একটি সূত্র সূত্র তাদের সাথে কিন্ডে আচ্ছাদন করে, তাতে তাকে জানায় হয়েছে। তাই যে যে তার মধ্যে যে দূর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য তার দৃষ্টি আর্কার করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরার উপস্থাপনের নির্দেশ একটির অপলোগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষাকারণী এবং নিজের অপলোগুলোকে একত্রে গঠিত করেনি বরং সূরা বাকারায় সাথে এর নিকট সম্পর্ক দেখে যাঘ। এটি একবার তার পরিবর্তন মন হচ্ছে। সূরা বাকারায় লাগে আসন তার হাতাহিতি অন্তর্নিহিত বলে অনুভূত হচ্ছে।

নামিলোর কার্যকরাণ

সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে।

একটি সত্য দীনের প্রথা বিবাদ অপারাস্কৃত হয়েছে যে বিবাদ অমর সাংঘর্ষক সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যা মূর্ত মাত্র সংক্রান্ত। যদিও সত্য দীনের প্রথম প্রতিবাদ বিবাদ আদালের এ যুক্ত যে জন্য সত্য দীনের মাত্রায় সংগ্রাম হয়েছিল যা বিবাদ করের মাত্রা বাড়ানো হয়। এ প্রথম সংগ্রাম সংক্রান্ত মাত্রায় এমন সব শিক্ষা দুর্লভ নামক মাত্রা নিয়ে এরা নতুন অনুষ্ঠানের সাথে সত্য প্রাপ্ত করত। সংগ্রামে চূড়ান্ত বিচার বলে আলাদা মুসলমানদের ওপর একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টি ও অস্তিত্বের অস্তিত্ব বিজ্ঞ করত। মুসলমানের সারা মুসলিম আকর্ষণের শিক্ষার মহানায়ক এর মূর্ত অনুবর্তিত ফুটে দুর্লভ থেকে মূর্ত ফুটে দেয়া হয়। মুসলিম অনুবর্তিত অবস্থায় ওপর এ পরিস্থিতির অনুস্থান বিক্রিয়ায় পড়েছিল। মুসলিম ছিল তা একটি ফুটে মাত্র শহরের অনুবর্তিত করে শে ঘরের বেশ ছিল না। একবার হাত্তিক দুর্লভ মুহাম্মদীর আগন ফেল অনুবর্তিত ডারাঙ্গা তো এমনি নাথ নয় হয় গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধবাহী করাতে বাধ্যের বিপদ দেখা দিল।

দুইঃ হিয়ররতের পর নবী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম মুসলিমদের অন্তর্নিহিত ভবনের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামন্তমও
সন্তান প্রদর্শন করেন। বদর যুদ্ধকালে এই আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভুতি তাওহেদ ও নবুযাত এবং কিতাব ও আহার বিষয়ে মূলত মুসলমানদের পরিদর্শন মূর্তিপূর্ণ মুসলিমদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুর্বাইশ ও আরামের অন্য গোষ্ঠোগুলোকে প্রকাশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করে প্রতিদ্বন্দ্বির ধরনে উঠুন করতে থাকে। বিশেষ করে বিনী নবীর সরদার কাবর ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিশালমুক্ত প্রচেষ্টাকে অন্ত আদর্শ করেন নিজের পর্যবেক্ষণে নামিয়ে আনে। মেদিনার নবীর সাথে এই ইহুদীর শত শত বছর থেকে যা ভূমিকা ও প্রতিদ্বন্দ্বিদীর সৃষ্টি চলে আসছিল তার কোন পরোয়ালা তার করেনি। যেহেতু যখন তাদের দুর্শীত ও চুক্তি ভঙ্গ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোষ্ঠোগুলোর সাথে তিনি দুর্শীত ইহুদীদের বিপুল তাড়াতাড়ি গোষ্ঠোগুলোর ওপর আক্রমণ চলান এবং তাদেরকে মেদিনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোষ্ঠোগুলোর হিংসার আগও আরো বেশি তীরু হয়ে ওঠে। তারা মেদিনার মুনাফিক মুসলমান ও হিজরের মুসলিম গোষ্ঠোগুলোর সাথে চক্রবর্তী করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এ কারণে কখন নবী সালালাহ আলাইহি ওয়াসালামের প্রথা নামের জন্য তার এক মাস বাকর চলান হয় এই আশ্রম সৃষ্টি দেখতে থাকে। এ সময় সাহায্যে কেরাম সমস্ম সম্পাদন থাকবেন। নেশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহাড়ে দেয়া হতো। নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম যদি কখনও সামনাসামনের জন্য চেষ্টা অসাধ্য হতেন তখন সাহায্যে কেরাম উদেগ আবুল হতে তাকে বুঝতে বের করেন।

তিনি বদরে প্রভাব দেন কুর্বাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিদের আগও সৃষ্টি, ইহুদী তার ওপর ফিলেশিয়ান চিহ্নে দিল। ফলে এক বছর পরে মর্য থেকে তিনি একজন সৃষ্টিতে নীতির একটি দল মেদিনার আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধই হলো মহান হাফেদ্র পাড়ার পদার্পণে। তাই ওহেদের যুদ্ধ নামই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে মধ্যাহ্নের জন্য মেদিনা থেকে এক হাজার লোক নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনিয়া মুনাফিক হতো আলাদা হয়ে মেদিনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সা) সাথে যে সততায় লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি হোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি করার সাধারণ সব রকমের প্রচুর চলাচল। এই প্রথমকালের আগে, মুসলমানদের সংখ্যা এত বিপুল সংখ্যক আত্মীয়ের সাথে লুকোনো রয়ে এবং তারা এভাবে বাইরের শহরের সাথে মিলে নিজেদের তাই-বলুন ও আত্মীয়-বন্ধনের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে নেয়া ছিল।

চার: ওহেদের যুদ্ধ মুসলমানদের প্রভাব যদিও মুনাফিকদের কেশদের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দূর্বলতার অংশও ছিল না। একটি বিশেষ চিত্রগুচ্ছ ও নীতিক বস্তুতার চিত্রণ যে দলটি এই সবমাত্র গঠিত হয়েছিল, তার নীতিক প্রশিক্ষণ এখানে। পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সম্পর্কে যার লাগাই করার এই মত দ্বিতীয় সূত্র ছিল তার কাজে কিন্তু দূর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা।
একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিশারিত মন্তব্য করা এবং তারেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রতোকটির প্রতি অগ্রুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে, একটাই দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগী রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপর কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন।
তাহীমুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান

यः स्म अः तः मः रः हः सः उः हः तः वः सः मः रः हः तः वः ङः

अल्लाह का नाम मेरे नाम मेरे नाम अबील है मेरे नाम अबील है

अलिफ लाम मैम। अल्राह एक दिव्यजी और शाहीन ताम, निंद के जीवन के समय बाल्यकाल देखने कर आते हैं, अबतिन एंग्र कोट आ लह हो लेते हैं।

तिन को और यह एक किताब नामिल करते हैं, या सत्य वाणी वहन कर एंगट एवं अगर किताबों के रोग करण करते हैं। एस्क एल, तिन का मानने के हंसितों के पत्र बाबात और इजील नामिल करते तथा। आर अल्राह का मानने नामिल करते देखाया कोतला और मिठाई में बाल्य पर्च या देखते हैं। एहता शाहीन अल्राह के ध्यानस्मृत में नीते है अधीकर करते हैं, ताला अवश्य कोटन शक्ति पाए। अल्राह की किसान अवस्थाएं और तिन का अन्याय का शक्ति दीया देकर हैं।

1. यह बाया ज्ञान का जन्म सूरा आल वाकर राजा 278 टीका से एक।

2. साधारण वर्ग को लेकर तात्त्वक बलत बाईबल का एल टेक्स्ट केंडर (पुरातन निश्चित) प्रथम दिशा का पृष्ठ पृष्ठ बलत निउ टेक्स्ट केंडर (न्यूटन निश्चित) चारी प्रथम इजील में रहे है। ताक ए पुष्कलो रतिंग अल्राह का लकृष्ण किया, ए एफ देखा देना। अर यह संदे हो ए प्रथम देखा है ए, यह पुष्करलो के सब कथा लेकर आधुनिक कुरान सेव पिक बलत किया। किंतु ए बायार प्रकृत: सत्य हैं ये, तात्त्वक बायबल का पृष्ठ पृष्ठ के नाम नये बल एन्दुलों में तात्त्वक निर्देशित हो रहे एँिल निउ टेक्स्ट केंडर का चारी इजील के नाम नये बल एन्दुलों में इजील पाएँ याह।
সুধীর মুনি কুমারন

সূরা আলে ইমরান

আল্লাহ হযরত মূসা আলাহিমিস সাধারণের নবজীবন পার্থের পথ থেকে তাঁর ইতিহাস।

প্রথম পাঠে বর্ণর বর্ণ ধরে তাঁর তৃতীয় পথ স্তর বিশাল অতিভীক্ষণ হয়েছিল সংগঠনেই তাঁরাতি।

এর মধ্যে পাঠভাঙ্গা তরাজি গ্রাহ সংগঠন করে দম্পতি বিশাল অল্প তাঁকে দান করেছিলেন।

অনাদর বিধানগুলো হযরত মূসা আলা ঘটিয়ে তাঁর বাড়িটি অনুশীলি করা বাধাটি গোটকে দান করেছিলেন এবং একটি কলিফ সংস্কার করার জন্য দান করেছিলেন বনী মাহুদের।

এ বিকায়ের নাম এই তাওরাজি। বাইবুল মাহুদি প্রথমের বিদ্যমান ছিল হয়। পর্যায়
এটি একটি বজ্জস কিভাবে সৃষ্টিতে ছিল। বনী যাকে তাঁর কঠিন শেষ ছিলেন।

বনী ইসরাইল সেন্টার।' তাহরিত' নামেই জানতে।

ফিরে তার বাণিজ্যের তাঁর গবেষণা এমন পর্যায়ে পোষ দিয়ে ছিল যে ফল যে প্রায়কার বাদশাহ ইব্রাহিম আলাহের যখন 'হাইকেনে সুরিয়ানন' নামে তথ্য দুর্লভ করে হয়। তখন হেন্ডনের 'কাহন' প্রথম (অর্থাৎ হাইকেনে বা উপস্থান পুরোধ গণেনর এবং হার্টির প্রথম ধর্মীয় নেতা) বিদ্বেষিত এক্ষণে তাহরিত সৃষ্টিতে অংশ পেয়ে ছিলেন।

তিনি একটি বৃত্ত শুধু হিসেবে এটি বাদশাহের প্রথম সেন্টারের দিলে। সেন্টারটি সেন্টার এফিনে লাহীর প্রথমের সামনে পশ্চিম করে এটি একটি বিদ্বেষিত সারিক। (২-রাব্বানী, অধ্যায় ২২, গ্রেগ ৮-১৩ বলুন)।

এ কারণেই বুঝতে সে সময় তথ্য সেন্টারের দেন হাইকেনের সাথে সংযোগ করে দিন যখন বনী ইসরাইল-রা তাওরাজির যে মূসা কন্টিনেটে বিকৃতির সাথে নির্দেশ দিয়েছিল এবং যার অর্থ অন্য সংকার অনুশীলি তাঁদের কাছে ছিল।

তারপর আরবা (উমাইয়ে) কাহারের যুদ্ধ বনী ইসরাইলের অপরিহার্য শেষের বিশেষত করা রাগারাগের সাথে যুদ্ধের পর এলো এবং বাইবুল মাহুদি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

এ সময়ে উমাইয়ে নিজের হার্টির আলাহের কর্মকর্তা মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাইলের পূর্ন ইতিহাস এবং তাড়াতাড়ি যত চর্চাতে যেরূপে আলাহের সংখ্যাত পেরেছিলেন এই চীনি ইতিহাসের বিভিন্ন ছেন অবকাশের সময়-কন্ট। এবং বাইবুলের পূর্ণ ইতিহাসের বিভিন্ন ছেন অবকাশের সময়-কন্ট।

এই কারণেই যখন মূসা আলাহিমিস সাধারণের যুদ্ধের সময় ধরে স্থির থেকে দান অনুশীলের নিয়ম নির্দেশ করতে পারি।

এ ঐতিহাসিক বর্ণর মাহুদের হয়ে থাকে বেল, প্রথম মূসা একাকী করা অথবা মূসা বলেন, সাদাত তোমাদের প্রথম একাকী করা বলেন, সাদাত থেকে

table
| পারা | ৪ | ৩ |  |
পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। তিনি মায়ের পেটে থাকা অবহায় সেবায় ইহ্সা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এই প্রবল পরক্ষণ মহাজানের অধিকারী সত্যা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

কুরআন তাওরাত নামে অখ্যাতি করেছে। কুরআন এগারোলকেই সত্য বলে ঘোষণা নিয়েছে। প্রতিক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাড়ি করালে কোন কোন স্থানে চোট বাড়া ও খুঁটনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতার পাপকিনও পাওয়া যাবে না। অফিস একজন সচেতন পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুবুদ্ধ করতে পারেন যে, এ দুটি প্রধান একই উৎস থেকে উৎপন্ন।

অনুরূপভাবে ইনস্লাইম হচ্ছে হযরত ইসা আলাইহিস সালামের ইমামী ভাষা ও বাণী সমাধ, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই নিজের বছর নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ পর্বটি বাণীধর্মী তার জীবনযোগ্য লিখিত, সংকলিত ও বিনষ্ট হয়েছিল কিনা সে সমভে জনার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হতে পারে কিছু লোকে সেগুলো নেট করে নিয়েছিল। আরাম এমনও হতে পারে, স্বর্ণময় দেহেশ কোন কম্পিউটার করে ফেলেছিলেন। যাহাকে দীর্ঘকাল পরে হযরত ইসা আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তাঙ্গ সরবরাহ করিতে পশ্চিম পৃথিবীর রচনা করাতে তাতে ঐতিহ্যগত উল্লেখযোগ্য সাধারণ সাধারণ ঐ পুস্তিকাও এর প্রতি নজর করে মৌলিক বাণী ও বিবর্তিত নিবন্ধিত অর্থাত হযরত ইসা (আ) নেত্র বাণী ও ভাষা পূর্ণতার এমন লোকের বিকল্প হল যে সেগুলো আল্লাহ ইনস্লাইম নয়। সর্ব ইনস্লাইম হচ্ছে পুরুষের সংকলন হযরত ইসা আলাইহিস সালামের বাণীধর্মী। আমাদের কাছে সেগুলো চেনার ও বুদ্ধিমান চিন্তা নিজেদের স্বস্ত থেকে সেগুলো আলাদা করার এ চাহিদা আর দীর্ঘকালের কোন মাধ্যম নেই যে, যেখানে জীবনীকর বলেন, ইসা বলেন তথ্য মানুষের বিশ্বাস দিতেন—বেরমাত্র এ ফানাগোলো আসল ইনস্লাইম এর অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর সমষ্টিকেই ইনস্লাইম নামে অভিহিত করে এবং এই সত্তার অধিকারী দেয়। এ বিষ্ঠা অংশগুলোকে একটি করে অন্ধ যে বেশ কয়েক কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার করতে পারেন। তিনি উদ্দেশ্য স্বাভাবিক পার্থক্যই খুঁজে পাবেন। আয় যে সমস্ত পার্থক্য অনুমোদ হবে পক্ষপাতী চিত্ত-তাবাত্ত ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর করা যাবে।

৩. অর্থাৎ তিনি বিশ-জাহানের বাণীধর্মী তেমন ও বিশ্বাস সত্তার জন্ম। কারণ যে স্থায় তিনি নামিল করেছে তা পরিপূর্ণ সত্যই হওয়া উচিত। সর্ব নির্দেশনা সত্য একমাত্র সেই সত্যের জন্মই পাওয়া যেতে পারে যেটি সমস্ত সত্য ও মহাজানী সত্য পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

পারা ৪ ৩
তিনিই তোমার প্রতি এ কিংবা নামিল করেন। এ কিংবা দুই ধরনের আযাত আছে ৪ এক হচ্ছে, মুহকামাত, বেগোলা কিংবা তার আসল রুমিয়ার্দ এবং হিয়ার হচ্ছে, মুত্তাবিয়াত। ৬ যাদের মনে বক্তা আছে তারা ফিতা সুটির উদ্দেশ্যে সর্বশেষ মুত্তাবিয়াতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্ধ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ বেগোলার আসল অর্থ আলাদা ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপুলত পক্ষে পরিপক্ষ আন্দোলনার অধিকারী বলে ৫ অমারা এর প্রতি ইমান এনেছি, এবং আমাদের চেষ্টা পক্ষ থেকেই এসেছ। এ আর প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন লোকেরাই কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৪. এখানে দুটি শুরুপূর্ণ সত্তের প্রতি ইন্দিগিত করা হয়েছে। এক, তোমাদের প্রবৃত্তিকে তার মতো করে কেউ জানতে পারে না, এমনকি তোমার নিজের জানতে পারে না। কারণ তার পরিশ্রম ও পরিনতিদান ও অক্ষয় স্বাগত করা ছাড়া তোমাদের গত্যন্তর নয়। দূই, যিনি গভীরভাবে তোমাদের উৎবাজ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল পর্যায়ের প্রতি ক্ষেত্রে তোমাদের হেরে ছেটে প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করার যোগ্য করে করেন, তিনি দুর্গার জীবনে তোমাদের হিদায়ত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন না, এটা কেমন করে সত্ত্ব হতে পারে? অথচ তোমার সত্ত্ব বর্তমান হেনে এ জিনিসটিতেই মূখাপেক্ষী।

৫. মুহকামাত পাকা করে জিনিসকে ল্যাট হয়। এর বর্ণনা 'মুহকামাত' বলতে এমন সব আযাত বুথায় বেগোলার ভাষা একেবারেই সুপার কোলের উপসর্গে ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যে শব্দগুলো উদ্ভবের উপসর্গ ঠেকে এবং বেগোলার অর্ধ বিভক্ত করার সুযোগ না থাকবে বড়ই কঠিন। এ আযাতগুলো কিংবা তার আসল রুমিয়ার্দ। অথচ বে উদ্দেশ্যে কৃষিজাত নাফিল করা হয়েছে এ আযাতগুলো সেই উদরামো পূর্ণ করে এ আযাতগুলোর মাধ্যমে দুর্গার জীবনে ইসলামের দিকে আন্দোলন জানানো হয়েছে। এগুলোতেই শিক্ষা ও উদরামের
ফাতিমুল কুরআন

সুরা আলে ইম্রান

রিবানালাতুজ গলুবাবা বেল এছেলে বিন্যাস বছর লামান লোহাব রহমতে

ইনত্ক অব্বালোহাব রিবানাল্লাহ জামুন নাস লিওলারিবফিরিহ

তারা আলাহকে দেয়া করতে থাকে না, “হে আমাদের রব। যখন তুমি আমাদের দোষ পথ চালিয়েছো তখন আমাদের অশরক বর্তমান আচরণ কর দিয়া না, তোমার দান ভাগ থেকে আমাদের জন্য হরত দান করা কেননা তুমিই আসল দাতা। হে আমাদের রব। অর্থাৎ তুমি সময় মানব জাতি কে একাধিক একটি সালাবের করতে কেন দিনির আগমনের বিপরীতে কোন সময়ই কেন। তুমি কখনো চলাচলে বিচ্ছাড়ত হও না।”

কথা বর্ণিত হয়েছে। এই তালিকা পুস্তক ধরতে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সৃষ্টি করা হয়েছে। লীলার মূলনীতি এবং আকীদা-বিপাস, ইব্রাহিম, চরিত্রনীতি, দায়িত্ব-বর্ধন ও আদেশ-নিষেধের বিবরণ এ আযাতগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কোন সত্যনিষেধী বাক্য কোন পথে চলবে না, একথা জানার জন্য তখন কুরআনের অর্থগুলি হয় তখন এ মুহকম্মা আযাতগুলোই তার পরামর্শ করে। বস্তাবিতভাবে এগুলোর অর্থ তার দৃষ্টি নিবন্ধ হবে এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে ধরেচুটা চলাচলে থাকে।

৬. মুহকম্মা অর্থ যে যে আলাহের অর্থ এইরূপ সদ্ভ্য-সংশয়ের ও রুদ্ধকে আঢ়ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে।

বিশ-াত্মানের অবিনাশিততা ও ততপর্য, তার মূলনীতি ও পরিব্য, সেখানে মানবের অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা এবং এ ধরনের আলা বিচিত্র মৌলিক বিষয় সংশরিত সর্বনিহ অপরিহার্য ধর্মীয় মানুষকে সরবরাহ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবন পথে চলার জন্য কোন পথনির্দেশ দেয়ে বাধতে পারে না, এটি একটি সমৃদ্ধি রূপেতি সত্য। এবার একমাত্র সত্য, মানবিক ইহুদিয়ানুভূতির বাইরের কথ্য-বিবাইয়ালো, এগুলো মানবিক জানার আওতায় কথায় আলেনি এবং আসতেও পারে না, এগুলোকে সে কথো দেখেছি, স্পষ্ট করে এবং এগুলোর বাদ বাহি রেখে রেখেনি, এগুলো বুদ্ধিমান অন্ত মানুষের ভাগে বাধা করার কথায় কোন শরীর রচিত হয়নি এবং বুদ্ধিভাবনা মেনে তাদের নির্দূর ছবি অবিন্যাস করার মতো কোন পরিচিতি রূপেতি পাওয়া যায় না। কাজেই এ ধরনের ধর্ম বুজার জন্য এমন সব শরীর ও বর্ণনা পরিচিতি প্রশ্ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এগুলো প্রকৃত সত্যের সাথে নিকটতম সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভূতি অনুভূতি পরিচিতির বুদ্ধিমান জন্য মানুষের ভাবায় পাওয়া যায়। এ জন্য অতি প্রাকৃতিক তথ্য মানবিক জানার উপরের ও ইতিহাসাতি বিবাইয়ালো বুদ্ধিমান জন্য কুরআন মেনে ঢেকে এ
তাফসীরুন কুরআন

সূরা আলে ইম্রান

যারা কুফ্রী নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের না ধন-সম্পদ, না সত্য-সত্যত আল্লাহর মোকাবিলায় কোন কাজ করবে। তারা দেবতার ইমরান পরিগত হবে। তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে, যেমন ফেরুরহের সাহব ও তার আগের নাফরানদের হবে গেছে। তারা আল্লাহর আযাতের প্রতি মিথ্যা আরাম করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের গোনাহের জন্য তাদেরকে পাপাড় করবেন। আর যথার্থই আল্লাহ কথার শাস্তিদানকারী। কাজেই হে মুহাম্মদ! যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অবৈধ করলো, তাদের বলে ডাও, সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমারা প্রাণজীবন হবে এবং তোমাদের আহারের দিকে তাড়িত নিয়ে যাওয়া হবে, আর আহার বড়ই শারীরিক আবাস। তোমাদের জন্য সেই দুইটি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার দিশান্ত ছিল যারা (বদর) পরম্পরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকদের দেখছিল, কাফররা মুমিনদের ফিগুড়ি কিংবা কফাফল প্রমাণ করলে না। আল্লাহ তাঁর বিজয় ও সাহসিক দিয়ে যাবে ইচ্ছাসাহায়া দান করেন। একত্র সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষকীয় বিষয় রয়েছে।

ধরনের শান ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আযাতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকেই 'মুতাবাবিহার' বলা হয়।
কিংবার এ তারা ব্যবহারের ফলে মানুষ বড়লোকের সতের কালকালে গোছিত হতে পারে অথবা সতের অনুপ্রেরণ ধরণে তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এ বেশী নয়। এ ধরণের আযারের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট করনের জন্য তার বেশী চেষ্টা করা হবে তত বেশী সংঘী-সংঘী ও সংঘী বড়লোকে তারা বড়লোক প্রকৃত সত্য সত্য সত্য প্রকৃত ধরণে লাভ করেই সত্য তারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে। এতদ্ভিন্ন ধরণেই তাদের কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট হয়। তাদের তারা 'মুহাম্মাদ' এর প্রস্তুতি নিজেদের সর্বশেষ নিয়মের কাছে।

কিংবার যারা নিত্য অথবা বক্তা কাজ সময় নষ্ট করতে অভিযোগ করতে ইছামতী হয় মুসলিমের আলোচনায় মশাল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা প্রত্যেকে থাকে সিদ্ধ করে।

৭. এখানে এ অমূলক সনেহ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না যে, মুসলিমের সভায় অংশ যখন তারা বাছাই না তখন তারা তার ওপর কমন করে ইমাম আনে? আসলে এককে সচেতন বিবেকের অধিকারী বাক্তের মনে মুসলিম আল্লাহর দূর্দশা অপরিমেয় বিচিত্র এবং অপরিমেয় ব্যাখ্যার মধ্যে কুরআন আল্লাহর কিংবা কর্তা বিশ্বাস জন্য না। এ বিশ্বাস জন্যে মুহাম্মাদ আল্লা আল্লাহর মধ্যে।

মুহাম্মাদ আল্লাহর মধ্যে চিত্ত দরে বাধান করার পর যখন তার মনে কুরআন আল্লাহর কিংবা হার ব্যাপার পরিপূর্ণ নিকটতা জন্য তখন মুসলিম তার মনে কোন প্রকার হবে ও স্থান স্থানে স্থানে স্থানে হয়। তাদের যত্নের যুগ আর যে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তত্ত্বের প্রশ্ন করে নেয় আর যেখানে অন্যের জটিলতা দেখে দেয় সেখানে দূর্দশা এবং অন্যের প্রশ্নের নামে উল্টো সিদ্ধ অর্থ করার পরিবর্তে সে আল্লাহর কাজের ওপর সামর্থকতায় ইমাম এর কাজের কাগজ এর দিকে নিজে স্বীকার করে নেয়।

৮. এর ব্যাখ্যার জন্য সুরা বাকারার ১৬১ টি দেখুন।

১. যদিও আসল পারথক ছিল তিনকালে কিন্তু সরাসরি এক দিনে দেখুন যা কেউ মনে করতে পারে তাদের কাফেরদের কৌন্সিল মুসলিমদের প্রশ্নে।

১০. বদলের যুগ মাত্র কিশুনি ভাষায় হয়ে গেছে। তার বিভিন্ন গণ্ডি তখন মানুষের মনে তরলাজ ছিল। তাই এ যুগুর ঘটনার ও যুগলের প্রতি ইংরেজি করে লোককের উপেক্ষা দেয়া হয়েছে। এ যুগুর তিনটি বিষয় ছিল তাত্ত্বিক শিখনীয়:

এক। মুসলমান ও কাফেরারা যেখানে পরস্পরের মুক্তমুখে হয়েছিল তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিদিকের পরখার সম্প্রদায় হয়ে উঠছিল। একটিকে কাফেরদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যপথে হিড়িম্ব হয়। তাদের ধার ও নোটকি বাদারা সংঘে এসেছিল। ফলে সেনা শিক্ষ ভালো পেয়েছিল উপরে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক মুসলমানদের সেনাদলে আলোচনা ও আল্লাহর প্রতি আনুমতির বিচ্ছেদ উপরে ছিল। তাদের মধ্যে ছিল চমৎকার সম্মত। সৈন্যরা পারম্পরী মশাল ছিল। কাফের কথায় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল এবং আল্লাহর কাজ দেওয়া ও করা বিষয় মনোহর।
মানুষের জন্য নারী, স্ত্রী, সমাজের গৃহ, সেরা ঘর, গাছার পথ ও সুখী ক্ষেত্রে প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুখীত ও সুখীত করা হয়েছে। কিন্তু এগোলো দুনিয়ার ফণনার্থী জীবনের সাদৃশ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। বলা অথবা কথার কাছে তালো জিনিস কি? যারা তাকদর নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রক্ষা করেন রক্ষার কাছে রয়েছে বাগান, তার নিয়মে নিখোঁজ ব্যাপার প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা উদ্বেগ জীবন লাভ করেন। পরিত্যাগ জীবন করেন এবং তারা লাভ করেন আল্লাহর সুখে। আল্লাহ তার বাসার কর্মসূচির ওপর গৌরব ও প্রকার দৃষ্টি রয়েছে। ১২ এ লোকেরাই বলে: ‘হে আমাদের রব। আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাইয়া মাফ কর দাও এবং আহারের আওত থেকে আমাদের বাতাও। এরা সরকারী।’ ১৩ সতর্কতা, অনুগত ও দানশীল এবং রায়ের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গোনাই মাফের জন্য দেয়া করে থাকে।

চলছিল। দু’টি সেখান দল দেখে যে কোন বস্তি অতি সহজেই জ্ঞাত পারতো, কোন দলটি আল্লাহর পথে লড়াই করছে।
আল্লাহ নিজেই সাফ্ক দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

১৪ আর ফেরেশতা ও সকল জানবান লোকই সত্তা ও নায়কপ্রাণতার সাথে এ সাফ্ক দিছে১৫ যে, নেই প্রবল পরাক্রম ও জানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

দুই : মুসলমানরা তাদের সক্ষমতা ও সমর্থনের অবাধ সত্তা ও মূলমন্ত্র বিশ্বাসযুক্ত ও উল্লেখ্যতা সম্পন্ন সমস্ত মানুষের ওপর বিজয় লাভ করলো তাদের একথা সুপ্রস্তু হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপূর্ণ ছিল।

তিন : আল্লাহর প্রকল্প প্রতিপালিত ক্ষমতা সম্পর্কে গাঢ় হয়ে যায় নিজেদের সাজ-সজ্জার ও সমর্থনের সাহায্যের কারণে আতুর্ভুতহার মেতে উঠেছিল, তাদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল যথাযথ একটি চাকরের আবাদ। আল্লাহ ভিতরের মাত্র গুটিয়ে বিশ্বাসী, অতাদী ও প্রবন্ধী মুহূর্তের মধ্যে সামনের মুটিমুটি জন্য সমুদ্রের সাহায্যের মতো অভিজ্ঞ শক্তিশালী ও সম্মুখ আরোহীর সমালোচনার মধ্যমে গোপনে পরিচালিত করতে পারেন, তা তারা হাতে দখে নিল।

১১। এর বাক্যা দেখলু সূরা আল বাকারার ২৭ টীকা।

১২। অর্থে আল্লাহ অপরে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসাভাসাতে সিদ্ধস্থ গ্রহণ করা তার নীতি নয়। তিনি তার বনামিদের কর্তৃব্য হিসাব করেন এবং ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোদিকেই জানেন। কে পুরুষর লাভের যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি তাদের মধ্যে জানেন।

১৩। অর্থে সত্তা পর্যন্ত পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন ক্ষতি বা বিপদের মুখ কখনো সাহস ও হিংসনার হয় না। যুবতী এদের মনে কোন চিড় ধরেন না।

১৪। অর্থে যে আল্লাহ বিশ্বাসের সমন্ত তেজ, সত্তা ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণীন অবস্থায় দেখেছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পুরুষী ও আকাশের কোন একটি কিছু গোপন নেই—এটি তার সাক্ষাৎ এবং তার চাইতে আর কেন নির্দেশযোগ্য চাক্ষুস সাক্ষাৎ আর কেন দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা খোদাই শুরু প্রতিষ্ঠিত নয়। আর কোন সত্তা খোদাইর কর্তৃত্বের অবিভক্ত নয় এবং আর কারোর খোদাইর করার যোগ্যতাতে নেই।

১৫। আল্লাহর পর বসবাসের বিশ্বযোগ্য সাক্ষাৎ হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তাঁরা হচ্ছে বিশ্বাসীর ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত
আত্মীয় ব্যক্তির সাথে আল্লাহের সাদরের জন্য যে যে ব্যক্তির জন্য এই বিষয়ের কথা স্পষ্ট নয় তার জন্য তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের প্রতি প্রশ্ন করেন।

পারা ৪ ৩

১৬. বিশ্বাস আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবহার ও একটি মাত্র জীবন ধ্বংস। এটি ছিল, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মালক বলে স্বীকার করে নেবে এবং তার ইবাদত, ব্যবহার ও দাসত্ব মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপারন্ত করে নেবে। তার তার বদ্ধী করার পরামর্শ দেয়। তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের প্রতি প্রশ্ন করেন।
যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অধীনীকর করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহর করে, যারা মানুষের মধ্যে নাম, ইনসাফ ও সত্তার নিদর্শ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শারীরিক মুসােগ্ধ দাও।১৯ এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে ৯০ এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই।২১

আর বিশ্ব-আহামের গ্রন্থী ও প্রভুর নিজের সত্তুকুল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মকাণ্ডের বৈধতার বীর্তি না দেয়া পুরোপুরি নায়কনাগত। মানুষ তার নিরুক্তিতর কারণে নাতিকাঁকা থেকে নিয়ে শিক্ষা ও মূর্তিগুলো পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পন্থার অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ-আহামের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিজেকে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যে কোন অংশে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তার দীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন আজ্ঞার ওপর যে কিংবাদ নালি হয়েছে, তা ইসলামেরই শিখ দান করেছে। এই আসল দীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্য ও উদ্দেশ্যের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের স্বীয় সম্প্রদায়ের অতিক্রম করে অধিকার, সাঙ্গাকার ও প্রবিষ্টা অর্জন করতে চেয়েছে। এর এসব অর্জন করতে দেয়া পারিদের যেসব যুগে বায়ু, বায়ু, স্বাভাবিক ও ভবিত্তিক বিধান পরিবর্তন করতে ফেলছে।

১৮. অন্য কথায় এ স্বদ্বার্থীকে এতাতে বলা যায়, যেমন—'আমি ও আমার অনুসারীরা তো সেই নির্ভরে ইসলামের বীর্তি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দীন ও জীবন বিধান। এখন তোমার বলা, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুকুর দীনের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করছে তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দীনের দিকে কি তোমরা ফিরে আসবে?

১৯. এটি একটি ব্যাপারের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের যে সমস্ত কীর্তিকৃতের দুর্বল তারা আজ অনেক ফুলে উঠছে এবং মনে করছে যে তারা খুব তালা করে বেড়াচ্ছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের এ সমস্ত কাজের এই হচ্ছে প্রতিফল।
তুমি কি দেখিনি কিতাবের জান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি অবস্থা হয়েছে? তাদের যখন আহার কিতাবের দিকে সে অনুষ্ঠি তাদের পরপরের মধ্যে ফায়াসলা করার জন্য আহবান জানানো হয়৷ তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়াসলায় দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের এ কর্মসূচির কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে এ "মাহরামের অগ্নি তো আমাদের স্পর্শ করবে না। আর যদি মাহরামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।" তাদের মনগো বিশাখ নিজেদের দীর্ঘ ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই জুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

২০. আরা তারা নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টাসমূহ এমন সব কাজে নিয়োজিত করেছে যার ফল দুর্নিয়ার যেমন কারণ তেমনি আহরে ছায়ারাও হয়।

২১. আরা এমন কোন শক্তি নেই যে তাদের এমন ভুল প্রচেষ্টা ও অসংকরাবলীকে সৃষ্টিদায়ক করতে তারা করেছে প্রচেষ্টা পরিবর্তি থেকে বাহিতে পার। দূর্নিয়ার বা আহরে রাখার তাদের উত্তর থাকে তাদের কাজে লাগে বলে যে শক্তির উপর তারা জরিয়ে করে, তাদের মধ্য থেকে অসন্তোষ করে তাদের সাহায্যকারী প্রভাব হয় না।

২২. আরা তাদের বলা হয়, আহরে কিতাবের ধৃততা সনদ হিসেবে মনে নাও এবং তার ফায়াসলার সমান মাথা নত করার দায়। এই কিতাবের দৃষ্টিতে যা ইচ্ছে প্রমাণিত হয় তাকে হব বলে এবং যা বাতিল প্রমাণিত হয় তাকে বাতিল বলে মনে নাও। এখানে মনে রাখতে হবে, আহরে কিতাব বলতে এখানে তাবার ও ইন্দ্রিয়কে বুঝানো হয়। আর কিতাবের আনের কিছু অংশ লাভকারী করতে ইহুদি ও অন্যান্য আলেমদের কথা বুঝানো হয়।

২৩. তারা নিজেদেরকে আহরে প্রিয়গাত্র মনে করে বসেছে। তাদের মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা যাই কিছু করুক না কেন জারাত তাদের নামে লিখে দেয়া হয়ে গেছে, তারা ঈমানদার পোষা, তারা উমরকের সন্তান, উমরকের উত্তর, উমরকের মূর্তি এবং উমরকের হাতের হাতে হাতে রেখেছে, কারণেই আহরের আগনের কোন কঠোরই নেই তাদেরকে স্পর্শ করার। তারা যদিও তাদেরকে কখনো আহরের দেয়া হয়, তাহলেও তা হবে মাত্র কয়েক দিনের জন্য। সোনাহার যে দাগগুলো পায় সেগে
ফ্যাকিফ দাদা প্রাত্যুনমের লেখায় আরবি যোগ করে দেয়। এ উদা কেমন তাদের বিশেষ। এ উদার নামের তাফসির করার জন্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় মংসির তুলিম ।

বলা হচ্ছে আল্লাহ! বিশ-জাহানের মালিক। তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রীয়তা দান করো এবং যার ধরা চাও রাষ্ট্রীয়তা হিন্দু নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইচ্ছা দান করো এবং যাকে চাও লাভ ও হেয় করো। কল্যান তোমার হতেই নিহিত।

নিশ্চয় তুমি সবকিছু চর্চা শক্তিশালী। তুমি রাখো দিনের মধ্যে প্রশংস করো এবং দিনের রাতের মধ্যে। জীবনহীন থেকে জীবনের অর্থাত্তিত ঘটাও এবং জীবিত থেকে জীবনহীনের। আর যাকে চাও তাকে তুমি বেহিয়ার রিবিক দান করো।

গোবে সেগুলো মুছে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে নেয়। যা করার পাঠিয়ে দেয় হবে। এ ধরনের বিতর্কে তাদের এমনি নিউকিল বানিয়ে দিয়েছিল, যার ফল তারা নিচিত্র করিয়ে থাকে কষ্টপর অপ্রাপ্ত করে যেতে, নিত্যগত গোলাফের কাজ করতে, প্রকাশে সত্যের বিরোধকারী করে এ উদাহরণ তাদের মধ্যে সমানান্তম অনাী হবে জগতে না।

২৪. মানুষ যখন একদিকে কাফের ও নাযফ মানানায়ক কর্যকলাপ দেখা এবং তাদের দেখা কিছুতে দিনর পর দিন তাদের বিশ্বাস ও প্রাচুর্য বেড়ে যায়, অবার অন্যদিকে দেখা ইমানদারদের অনুগতদের পার্থক্য এবং তাদের দরিদ্রতা, অভাব, অনাহার অস্ত্রিত জীবন, আর দেখা তাদের একর পর এক বিদেশ সুসংস্কার ও উদ্ধর্দ দর্শনের প্রকাশ হতে, নবী সালাহুদ্দিন আল্লাহই ওয়া সালাম ও তার সাহীন তুর্যহিন ও তার কাছছাচিহ সময়ে যার প্রকাশ হয়েছিলেন, তখন মানবিকভাবে তার মনের মধ্যে একটি অদৃষ্ট
যাতে নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ নিয়মের আদেশ 

মুমিনরা যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বড়ু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কেন সম্পর্ক নেই। তবে হাঁ, তাদের জন্ম থেকে আত্মকরণ জন্য তোমরা যদি বাহাত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে।

কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তারই দুর্গতি করে সৃষ্টি হবে।

হে নবী! তোমাদের জানি যাও যে, তোমাদের মনের মধ্যে যিনি আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন।

পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই তার অন্যের বাইরে অস্থায়ী করে না এবং তার কৃত্রিম সংখ্যার ওপর পরিব্যাপ্ত।

সেদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেক 
ব্যক্তি তার কৃত্রিম ফল সামনে উপস্থিত পাবে, তা ভালো কাজই হে আর মাঝ কাজ।

সেদিন মানুষ কামনা করবে হয়, যদিও এখনো এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবশ্য কাটতো। আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বাদামদের গুণী গুণাকাঙ্ক্ষী।

আল্লাহ মিলিত জিত্বা জ্বেল উঠে। আল্লাহ এখানে এই জিত্বার জন্য দিয়েছেন। এমন সুস্থভাবে জ্বেল দিয়েছেন, যার চেয়ে বেশী সৃষ্টিতে কথা কথনাই করা যায় না।

২৫. অর্থাৎ যদি কোন মুমিন কোন ইসলাম দুশমন দলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় এবং সে তাদের জন্য-নির্বিশেষ চালানার অপকর, তাহলে এ অবস্থা তাকে অনুভূতি দেয়া হয়েছে, সে নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখে কাফেরদের সাথে বাহাত।

পারা ৪ ৩
ছে নবী। লোকের বলে দাও যে "যদি তোমরা যথাযথই আল্লাহকে তালোকানো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের তালা বাসবেন এবং তোমাদের গনেঘাড় মাফ করে দেবেন। তুমি বড়ই কফাশ ও করমায়া।" তাদেরকে বলো যে "আল্লাহ ও রসূলের অনুগত্য করো।" তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গঠন করা না করে, তাহলে নিচ্ছিড়ানোই আল্লাহ এমন লোকদের তালা বাসবেন না, যারা তার ও তার রসূলদের অনুগত্য করতে অনুমতি করে।

আমন্ত্রণের অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। বলো যদি তার মুসলমান হবার কথা প্রকাশ হয়ে গিয়ে, তাহলে নিজের প্রাণ বটাচার জন্য সে কাফেরদের প্রতি সদ্ব্যতায় মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এমন কি বটাচার অভিভাবক ও আশ্চর্যগুলি অবশ্যই যা যাজ্ঞিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাকে কুফিয়া ভাকা পর্যন্ত মুহূর্তের কাছ আস্তি তুলাটিকে দেয়া হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ মানুষের তর যে তোমাকে এমনতাবে আহ্বান না করে ফেলে যার ফলে আলাআর তদ মনে উঠে যায়। যা বড়ো বড়োর তোমার প্রতি অধিক ব্যক্তি করতে পারে, যার পরিসর দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে চিরন্ধ আন্তঃবিশ্বাসের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন। কারণ নিজের প্রাণ বটাচার জন্য যদি করা বাধ্য হয় কাফেরদের সাথে আল্লাহকে মুহূর্তের অবলম্বন করতে হয়, তাহলে তার পরিসর কেবলমাত্র ইসলামের শিফন, ইসলামী আত্মার রক্ত ও কোন মুসলমানের ধন-প্রাপ্তির কোল না নিজের জন্মদিনের হেফাজত করে নেয়া প্রকৃতির সীমিত হতে পারে।

কিন্তু সবাধিক, তোমার মাঝে যেন কুফিয়া ও কাফেরদের একে করে না হয়। যা ফলে ইসলামের মোকাবিলায় কুফিয়া ভিত্তি লাগতে এবং মুসলমানদের ওপর কাফেরদের বিজয় লাভ ও আল্লাহ-বিভাগের পথ প্রশস্ত হবার সাহায্য দেখায় নেয়।

অল্প একটি ভাষাভাবে যেন রাখতে হবে নির্দেশে বলতে গিয়ে যদি তোমরা আলাআর অনিশ্চিত করা যে মুমিনদের জামাইকাতে যা কোন মুসলমান ব্যাখ্যাকে কোন অভিভাবকে অক্ষম করা থাকে ও আলাআরের কোন ব্যাপারে ফ্যাশন করে থাকে, তাহলে আলাআর পাকড়া ও তোমরা কোন ক্ষমতা খণ্ডে পাড়তে পারবেন না। তোমাদের তো অবশেষে তার কাছ থেকে থেকেই হবে।

২৭. অর্থাৎ তিনি পূর্বসূরী তোমাদের এমনবাদ কাজ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যা পরিমাণে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, এটা তার চরম ক্ষয়পাকান্তকারী প্রকাশ।
আল্লাহ২৯ আদাম, নুহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে৩০ সমগ্র বিশবাসীর উপর প্রভাব দিয়ে তাঁর রিসালতের জন্য মনোনীত করেছিলেন।
এরা সবাই একই ধারার অন্তর্গত ছিল, একজনের উল্লেখ ঘটেছিল অন্যজনের বংশ থেকে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।৩১ (তিনি তখন শুনিয়েছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা৩২ বলিয়া ছে আমার রব। আমার পেত এই যে সম্ভবত আছে এটি আমি তোমার জন্য নজরানা দিলাম, সে তোমার জন্য উত্সাহিত হবে। আমার এই নজরানা কমল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।৩৩

২৮. প্রথম ভাষণটি এখানেই শেষ হয়েছে। এর বিষয়কে, বিশেষ করে এর মধ্যে বদরযুদ্ধের দিকে যে ইহুদি করা হয়েছে, তার বর্ণনাত্মক সম্পর্কে চিন্তা করেল এই ভাষণটি বদর যুদ্ধের পরে এবং তৎপরের আগে অর্থাৎ ৩ হিজরাতে নামিল হয়েছিল যে ধর্ম ধারণা জন্য। মুহাম্মাদ ইবনে ইসাহাকের বর্ণনা থেকে সাধারণত লোকদের এই ভূমি ধারণা হয়েছে যে, এই সুরার প্রথম ৮টি আযাত নজরানের প্রতিনিধির দলের আগমনের সময় হিজরী ৯ সনে নামিল হয়েছিল। কিন্তু প্রথমত এই তুমিকা হিসেবে প্রথম ভাষণটির বিষয়কে পরিকালভাবে একথা তুলে ধরেছে যে, এটি তার অনেক আগেই নামিল হয়ে থাকবে। বিজ্ঞাত, মুমতিল ইবনে সুলাইমানের রেওয়ায়তে একথা পরিকালভাবে বলা হয়েছে যে, নাজরানের প্রতিনিধিদের আগমনের সময় খেলামাত্র হতে ইয়াহুদী। আলাইহিস সালাম ও হযরত ইনা আলাইহিস সালামের বর্ণনা সম্পর্কে ৩টি বা তার চেয়ে কিছু বেশি আযাত নামিল হয়েছিল।

২৯. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে। নবম হিজরী সনে নাজরানের বৃহত্তী প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদের দল রসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহিওয়া সালাহাদের দরবারে হাজিব হবার পর এ অংশটি নামিল হয়েছিল। হিজরী ও ইয়াহুদীদের মাঝখানে নাজরান এলাকা অবস্থিত। সে সময় এ এলাকায় ৭২টি জনপদ ছিল। বলা হয়ে থাকে, এই জনপদগুলো থেকে সে সময় এক লাখ বিশ্ব হাজার যুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পর্কে আওয়াম বের হয়ে অসতে পারতো। এলাকার সময় অবিবাসী ছিল খৃষ্টীয়। তিনজন দলনেতার ভূমিকা তাদের।
শানিছতো। একজনকে বলা হতো : আকবে। তিনি ছিলেন জাতীয় প্রধান। হিজ্যুজনকে বলা হতো সাইয়েদ। তিনি জারির তামাদনিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখাও না করতেন। তৃতীয়জনকে বলা হতো : উসনুক (বিষণ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ের তারাপ্রাঙ্গ। নবী সালাহু আলাইহি ওয়া সালামের মক্কা বিজয়ের পর খনি সন্নিক্ষেপ বাঙ্গলা। এর সাথে তৎকালীন অববাহিক মনে এ বিষয়ের জন্য দেখেছি এবং তখন সম্প্রতি সালাহু আলাইহি ওয়া সালামের হাতে তখন আরেকের বিষয় এলাকা থেকে তার কাছে প্রতিনিধি দলের অধিন হতে লাগলো। এই সময় নজরানের তিনজন দলনেতৃতেও ৬০ জনের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মদিনায় পৌছেন। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রথম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করে, না যাচ্ছে হয়ে থাকতে। এ সময় মহান আলাহ নবী সালাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর এ ভাগটি নামিয়ে রাখেন। এর মাধ্যমে নজরানের প্রতিনিধি দলের সামনে ইসলামের দায়িত্ব পেশ করার বাধ্যতা করা হয়।

৩০. ইমরান ছিল হযরত মুনিব ও হারুনের পিতার নাম। বাইবেলে তাঁকে 'আমরাম' বলা হয়েছে।

৩১. খৃষ্টীয়দের প্রতি ধর্মানন্দ প্রাপ্ত করিলে এই যে, তারা হযরত ঈসাকে (আ) আলাহ বাদা ও নবী হযরত পুত্র ও আলাহকে কর্তৃত্বে অশ্রুতি প্রণয় করে। তাদের বিশ্বাসের এই মূল্যের গল্পটি দূর করতে পারলে সঠিক ও নিঃসূত ইসলামের দিকে তাদের ফিরে আনা অনেক সহজ হয় হয়ে যায়। তাই যে ভাবের দৃষ্টিকোণ এভাবে ফাড়া হয়েছে : আদম, নুহ, ইবরাহীমের বংশের ও ইমরানের বংশের সকল নবির মাতুল। একজনের ব্যাপার আর একজনের জন্য হয়েছে। তাদের কেউ খোদা ছিলেন না। তাদের বিবেচনায় ছিল এই যে, আলাহ তার বালের মধ্যে ও দুর্দশাবাদীর সংঘাত দেখানো জন্য তাদেরকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

৩২. 'ইমরানের মহিলা' শতের অর্থ এখানে যদি ইমরানের প্রধান হযরত মাযাকের (আ) পিতায়। সেখানে এর নাম ছিল ইমরান। আর 'ইমরানের মহিলা' শতের অর্থ যদি হযরত মাযাকের (আ) পিতায় হযরত মাযাকের (আ) মাযাকের বংশের ময়ের ছিলেন একজন হযরত ময়ের। ফুল এই দুটি অর্থের মধ্যে থেকে কোন একটি ঢুকাতে চায় না অন্য কোন অথচ মাযাকের হযরত নেই। কারণ হযরত মাযাকের পিতা ছিলেন এবং তাঁর মক্কায় ছিলেন কোন বংশের ময়ের এ বিষয়ে মহিলায় কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে হযরত ইয়াহুইয়ার মাযাকের ও হযরত মাযাকের মাযাকের পরস্পর রোপ্ত ছিলেন, এই বর্ণনাটির সাথে বলের নেয়া হয়, তাদের ইমরান বংশের ময়ের-ই হতে 'ইমরানের মহিলা' শতের সঠিক অর্থ। কারণ কিছু লিখিত ইমরানের আমরা সুপ্রসাদের পাই যে, হযরত ইয়াহুইয়ার মাযাকের হযরত হারুনের বংশধর ছিলেন। (লুক ৬: ৫)

৩৩. অর্থাত তুমি নিজের বাদাদের প্রার্থনা করে থাকে এবং তাদের মনের অবস্থা জানানো।

পারা ৪ ৩
ফলে প্রেরিত ছিল রসিকের এটি ও প্রেরিত বিভাগের বিভাগের উল্লেখ করে।

জাতিসংঘের সদস্য এর কেউ নিয়াম্নাও নিয়াম্য সিদ্ধান্তের চাইতে যা সক্রিয় হয়।

হজী ক্যালেকটের জাফরের কথা বলা হয়েছিল।

তারপর যখন সেই শিষ্য কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল, সে বললো কেন আমার প্রতুল আমার এখানে তা মেয়ে জন্ম নিয়েছ। এখন যদি সে প্রসব করা হয় তাহলে তা আমার জন্য নিল।—আর পূর্ব সভার কন্যা সভার মতো হয় না।

তারা ধরা একে তার নাম রেখে দিলাম মোহারাম। তার আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে অতিরিক্ত যোগদানের ফিতনা থেকে রক্ষা জন্য তোমার আর্থিক সুপার্ক কর্মী। অবশেষে তার রব কন্যা সভার কন্যাকে সহজে সহকারে কর্মী করে দিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং বাণিজ্যে বাণিজ্যে দিলেন তার অভিভাবক।

যাকারায় ৩৫ যখন তার কাছে মহরাজের কথা বলে, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সমভূ পেতে। জিজ্ঞেস করতেন: "মহারাজ! এনেতো তোমার কাছে কৌশল থেকে এলো?" সে জবাব দিতেন: আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান, বহিসেব দান করেন। এ অস্বাভাবিক যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করলে: "হে আমার রব। তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সাহায্য দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী"।

৩৪. আর্থে মেয়েরা এমন অনেক প্রাকৃতিক দূর্বলতা ও তামাদুনিক বিধি নিয়েছে আগ্নীধারী থাকে, সেগুলো থেকে ছেলেরা থাকে মুক্ত। কাছাকাছি ছোলা জন্ম নিলে আমি যে
ফনাদা লিখিত হোন বাহান তথ্যে হয় আল্লাহ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যদি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মতে, তবে এই পাঠ্য মূলত আল্লাহ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগান বলে । "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহাইয়ারীর ৩৮ সূরার দান করেছেন। সে আল্লাহর পক্ষে একটি কর্মাবলীর মাত্র প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সত্তার গুণকল্প থাকবে। সে পরিপূর্ণ সম্পর্ক হবে, নরওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মণগণের মধ্যে গণ্য হবে।" যাকারিয়া বললেঃ "হে আমার রাব। আমার সত্তার হেবে কেমন করে? আমি তো বুঝে হয়ে গেছি এবং আমার শ্রীতি তো বদলে।" জবাব এলোঃ "এমনটিই হবে। আল্লাহ যা চান তাই করেন।" আর করলেঃ "হে গুরু! তাহলে আমার যন্ত্র কোন নিশ্চয়ী ঠিক করে দাও।" জবাব দিয়ে ছিলোঃ "নিশ্চয়ী হচ্ছে এই যে, তুমি তিনি দিন পর্যন্ত মানবের সাথে ইসলাম-ইহিমিত হাড়া কোন কথা বলবে না। এই সময়ে নিজের রফ্তকে খুব বেশী করে ঢাকো এবং সকল সাথে তার তাকীবী করতে ঢাকো।

উদ্দেশ্যে নিজের সত্তার তোমার পথে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, তা তালোকভাবে পূর্ণ হতো।

৩৫. এখানে তোমার আলোচনা গুরু হয়েছে যখন হযরত মারোয়াম পাশ বয়স্কা হলেন, তাকে বাইবেল মাকদিনের ইহুদাতিরগাতে (হাইকেল) পোষিতে দেয়া হলো এবং সেখানে তিনি দিন-রাত আল্লাহর জিনিসের মধ্যে হাজন হয়ে গেলেন। শিক্ষা ও অনুশীলন দানের জন্য তাকে হযরত যাকারিয়ার অভিবাদন করা হয়েছিল। আর্থিয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে সত্তার হযরত যাকারিয়া ছিলেন তার খালু। তিনি হাইকেলের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। এখানে তোমার যাকারিয়ার নিন্দার কথা বলা হয়নি। যাকে হত্যা করার ঘটনা বাইবেলের ওজন টেইকেমেকে উল্লেখিত হয়েছে।
৫ রক্ত

তারপর এক সময় এলো, ফেরেশতারা মারায়ামের কাছে এসে বললো: "হে মারায়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সায়ার বিশেষ নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে আগাজার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাইল কর নিয়েছেন। হে মারায়াম! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো। তার সামনে জিজ্ঞাসিত হব এবং সেব বানা তার সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হব।

হে মুহাম্মদ। এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর, অন্যর মাধ্যমে আমি এগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। অথচ তুমি তখন সেখানে ছিল না, যখন হাইফেলের সেবায়তরা মারায়ামের তাত্ত্বিক কে হবে একজন ফাযসারা করার জন্য নিজেদের কর্ম নিকেপ করছিল।৩৩ আর তুমি তখন সেখানে ছিল না যখন তাদের মধ্যে ঠোঁটে চলছিল।

৩৬. মহরাব শপিট বলার সাথে সাথে লোকেদের দুর্ভ সাদৃশ্যতা আমাদের দেশ মসজিদে ইমামের দাওয়ার জন্য যে জায়গাটি তৈরী করা হয় সেদিকে চলে যায়। কিন্তু এখানে মহরাব বলতে সে জায়গাটি বুঝা হয়নি, খুটুন ও ইহৌলাদের গীর্জা ও উপাসনার সাথে মূল উপাসনা গুহার সাথে লাগায়। তুমি সমস্ত থেকে যেখানে উঠতে যে ককটি তৈরী করা হয়, যার মধ্যে উপাসনার খাদ্য, পুরোহিত ও এতেকাকরী অবস্থাও করে, তাকে মহরাব বলা হয়। এই ধরনের একটি কার্যকারী হযরত মারায়াম এতেকাক ছিলেন।

৩৭. হযরত যাকারিয়া (আ) সে সময় পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। এই যুবতী পুনর্বতী মেয়েটিকে দেখে স্বতন্ত্র তার মনে এ আকাঙ্খা জন্য নিলে আরা, যদি আল্লাহ আমাকে এমনি একটি সন্তান দান করতেন। আর আল্লাহ তার অজীম কুদরাতের মধ্যে যেভাবে এই সংসার ত্যগ্য, নিস্বাস্ত, কন্দরস্তির মেয়েটিকে আহার যোগাওনে
ফাইমূল কুরআন

সূরা আলে ইমরান

তখন ফেরেশতারা বললঃ 'হে মারিয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি ফরমানের সূচনা দান করছেন। তাঁর নাম হবে মসীহ ইসা ইবনে মারিয়াম। সে দুনিয়ায় ও আখরেতে সমাজিত হবে। আল্লাহর নৈকটিলভাবে বাদামের অত্যন্ত হবে। দেওন যাক। অবস্থায় ও পরিচালনা বয়সের মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সত্যবাক্যের অন্তর্গত।' একথা শুনে মারিয়াম বললোঃ 'হে আমার প্রতিগলি! আমার সত্যাক কী করে হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ সন্তান করেন।' জবাব এলোঃ 'এমনটিই হবে।' আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি তখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটিকে বলেন, হয়ে যাও, তাহেই তা হয়ে যায়।'

তা দেখে তাঁর মনে আশা জাগে যে, আল্লাহ চাইতে এই রূপ হয়নেই তাকে সম্ভাবনা দিতে পারেন।

৩৮. বাইবেলের এ নাম লিখিত হয়েছে, সূত্র ধর্ম নীক্ষাতা-জোন (John the baptist)। তাঁর অবস্থা জানার জন্য দেখুন, মধ্য ৩. ১১, ১৪ অধ্যায়; মাস্ক ২: ১, ৬ অধ্যায় এবং বুদ্ধি : ১, ৩ অধ্যায়।

৩৯. আল্লাহর 'ফরমান' কলে এখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কুবান হয়েছে। যেহেতু তাঁর জন্য হয়েছিল মহান আল্লাহর একটি অভিজ্ঞতার ফরমানের মাধ্যমে অনৌক্ষুনার হিসেবে, তাই কুরআন মজাদে তাঁকে 'কালমাত্তম মিনালাহ' বা আল্লাহর ফরমান বলা হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ তোমার বার্থক্য ও তোমার শ্রীর বদ্যাদু সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে পুরুষ সত্যাক দান করবেন।
৪১. বিংশ এমন নিশানী বলে দাও, যার ফলে একজন গর্জনারী রূপে ও বন্ধু রূপকে ঘরে পুত্র সত্তান জন্য নেবার মতো বিয়েয়ক ও অভাব্যাবিক ঘটনাটি ঘটার খবরটি অগ্নিয় জানতে পারি।

৪২. খৃষ্টীনরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে ‘আলহার পুত্র’ ও ‘খোদা’ বলে বিশাল করে মেলে তুলে চলেছে, সেই বিশাল ও অকীমতত্ত্ব তুলনা সৃষ্টি করে তুলে ধরেই এই ভাবনার ফল উদ্দেশ্য। সুনামই হযরত ইয়াহীয়া আলাইহিস সালামের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য যোগ্য অনুসন্ধান করা হয়েছিল, ঠিক সেইনি তার থেকে মাত্র ছয় মাস আগে একই পরিবারের আর একটি অনুসন্ধান পদ্ধতিতে হযরত ইয়াহীয়ার জন্য ছিল। এর মধ্যে মহান ও সর্বভূতিমান আলাহ খৃষ্টীর একটি বৃহত্তম শক্তি যদি সেই যেখানে ও ব্যপায় পরিষ্কার না করে তাহলে ঈসার নিয়ে অভাব্যাবিক জনপ্রভাব বিভক্ত তারকে ‘ঈশ্বর’ ও ‘খোদা’র আদেশ বসিয়ে দিতে পারে?

৪৩. এই লতারী করার প্রয়োজন দেখে নেবার কারণ এই ছিল যে, হযরত মায়ের মাতা হাইকেলে আলাহের কাজ করার জন্য মায়েরামকে উপরের দিকে গলে ছিলেন। তার মুখের মেলে নেবার কারণে হাইকেলের খাদ্য ও নেবারের মধ্য থেকে তাঁর তত্ত্বাবধান ও অভিভাবক নিয়ে তার বিষয়টি অত্যধিক অর্থসম্পন্ন ছিল।

৪৪. একজন পুরুষের টেমাকে স্মর্ত না করলে তার মায়ের সত্তান হবে। এখানে যে ’এমন হবে’ (ক্লার্ক) শর্তের ব্যবহার হচ্ছে, হযরত মায়ের মাতা হাইকেলে আলাহের কাজ করার জন্য মায়েরাকে উপরের দিকে দেখালেন। সেখানে এর যে অর্থ ছিল এখানেও এই একই অর্থ হওয়াই উচি। তা ছাড়া পরবর্তী কারণ পূর্বাভাস সমষ্টি ও বৃহত্তম এই অর্থ সম্পর্ক করে কোন প্রকারের বলা নয় হযরত মায়ের মাতা হাইকেলে আলাহের কাজ করার জন্য মায়েরাকে উপরের দিকে দেখালেন। আর আসলে এতেই হযরত ঈসার (আ) জন্য ছিল। যেহেতু দুর্নিয়ার আর দৃষ্টি তৃণীয়ের অভাবে সত্তান জন্য নেবার ব্যাপারটি ঘটাতে হবে এবং যদি প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসার (আ) এতেই অনুমতি দেয় তাহলে, তাহলে হযরত ঈসার জন্য ছিল। তাই নির্দোষ হয়ে পড়ে। পিতার ঔষধ ছাড়াই অভাব্যাবিক পদ্ধতিতে হযরত ঈসার (আ) জন্য ছিল। তাই নির্দোষ হয়ে পড়ে। এই ঔষধ ছাড়াই অভাব্যাবিক পদ্ধতিতে।
রসোল, যিনি হেবেলের পুত্র, যিনি উপরের দিকে লাখ আল্লাহর সুন্নত উপলব্ধি করেছিলেন।

আর ইস্রাইলীদের কাছে রসুল হিসেবে এসে সে বললোঃ "আমি তোমাদের রহস্য থেকে তোমাদের কাছে নিশানী নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাথর আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরি করবু এবং তাতে ফুৎকার দিচ্ছি, আরেকটা হক্কে সেটি পাথর হয়ে যাবে। আল্লাহর হক্কে আমি জানাই ও তৃষ্ণাগুলোকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিজস্ব গৃহ কি যাও ও কি মড়বে করে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানী রয়েছে, যদি তোমরা ইমানদার হও।

আল্লাহর কলাম বলে মানে এবং এরপর ইস্রাইলীদের জন্য সম্পর্কে একটি প্রমাণ দিয়ে তাঁকে যাত্রিত্ব করেন যে, স্বাভাবিকভাবে মাতা পিতার মিলনের দলে তাঁর জন্য হয়েছিল, তারা আসলে একখানা প্রমাণ করেন যে, মনের কথা প্রকাশ করা ও নিজের বক্তব্য সম্পর্কে তুলনা ধরাতলে কথ্য তদৃশ তদন্ত নেই (যে আয়াত)।

45. অর্থাৎ যদি তোমরা হক্কে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং ইস্রাইলী না হও, তাহলে সমস্ত বিশ-বিখানের স্থির ও সাবেক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যে আমাকে পাঠিয়েছেন, এ বিষয়টি মেনে নেবার এবং এ ব্যাপারে তোমাদের নিচিত করার জন্য এই নিশানীগুলোই যথেষ্ট।
আমি সেই শিক্ষা ও হিদায়াতের সতাতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে। ৪৬ আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি। ৪৭ দেখো, তোমাদের রবে পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশ্চায় নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দী করো। এটিই সৌজন্য। ৪৮

বর্তমানে প্রচলিত ইনজিনিয়র থেকেও এক মূলতাবো প্রমাণিত হয় যে, মূর্ত আলা‌ইহীস মালাম ও অন্যান্য নবীগণ যে দীনের প্রচার করেছিলেন হযরত ইসা আলা‌ইহীস মালাম সেই একই দীনের প্রচার ছিলেন। যেমন মুহম্মদ মিশরে মাত পাহাড় থেকে প্রথম ভাষণে ইসা আলা‌ইহীস মালামের বলন।

"একথা মনে করো না যে, আমি তাওরাত বা নবীগণের কিতাব রহিত করতে এসেছি। রহিত করতে নয় বরং সম্পূর্ণ করতে এসেছি!" (৫:১৭)।

একজন ইহীদী আলেম হযরত ইসা আলা‌ইহীস মালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, দীনের বিধানের মধ্যে স্বর্গরাগ হযরত কোনোটি? জবাবে তিনি বললেন:

"তোমার সমস্ত অধ্যয়ন তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে। এটি মহৎ ও প্রথম হযরত। আর দ্বিতীয়টি এর প্রথম, তোমার প্রতিবেদিতে নিজের মতো ভালোবাসবে। এই দুটি হযরতের উপরই সমস্ত তাওরাত ও নবী রসূলের সহীভূত ও হযরতসমূহ নিত্যশীল।" (মতী ২২:৩৭-৪০)

আবার হযরত ইসা আলা‌ইহীস মালাম তার শিখারদের বলেন:

"ধর্মগুলি ও ফরেীরা মুসার আসানের বলে তারা তোমাদের যা ফিছ বলে তা পালন করো ও মানো। কিন্তু তাদের মতো কাজ করো না। কারণ তারা বলে কিন্তু করে না।" (মতী ২৩:২-৩)।

পারা ৪ ৩
টাফহীমুল কোরআন

৪৭. অর্থাৎ তোমাদের মূর্ত্যদের কাপ্তানিক বিশ্বাস, ফকিরদের আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বৈরাগ্যবাদিদের কৃষ্ণনাম এবং অমুরাকম জাতিদের তোমাদের ওপর প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত আসল শাহীতাতের ওপর সেবন বিধি বক্তব্যের বাক্তব্য বোঝা আরোপিত হয়েছে, আমি সেখানে রহিত করবো এবং আল্লাহ সেখানে হালাল বা হারাম গণ্য করছিলাম এবং আল্লাহ সেখানে হালাল ও হারাম গণ্য করবো।

৪৮. এ থেকে জানা গেল অন্যান্য সকল নবীদের মতো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতেরও তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল:

একঃ সাব্বেতোম কর্তৃত্ব, যার দাসত্ব ও বদন্ধী করতে হবে এবং যার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক ও তামাদুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত বলে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

দুইঃ এ সাব্বেতোম কর্তৃক অধিকারীর প্রতিনিধি হিসেবে নবীর নির্দেশের অনুগত করতে হবে।

তিতঃ মানুষের জীবনকে হালাল ও হারাম এবং বৈধতা ও অবৈধতার বিবিধ নিয়মে আবদেকারী আইন ও বিধিবিধান একমাত্র আল্লাহ দান করবেন। অন্যদের চাপানে সমস্ত আইন ও বিধিবিধান ব্যতিক্রম করতে হবে।

কাজেই হযরত ঈসা (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহিওয়া সালাম ও অন্যান্য নবীদের মিশনের মধ্যে আসলে সামান্যতম পার্থক্যও নেই। যারা বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্ব-জাহানের সাব্বেতোম কর্তৃকের অধিকারীর পক্ষ থেকে তার প্রজাদের দিকে যে বাঁধাই নিম্নুক্ত হয়ে আসবেন তার আসার উদ্দেশ্য এক্ষণে আর দ্বিতীয় কিছুই হতে পারে না যে, তিনি প্রজাদেরকে নাফরমালি, কোষ্ঠচারিতা ও শিরিক (অর্থাৎ সাব্বেতোম প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অধিকারী হিসেবে বিশ্ব-জাহানের একচর্চা মালিক ও প্রভু আল্লাহর সাথে আমাদের অন্তর্নিহিত করা এবং নিজের বিশ্বদর্শনা ও ইব্রাহীমী বদন্ধীদের তাদের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়) থেকে বিনত রাখবেন এবং আসল ও প্রকৃত মালিকের নির্দেশনায় অনুগত, দাসত্ব, পৃজ্জূ, আরাধনা ও বদন্ধী করার আদর্শ জানবেন।

দুইবিংশ বিষয়, ঈসা আলাইহিস সালামের মিষনকে ওপরে কোরআনে যেমন সুসঙ্গতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বর্তমান ইন্জিনিউলে তেমনটি করা যায়নি। তবুও উপরে যে তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা বিবিধতায় ঈসার ইংরেজির আকারে হলেও বর্তমানে ইন্জিনিউলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হযরত ঈসা (আ) একমাত্র আল্লাহর বদন্ধীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, একথা ইন্জিনিউলের নিম্নোত্তর ইংরেজি থেকে সুসম্পূর্ণ হয়।

"তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রথিপাত (সিজসা) করো এবং একমাত্র তাঁরই আরাধনা করো।"

(মুদ্র ৪: ১০)।

পারা ৪:৩
তিনি যে কেবল এরি দাওয়াত দিয়েছিলেন তা নয় বলে তার সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল, আকাশ রাজ্যে যেমন সর্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্ক আল্লাহর নির্দেশ অনুগতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনুরূপভাবে পৃথিবীতেও একমাত্র তারই শরিয়াতী বিধানের অনুগতা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

“তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন আকাশে পূর্ণ হয় তোমারি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।” (মধি ৬:১০)

আবার ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে নবী ও আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবে পেশ করতেন এবং এ হিসেবে লোকদেরকে নিজের অনুগতা করার দাওয়াত দিতেন। তার তারসাম্পূর্ণ বক্তব্যগুলো থেকে জানা যায়, তিনি নিজের জন্মকৃত 'নাসেরা' (নাজরান)-তে নিজের দাওয়াতের সূচনা করলে তার আত্মীয় জন ও শহীদদেরই তার বিশ্বাসিত নেমে পড়ে। এ সময়ে মধি, মার্ক ও লুক একত্রে বর্ণনা করেছেন যে,


“হে স্মরণীবার। হে স্বয়ং পিতৃলোকের। সবাই আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্বাস দান করবো। আমার জোয়াল তোমাদের কাছে উঠিয়ে নাও।

..........................আমার জোয়াল সত্ত্বা বহিতে নবী এবং আমার বোধ হলকেন।” (মধি ১১:২৮-৩০)

এ ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালাম মানব রচিত ঈসাের পরবর্তি ঈসাের প্রধিন ঈসাের অনুগতা করতে চাইতেন একবার মধি ও মার্কের বন্ধনের দুইপাঠে প্রকাশিত হয়।

তাদের বর্ণনা সারনির্ভর হচ্ছে : ঈসার আমেরাগণ অগ্রসর করেন, আপনার শিয়ারা পূর্বোক্ত সামনী বুধ্বরের ঐক্যের বিজ্ঞাপন হতে না ধ্যান দেই আহার করে কেন? হরতর ঈসা (আ) এর বাবাই বললেন : তোমাদের মতো রিয়াকারদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তেমন যেমন হয়রান ইস্যাকের নবীর কাছে এই প্রকাশ করা হচ্ছে : “এই উমর মুখে আমার প্রতি মর্যাদা বংশী উপস্থাপন করে কিন্তু তাদের হায় আমার থেকে যান। করা এরা মানবিক বিধানের প্রশন দেয়।” তেমন আলরহ হবে বাতিল করে থাকে এবং নিজেদের বানায় আইনের প্রতিষ্ঠিত রাখা। আল্লাহর তাওতারদের মধ্যে তোমাদের হকুম দিয়েছিলেন, মা-বাপের প্রতি সমান প্রশংসা করে এবং যে বাতিল মা-বাপের সমান করে না তার প্রাণান্ত করে। কিন্তু তেমন বললে যে বাতিল মা-বাপের এমন বলে দেয়, আমার যে খেদ তোমার কাজে লাগতে পারে তাকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি, তার জন্য মা-বাপের খেদমত না করা সুস্পষ্ট বৈধ।

(মধি ১৫:১৩-২১, মার্ক ৭:৪৫-১৩)।
ফল্মার আহ্স যুসীর বেশি কিন্তু কিছু অন্তরী এই আলাহর
চার জিওরিয়ন ন্যান আলাহর আন্তাবাচ এশিয়া এলসিসাওল এক্স মসলিমন রিভিউ এনারিয়াইন এটু অন্তাবাচ আলাহর রোল এক্স কিন্তু সে মেনু নিজের এবং উল্লচের অনুচ্ছেষ কোন করে নিজের। সাধারণ করিয়ে মালিক। তুমি তে আমার নাম নানি করে, আমার তা মেনে নিয়ে এবং বদলের অনুচ্ছেষ করুল করে নিয়েছ। সামাজিক প্রদর্শিকার মাঝে আমাদের নাম নিয়ে নিয়েছ।

তারপর বনী ইসরাইল (সীতার বিশ্বে) গণপতি করতে লাগলো। জবাবে
আলাহ তার গণন কৌশল বাড়িয়ে। আর আলাহ শ্রদ্ধা তুললো।

৪৯. 'হাওয়ার' শব্দটি আমাদের এখানে 'আনসার' শব্দের কারণকে অর্থ বহন করে।
বাইবেল সাধারণত হাওয়ারের পরিবর্তে শিয়াবংসং শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কোন কোন
স্থানে তাদের 'রসুল' ও বলা হয়েছে। কিছু রসুল এই অর্থ যে, ইসা আলাহীস সালাম
তাদেরকে দীন প্রচারের জন্য পাঠাতেন। আলাহ তাদেরকে রসুল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন,
এই অর্থে রসুল বলা হয়।

৫০. ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গঠনকে কৃতার্থ মজীদের অধিকাংশ স্থানে
"আলাহকে সাহায্য করা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অবশ্য একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ
বিষয়। জীবনের যে পরিবর্তে আলাহ মানুষকে ইস্য ও সামনে বাটিনতা দান করেছেন
সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবহার করে কৃত্তিভ বা ইসলাম, বিদ্রোহ বা
আনুগত্যের মধ্যে থেকে কোন একটির পথ অবলম্বন করার জন্য মানুষকে বাধা করেনি।
এ পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষের কাছ
থেকে এই যুদ্ধছুড় তীক্ষুতা অনযায় করতে চেয়েছেন যে, অহীনীতি, নারীমুহূর্ত ও
বিদ্রোহ করার বাধিনতা তথ্য সত্যের তার জন্য নিজের রুক্তায় দাসত, আনুগত্য ও
নির্দেশের পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাধারণ ও নানাতর পথ।
এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নিন্দালের সাহায্যে মানুষকে সত্য গঠন পথে নিয়ে আসার
ব্যবস্থা করাই আলাহর কাজ। আর বেশ কিছু এই কাজে আলাহকে সাহায্য করে
তাফাহীম কুরআন

সূরা আলে ইমার

AZQAL ALLAH YIBIYUSI INTI MINTOFIKE ORANWBitKE TO MEFIRHK

MIN ZIEN KFROVW JOAJULALLIEN ATBUCC FRQWJ ZIEN KFROVW

AL IYOK ALQIMEH YOY TO MEFJUKER FAKHEK BINTOKER CHYCHOT

FIGN TUKHLEFO

(যহাঁ আলাইহই একটি গোপন কৌশল ছিল) যখন তিনি বললেন ৪ "হে ঈসা!

এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেবো৫১ এবং তোমাকে আময় নিজের দিকে উঠিয়ে

নেবো। আর যারা তোমাকে অধীন করেছে তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের সংগঃ

এবং তাদের পৃথিবীর পরিবেশ তাদের সংগঃ থাকা থেকে) তোমাকে পাতিয়ে করে

দেবো এবং তোমাকে যারা অধীন করেছে৫২ তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের

বিয়ামত পর্যায় প্রাপ্ত দান করবো। তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার

কাছে ফিরে আসতে হবে। সে সময় আমি তোমাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধ

সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করে দেবো।

তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটি সর্বাধিক

মর্যাদা। নামায়, রোয়া এবং অন্যান্য যাত্রী ইবাদি বন্ধুগতে মানুষ নিহত বান্ধা ও

গোলামের মর্যাদায় প্রতিপত্তি থাকে। কিন্তু দীর্ঘ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংহার-সাহার

মধ্যে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দুনিয়ায়

বহুমুখী ও অধ্যায়ে উন্নতির শিক্ষার অভিষিক্ত হবার এটি উচ্চতম মর্যাদা ও মকাম।

৫১। এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, মুতাওযাফকাক (মূতাওযাফকাক) মূল তাওযাফকা (মূতাওযাফকা)

(মূতাওযাফকা) শব্দের আসল মানে হচ্ছে-'নেয়া' ও 'আদায় করা। 'প্রাণবিহূর বের করে নেয়া' হচ্ছে

এর সৌন্দর্য ও পরাপ্রতি অর্থ, মূল অধিকারিক অর্থ নয়। এখানে এ শব্দটি ইরেজিস To

Recall-এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অর্থ হয়, কোন পরিবারের তার পদ থেকে

ফিরিয়ে দেওয়া নেয়া। যেহেতু বনী ইসরাঈল শত শত বছর ধরে অবর্তমান নায়করীয়

করে আসছিল, বার বার উপহারদান ও শতকরা করে দেয়ার প্রয়োজন পাওয়া তাদের জাতীয় মনোভাব

ও আচরণ বিকৃত হয়েছিল চলছিল, এরপর এক কয়েকজন নবীকে তারা হত্যা করেছিল

এবং যে কোন সদর্শনী বাস্তু তাদেরকে নেকি, সত্তা ও সত্যের দায়িত্ব দিতো

৫১-১৩ তারা হত্যা করতো। তাই আল্লাহ তাদের মূখ বক্তার ও তাদেরকে শেষরায়রের

মতো সৃষ্টি দেবার জন্য হয়ত ঈসা ও হযরত ইয়াহীয়া আলাহিস সালামের মতো

পারা ৪৩
কুরআন তাত্বিক কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। এখন একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়, তাহলে তাদের খাদ্য হয় আরো অল্প হয় গর্ভনা করা যায়। আরো অল্প হয় গর্ভনা করা যায় কিন্তু এখানে নয়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। কিন্তু এখানে নয়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। কিন্তু এখানে নয়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। কিন্তু এখানে নয়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। কিন্তু এখানে নয়।

ফলতঃ যদি একটি কথাটি সম্পর্কে খুনানদের বর্ণিত না বলের জন্য পরিস্রাবনের সময় তারা মূতুর ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত করেছে থেকে যায়। কিন্তু এখানে নয়।
ফামালালিয়াহ কেফ্যারলা ফায়ার বেমার ও বাসা শেষ দিয়া দিনা ও এই বিদ্যা ও মালির মনে নিচ্ছে ও মালিয়ার মনে মন ও মালির মনে মনোযোজ্য ও সচিবিত্ব সিংহ মুরগি ও হাল হ্রেথ ও লাহীর নিকটে বিকালের বাসা নিচ্ছে রাইহানের মনে হলে মুক্ত হয় কনি বন তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই তার লারে নাই 

যারা অদৃশ্য ও অন্ধিকার করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে দুনিয়ার ও আবদ্ধতেই উভয় হানে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং তারা কেন সাহায্যকারী পাবে না। আর যারা ইসার ও সৎকার করার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের পূর্ব প্রতিদান দেয়া হবে। তালো করেই জেনে রাখো আল্লাহ জানিয়ে তখনোই তালোঁবাসন না।”

এই আযাত ও আনগার আলোচনা আমি তোমাকে শুনাবো। আল্লাহর কাছে ইসার দুর্লভ আদরের মতো। তোমারা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হত্যা দেন, হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।৫৩ এ প্রকৃত সত্য তোমার রবর পক্ষ থেকে বলা হবে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অপত্য হয়ে না।৫৪

কেবল এমন শব্দ ব্যবহার করেনি যার ফলে কমপক্ষে তাকে জীবিত উঠিয়ে নেয়ার অর্থের সভার থেকে যায় বর্ণ বৃন্দাবনের মুঘলভাবে একধা বলে দেয় যে, ইসাকে আদের শুরু চাষানোই হয়। অর্থাৎ, যে বাক্য শেখে আমি “এই এই লিখি শব্দ সাহায্যকারী” (অথবা, তৈয় আসাও বেহুলাকে পরিষ্কার করেছে৫৫)? বেহুলায় এবং যবে তুমি চাষার দুনিয়ার তরিকে তোমার ঘরে বেড়াতে লাগে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে তোমার ঘরে বেড়াতে নিয়ে 

এ ধরনের বক্তব্য পেশ করার পর যে বাক্য কুরআনের আযাত থেকে হযরত ইসার (আ) মৃত্যুর অর্থ বের করার আমাকে তাদেরকে তোমাকে প্রমাণ করার আমাকে তাদেরকে তোমাকে প্রমাণ করার আমাকে তাদেরকে তোমাকে প্রমাণ করার আমাকে তাদেরকে তোমাকে প্রমাণ করার আমাকে তাদেরকে তোমাকে প্রমাণ করার আমাকে 

৫২. অন্ধিকারীর কাছে এখানে ইসমীদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাইল সালাম তাদেরকে ইমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করে নাই।
ফনি হাজিলেন ফিদিয়েন সৌভাগ্য জানাইলেন আল্লাহ তাঁর নিকট তুলানদুর্জনে যান এবং তাঁর নিজের ও তাঁর মহিলাদের নিজেদেরকে আমাদের জনপ্রিয়তায় নিজেদেরকে তাকে রদ করতে দেখি তাকে গ্রাস করতে দেখি।

এই জ্ঞান এখন যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ভাঙ্গে করে, হে মুহাম্মদ! তাকে বলে দাও। "এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে। আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে; তাদের আল্লাহ কাহায় এই মর্ম দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী হবে তার ওপর আল্লাহ লালন বিষ্ঠা হোক।" ৫৫ নিয়মে এটা নির্ভুল সত্য রূপান্তর। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহর সত্য প্রবেশ করার এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিস্তার স্বাধীনতা করে। এরা যদি (এই শর্তে মোকাবিলায় আবার ব্যাপারে) মৃতি ফরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা যে ফাসাদকারী একথা পরিহার হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ অর্থাৎ ফাসাদকারীদের অবস্থা তালো করেই জানেন।

করেছিলো। বিপরীত পক্ষে তার অনুসারী বলে যদি সভিত, যখাক্ষের নির্ভুল অনুসারী ধরা হয় তাহলে কেবল মুসলমানরাই তার অত্যন্ত পুরুত্বের হতে পারে। আর যদি এর অর্থ হয় মৌতের মুর্তি যারা তাকে মনে নিয়েছিল, তাহলে এর মধ্যে হৃদি ও মুসলমান উভয়ই শামিল হবে।

৫৩। অর্থাৎ যদি নিষ্ঠুর অলেক্সিক জানলাদ করা। খোদা বা খোদার পুরুহব হবে বলে তোমাদের উপর প্রমাণ বলে বিবেচিত হয় তখন, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমাদের আদম সম্পর্কেই এই আদাবী গুণমন করা উচিত ছিল। কারণ ইসলাম কেবল বিনা পিতায় জন্মানো করেছিলেন কিন্তু আদম জন্মানো করেছিলেন পিতা ও মাতা উভয়ের সাহায্য ছাড়াই।

৫৪। এ পর্যায়ের বাধ্যে যেসব মৌলিক বিষয় খৃঃতান্তদের সামনে পেশ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ক্রমানুসারে সীমাতে দেয়া হলো।

প্রথম যে বিষয়টি তাদের বুদ্ধির চেয়ে করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যেমন করার ইসলাম আল্লাহ বলে তোমাদের মনে বিষ্ণু জন্মেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি করাও এই ধরনের বিষয়ের ভিত্তি হতে পারে। ইসলাম কেবল মানুষ ছিলেন। বিশেষ করারণ ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে সত্যজ্ঞাপিক পত্রিতে সৃষ্টি করা সংবিধান মনে করেন। তাকে সব মুসুমিয়া তথা অলেক্সিক কৃষ্ণতা ও নিদর্শন দান করেন, যা ছিল তার বনোয়াতের
তফহীমুল কুরআন

سُورَة َالْإِمَرَان

قُلْ يَاهُلِ الْكِتْبِ تَعَالَا إِلَى كُلِّهَا سَوَءٌ إِذْ نُسِبْنَا وَبَيْنَكُمْ لَإِنْ تَعْبَدُنَّ إِلَيْهِمْ أَلَمْ نُضِربَ لَكُمْ مَثَالًا تَأْخَذَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَيۡشَتَدَّ قَبْلَهُمَا وَلَيۡبَحْلِ عَباً سَعِيٌّ أَرَابِيٌّ

دُونَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تُولِّوٌّ وَعِينٌ وَبِإِبَنَانِ مِلَامِنَ

يَاهُلِ الْكِتْبِ لِيَتَحَاوِنَ فِي إِبۡرَاهِيمٍ وَمَا نُزِّلَتِ التُّوۡرَةُ

وَالْإِنۡجِيلُ إِلَّا مَعَ ۗ أَفَلَا تُقَلَّلُونَ ۗ هَانِئُ نَزۡلَاتُ

حَاجَجُوهُ اِلَّا كَذِبَّ عَلَيۡهِمْ تَحَاوِنُوهُ اِلَّا لَيۡسَ لِكَمۡ عَلِمُ

۲۵۶. বলো পাশে আহল কিতাব। এসো এমন একটি কথা দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া করার বস্তু ও দাস দৃষ্টি নয়। তার সাথে কাউকে শরীক করে দেব। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রথ সেবিত করে দেব না। যদি তারা এ দাওয়াত প্রাপ্ত করতে প্রত্যক্ত না হয়, তাহলে পরিকার বলে দাও নাঃ তোমরা সাক্ষী থাকে, আমরা অবশ্য মুসলিম (একমাত্র আল্লাহ বন্ধু ও আনুগত্যাতরী)।

হে আহল কিতাব! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করে কেনা? তাওরা ও ইহুদি তো ইবরাহীমের প্রেরণা নাহিল হয়েছে। তাহলে তোমরা কি এততুকু কথাতে বুঝি না।—তোমরা যেসব বিষয়ের জুন রাখা সেগুলোর ব্যাপারে বেশ বিতর্ক করে, এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চালো কেন সেগুলোর কেন জুন তোমাদের নেই।—আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

সমাহার। সত্য অহিয়ারিয়ার ও সত্যান্তরিয়ের দ্বারা শুনুন করা যাবে যে তার শুনিয়ে নেন। প্রথু তার দাসকে বেশাবে ইচ্ছা ব্যবহার করার কথা ও ইফতিহার রাখা। নির্দিষ্ট তার সাথে এই অস্থায়ী ব্যবহার দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া, তিনি নিজেই প্রথু ছিলেন যথা প্রত্যুত্ত ছিলেন অথবা প্রত্যুত্ত ও মাতিনাদ খ্যাত অঙ্গীকার ছিলেন, এটা কেমন করে সাধু তত্ত্ব হতে পারে?
তফহীমুন কুরআন

সূরা আলে ইম্রান

৩৭

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ঈসা যে
দাওয়াত নিয়ে এদের ছিলেন নয় একই দাওয়াত নিয়ে এদের ভূমিকায় আলাইহী ওয়া সালাহ। উভয়ের মিশনের মধ্যে সামান্য চূড়ান্ত পরিমাণ পার্থক্য নেই।

এই ভাষণের তৃতীয় অষ্টিক বিষয়টি হচ্ছে, কুরআন যে ইসলামের নাওয়াত পেশ
করছে এই ইসলামই ছিল হযরত ইসরার পর তার হযরত ইমন হযরত। পরবর্তীকালের ঈসার
ধর্ম হযরত ঈসা আলাইহীস সালামের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তার অনুসারী
ঋণ হযরতীদের অনুরূপ ধর্মের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন।

৫৫. মীমাংসার এই পদতি উপস্থাপন করার উদেশ্য ছিল আসলে একথা প্রমাণ করা
যে, নাজরানের প্রতিনিধিদল জেনে বুঝে হজমিনাহার পথ অনন্তর করছে। ওপরের ভাষণ
যেকপ বলা হচ্ছে তার একটিভাবে জেনে তারা কেদার ছিল না। হুমাইদের
আঙ্গিতালাবর মধ্যে যেকপ কোন একটিভাবে তারা নিজেদের পবিত্র প্রাপ্ত ইনন্দিল
কেন্দ্র কোন সনদ অনন্তর পারছিল না, যা তিনিটি পূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যে তারা এ
রূপে করতে পারতো যে, তাদের বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের সাথে পূর্ণ সামন্তাল এবং সত্য
কেন্দ্রেই তার বিশ্বাস নয়। তা ছাড়া নবী সালাহী আলাইহী ওয়া সালামের চিমত
চিমত নাতো এবং তার শিক্ষার কাছে প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে তার
নাজরানের প্রতি বিশ্বাস জানতে গিয়েছিল। অবশ্য কমকেন তার নামাজ অনুষ্ঠান
যেকপতে প্রথম বিষয়ক করার তিনিটি নড়ে উঠিয়েছিল। তাই যখন তাদের কথা হল অস্ত্র, যদি তোমাদের বিশ্বাসের
সংখ্যাতে ওপর পূর্ণ ঈমানের পথে, তাহলে এসো আসমানের মোকাবলায় এই দেয়ার করে।
যে, যে মিষ্টাবরু হতে তার ওপর আলাহার লানত বিষয়ে হেক, তখন তাদের একজনও
মোকাবলায় এগিয়ে এলা না। এতের সূচনা আরবারুর সাথে একটি পরিচয় হয়ে
গেলা যে, নাজরানের হুমাইদের যেবাম পুজুরাতা পাদরী এবং যাজকের পবিত্রতার প্রভাব
নিয়ে নিয়ে, তারা আসলে এমনহ অঙ্গীকার পনের করে আসছে দেখো। সামন্তালতে প্রতি
তাদের নিজেদেরও পূর্ণ আহ্বান নেই।

৫৬. এখান থেকে তৃতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এই বিষয়ের মতো পর্যালোচনা করলে মনে হয়
এটা বলে এবং মূলসঙ্গের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নামিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এ তিনটি ভাষণের
মধ্যে অন্য নির্দিষ্ট যায়নি যথাস্থলে সম্পর্কটি পাওয়া যায়। যেই বলে শুরুর ওপর থেকে নিয়ে
এখান পর্যন্ত কোথাও রক্ষণের মধ্যে কোন সম্পর্কএদ ঘটেনি। এ যুদ্ধে কোন কোন
তাফসিরের সরদার রেখেছেন যে, এই পরবর্তী যুদ্ধের যাত্রাতে নাজরানের প্রতিনিধিদলের
সাথে সম্পর্কিত ভাষণের। অংশবিশেষ। কিন্তু এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার ধর্ম
দেখে পরিচয় বুঝে যাচ্ছে যে, এখানে ইহুদীদেরকে সাধারণ করার হয়েছে।

৫৭. অংশ এমন একটি বিষয়ের গল্পে একমত হয়ে যাওয়া তার, যার প্রতি আমারা ঈমান
শুনামী এবং তোমরাও যার নিউতুলা অঙ্গীকার করতে পারা না। তোমাদের নবীদের এ
বিষয়ের কথাই প্রচারিত হয়েছে। তোমাদের প্রতি ফিতামতুলে এরিপ শিক্ষার দেয়া
হয়েছে।

৫৮. অংশ তোমাদের ইহুদীবাদ ও স্বত্বাদ তারতাদ ও ইনন্দিল নামিয়ের পরে সূচি
হয়েছে। আর ইরবারীহী আলাইহীস সালাম যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেটি

পারা ৪ ৩
সুরা আলে ইমরান

তাফসীরুল কুরআন

হাওয়ার এই ছিল না, হৃদি ছিল না বলে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে কখনো মুসলিমদের অতর্কিত ছিল না। ইহুদীদের যারা অনুসরণ করেছে তারা তার সাথে যুদ্ধিত সম্পর্ক রাখার অধিকারী। আর এখন এই নবী এবং এর ওপর যারা ঈমান এনেছে তারা এই সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী। আল্লাহ কেবল তাদেরই সম্পর্ক ও সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে।

(হে ঈমানদারগণ) আহলি কিতাবের মধ্য থেকে একটি দল যে কেন রকম তোমাদের সত্য ও নায়কের পক্ষ থেকে বিচার করতে চায়। অতঃ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগমী করতে না। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না। হে আহলি কিতাব। কেন আল্লাহ আরাফাত অধিকার করেছে, অতএব তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যাখ্য করো? হে আহলি কিতাব। কেন সত্যের গায়ে মিথ্যায় প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্তান করে তুললো? কেন নেতৃতে শত্রুকে গোপন করেছে?

ঈদুবাদ ও যুদ্ধবাদ ছিল না। এরপর যদি হয়ত ইহুদী এরাহিম সালাম সত্য-সত্যিক পক্ষ থেকে থাকেন এবং নাজাত লাভ করে থাকেন, তাহলে নিজেদের একক প্রমাণ হয় যে মানবের সত্য-সত্যিক পক্ষ থাকা ঈদুবাদ ও যুদ্ধবাদের অনুসৃতির ওপর নির্ভর নিল না। (সুরা আল ববাবারুর ১৩৫ ও ১৪১ টিকা দেখুন)

৫৯. আলেলে এখানে হ‘নীফক’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ পক্ষ চলে। এই অর্থটিকেই আমরা ‘একনিষ্ঠ মুসলিম’ শব্দের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলে পারা ৪ ৩
পারা ৪ ৩

৬০. এ বাক্যটির আর একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে, "তোমরা নিজেরা সাফ নিও" উভয় অবস্থাতেই মুদ্র অথবা ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। আসলে নতুন সাহায্য আলাইহ ওয়া সাব্বারের পরিত্যাগ জীবন, সাহাবায়ে কেনার জীবনের ওপর তার শিক্ষা ও অনুশীলনের বিষয়কর প্রভাব এবং কুরআনের উল্লেখনীয় বিষয়বস্তু এসব গুণাতিক বিভাজন নিয়মে কিংবদন্তি ছিল। যা সেখানে পর নবী-রসূলদের অবস্থা ও আবাসনে কিতাবসমূহের ধরাবাসনের সাথে পরিচিত বাণিজ্য মনজারের নবী সালাহার আলাইহ ওয়া সাব্বারের নৃতত্ব সম্পর্কে সম্ভবত পোশ করা অত্যন্ত করিন ব্যাপার।
আহলি কিতাবের মধ্যে কেউ এমন আছে, তার ওপর আহ্বান করে যদি তাকে সম্পদের দৃঢ় দান করে, তাহলে সে তোমার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে, যদি তার ওপর একটি মাত্র দীনীয় ব্যাপারও আহ্বান করে, তাহলে সে তার তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, তবে যদি তোমরা তার ওপর চড়াও হয়ে যাও। তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে: "নিরক্ষরের (অ-ইহুদী) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।" ৬৩৪ আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বাণীটি কথা তারা আল্লাহ প্রতি আরোপ করেছে। অথচ তারা জানে, (আল্লাহ এমন কোন কথা বলেননি)। আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? যে বাক্যই তার অধিকার পূর্ণ করে এবং অসংক্ষেপ থেকে দুরে থাকবে, তে আল্লাহ প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুসলমানদের তালাবাসেন।

ছিল। কাজেই অনেক আহলি কিতাব (বিশেষ করে তাদের আলম সমাজ) একথা জেনে নিয়েছিল যে, পৃথিবী নবী যে নবীর অগ্নিত্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মুহাম্মাদ সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম সেই নবী। এমন কি কখনো কখনো সত্যের প্রবল শক্তির চাপে বাধা হয়ে তারা নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের সত্যতা ও তার উপাধিত শিক্ষাকে সত্য বলে দ্বিকার করে নিতে। এ জন্যই কুরআন বলে তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনেছে যে, তোমরা নিজেরাই আল্লাহর যেসব নির্দেশনার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে, সেগুলোকে তোমরা নিজেদের মানসিক দৃঢ়ত্বপ্রাপ্তর কারণে ইচ্ছা করেই মিথ্যা কলো কোন?

৬১। মসীনার উপকে বসবাসকরী ইহুদীদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ইসলামের দাওয়াতকে দুর্লভ করার জন্য যেসব চাল চালাবো এটি তার অন্যতম। ইসলামের প্রতি মুসলমানদেরকে বিরুদ্ধে করে তোলার এবং নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সদ্ভাব ও কীভাবে ধারণা মূঢ় করার উদ্দেশ্যে তারা গোপনে লোক
আর যারা আল্লাহর সাথে করা অগ্রিম ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আরেকতে কোন অন্থ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পরিত্রে করবেন না। ৬৫ বর্গ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর জরুরিয়াল শাস্তি।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে ধরা পড়ত পালন করে যে, তোমরা মনে করতে থাকে, তারা কিতাবেরই প্রবর্তক রয়েছে। অথচ তা কিতাবের প্রবর্তক নয়। ৬৬ তারা বলে, যাচাই আমরা পড়ছি, তা আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া নয়, তারা জেনে রুক্ষে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।

তৈরী করে পাঠাতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে এই লোকগুলো প্রকাশে ইসলাম প্রচার করবে, তারপর মুরাত্ত হার্দে যাবে এবং ইসলাম, মুসলমান ও তাদের নবীর মধ্যে নানা প্রকার গল্প নির্দেশ করে বিভিন্ন হাঁসে এই মর্য প্রচার করে বেড়াবে যে, এই সমস্ত দোষ-ক্রুদ্ধ দেখিয়ে তারা ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

৬২. মূলে ওয়াসে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত তিনটি আয়াগায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক, যেখানে কোন একটি মানব গোষ্ঠীর সংক্রামিত ও সংক্রামিত চিত্তর উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তাদের মতো সংক্রাম দুর্বল অধিকারী নন, এতে তাদের জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুই, যেখানে কোন কৃপণতা, সংক্রামিত ও বংশ সাহস ও হিমের কারণে তাকে তিরিক্ষ করে মহান আল্লাহ তে উদার হন এবং তার মতো কৃপণ নন, একান্ত রূপবার প্রয়োজন হয়। তিন, যেখানে লোকের নিজেদের চিত্তর সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর ওপর এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের একক জানিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ
সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধে, তিনি অসীম। (এ প্রসঙ্গে সূরা আল বাকারার ১১৬ টাকাটিও দেখুন)।

৬৩. অর্থাৎ কে অনুগ্রহ ও মর্যাদালাভের মোক্ষ আদি হইতে তা জানেন।

৬৪. এটি ঘটনাসমূহের মূলতাপ্রসূত ধারণাই ছিল না। বরং এটাই ছিল তাদের ধ্রুব্য শিক্ষা। তাদের বড় বড় ধ্রুব্য নেতারা এই ধ্রুব্য ধারণাটিতে বাইবেলে ধর্ম ও উদ্দেশ্য ধারণার ক্ষেত্রে ইসরাইলী ও অ-ইসরাইলীর মধ্যে সুপ্রাচুক পার্থক্য করা হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ : ৬—২৩ : ২০) তালমুদে বলা হয়েছে, যদি কোন ইসরাইলীর বলদ কোন অ-ইসরাইলীর বলদকে আহ্বান করে তাহলে এ জন্য কোন অন্য পত্তিতা করে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন জিনিস ক্ষুদ্র পেয় তাহলে তাকে চারপাশের জনংসত্তর দিকে নজর দিতে হয়। চারপাশে যদি ইসরাইলীদের বসতি থাকে, তাহলে তাকে জিনিসের মোক্ষ দিতে হয়। আর যদি অ-ইসরাইলীদের বসতি থাকে, তাহলে বিনা যোগাযোগে সে জিনিসটি নিয়ে নিতে পারে। রাজ্য ইসমাইল বলেন যদি ইসরাইলী ও অ-ইসরাইলীর মামলা বিচারপতির আশালাভ আসে, তাহলে বিচারপতি ধর্মীয় আইনের অথবা নিজের ভাইকে জীব করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা তো আমাদের আইন। আর অ-ইসরাইলীদের আইনের অথবা জীব করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা তো তোমাদের আইন। যদি দুটো আইনের কোন সাহসীই ইসরাইলীকে জীব করানো সহ না হয়, তাহলে যে কোন বাহানাবাজী ও কোন অবলম্বন করে ইসরাইলীকে জীব করা যায়, তা তাকে করতে হবে। রাজ্য মাইসিল বলেন যদি অ-ইসরাইলীর প্রতিটি ভূমির সুষ্ঠায় গ্রহণ করা উচিত।
(TALMUDIC MISCELLANY PAUL ISAAC HERSHON, London 1880. Page-37, 220, 221)

৬৫. এর কারণ হচ্ছে, এর এই বড় বড় এবং কঠিনতম অপারাধ করার পরও মনে করতো, ফিয়ামেদের দিন তারাই আল্লাহর সবচেয়ে ভেরী নেকটালাভের অধিকারী হবে।
তাদের প্রতি বিশ্ব হবে আল্লাহর অধিক। আর দুনিয়ার জীবনে যে সামান্য পোনাহের দাগ তাদের গায়ে বেঁধে পেতে, বৃহৎ দেশের বলতে তাদের ধূমের লাভ দেয় অবশ্য। অথচ আসলে সেখানে তাদের সাথে এর সম্পূর্ণ উল্লু ব্যবহার করা হবে।

৬৬. এর অর্থ যদিও এতাটুকু হতে পারে যে, তারা আল্লাহর কিংবা অর্থ বিকৃত করে অর্থাৎ শুধু একটি পাল্ট করে তার অর্থ সম্পূর্ণ উল্লু দেয় তবুও এর অসাধারণ অপারাধ, তারা আল্লাহর কিংবা পত্তর সময় তাদের স্বার্থ বা মনগড়া আধীন-বিহার ও মতবাদ বিরোধী কোন বিশেষ শর্তে জীবনের নাতন্ত্রের মধ্যে মোমতাবে উচ্চারণ করে যাতে তারা চেয়ারা বলতে হবে। কুরআনের বীর দানকারী আধুনিক কিংবদন্তির মধ্যে এর নভীরের অথবা নিতুম। যেখান নবীর মনুষ্য সম্পন্ননায়ক হবার বিষয়টি যারা অধিকার করে তারা কুরআনের (অবশ্য আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ) আয়াতটি পত্তর সময় ইসলাম শাস্ত্রটিকে ভেঙে "ইনা" মা" দুই শব্দ করে পড়।
এর অর্থ হয় তে নবী। তুমি বল দাও, অবশ্য আমি মানুষ নই তোমাদের মত।

পারা ৪ ৩
কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবীয় দান করবেন আর সে লোকদের বলে বেঁধে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শৌচনীয় নয়। সে তো একথাই বলবে, তোমরা খাটি রহস্যরাই হয়ে যাও, যেমন এই কিতাবের দারী, যা তোমরা পড়া এবং অন্যদের পড়াও। তারা তোমাদের কখনো বলবে না ফেরেশতা বা নবীদেরকে তোমাদের বল হিসেবে গ্রহণ করবে। তোমরা যখন মুসলিম তখন তোমাদেরকে কুফরীর হংস দেয় একজন নবীর পক্ষে কি সত্য?

৬৭. ইহুদীদের সাম্যযোগ যারা আলেম পদব্যায় হতেন, যারা ধর্মীয় পদ ও মর্মান্তিক অধিষ্ঠান থাকতেন, ধর্মীয় ব্যাপারে লোকদের নেতৃবৃন্দ এবং ইবাদি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিধান প্রবর্তন করাই ছিল যাদের কাজ তাদের জন্য রহস্য শদ্ধ ছিলো। যেমন কৃষ্ণনের একস্থানে বলা হয়েছেঃ

লো না তুমি রোহিণিদের ও অহিংসবান হও। প্রত্যেকে সত্যিই মানুষের প্রতি আমার প্রেম ও আনন্দ

(অর্থাৎ তাদের রহস্যরা ও আলেমরা তাদেরকে গোনাহরের কথা বলতে ও হারাম সম্পদ খেতে বাধা দিতা না কেন?) অনুপ্রাণিত বৃহত্তান্দের মধ্যে “রহস্য” এর সামারথ্য

(Divine) প্রচলন দেখা যায়।

৬৮. দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবীদের ওপর তবে মিথ্যা কথা আরোপ করে নিজেদের ধর্মীয় উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং ফেরেশতায় প্রেরিতে নবী বা ফেরেশতায় কোন না কোন দিক দিয়ে ইলাহ ও মারুদ হিসেবে গণনা হয়, যেখানে তাদের সেই সময় মিথ্যা কথার বলিত্ত ও পুরুষের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
এই আযাতে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছেঃ যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহর ছাড়া অন্য কোন সময়ের বংশী ও পুত্তা-অস্তিয় লিখ করে এবং তাকে আল্লাহর দাসত্বের পর্যায় থেকে খোদাইয়ের পর্যায়ে উন্নতি করে, তা কখনো নবীর শিক্ষা হতে।
২৪

ধরণ করা, যখন আলাহ নবীদের থেকে এই মর্ম অংগীকার নিয়েছিলেন, “আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হকিমত দান করেছি, কারণ যদি অন্য একজন রসূল এই শিক্ষা সত্য ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, যা আপনি থেকেই তোমাদের কাছে আছে, তাহলে তোমাদের তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে।”

এই বলতে উপস্থাপন করার পর আলাহ জিজ্ঞাসা করেন : “তোমরা কি এক্ষণে বীরতি দিশার এবং আমার পক্ষ থেকে অংগীকারের খুশীগুলি বহন করতে প্রস্তুত আছে?” তারা বললেন, হা, আমরা বীরতি করলাম। আলাহ বললেন : “আচ্ছা, তাহলে তোমরা সার্থ থাকো এবং আমি তোমাদের সাথে সার্থ থাকলাম, এরপর যারাই এ অংগীকার ভঙ্গ করবে তারাই হবে ফাসকে।”

এখন কি এরা আলাহর অনুগতদের পথ (আলাহর দীন) ত্যাগ করে অন্য কোন পথের সকাজ কর্তৃহীন করেছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই ফেছায় বা অনিচ্ছায় আলাহর হকুমের অনুগত (মুসলিম) এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

না। কোন ধর্মীয় গ্রহণ এ ধরনের বক্তব্যে দেখা গেলে এসে বিশ্বাস লোকেরা এই বিকৃতি ঘটিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৬৯. এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রতেক নবীর কাছ থেকে এই মর্মে অংগীকার নেয়া হয়েছে। আর যে অংগীকার নবীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তা নিজেদের ও অনিবার্তে তার অনুসারীদের ওপরও আরোপিত হয়ে যায়। অংগীকারটি হচ্ছে, যে দীনের প্রচার ও
হে নবী! বলো: "আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষকে মানি, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ শিক্ষকেও মানি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পথ থেকে বে হিন্দুদের দান করা হয় তার ওপর ঈমান রাখি। আমার তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না" এবং আল্লাহর হকমের অনুগত (মুসলিম)।" এ অনুগতা (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গোপন করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে বর্ধণ, আশাহত ও বিকির্ত।

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তোমাদের নিয়ূক্ত করা যেতেছে সেই একই দীনের প্রচার- ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আমার পক্ষ থেকে বে নবীকে প্লানেশন হবে তার সাথে তোমাদের সহযোগিতা করতে হবে। তার প্রতি কোন হিসা ও বিদ্যমান পোশাক করবে না। নিজেদের দীনের ইহুদিরাদর মনে করা না। সত্তর বিত্তের করজ না। যত্ন করান যে যেকিনেই আমার পক্ষ থেকে সত্তরের পাত্রী, উপাধিতা করার দায়িত্বে নিয়ূক্ত করা হবে সেখানেই তার পাত্রকাঠামো সমন্বিত হবে যাবে।

এখানে আরো এইটুকু কথা জেনে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ সালাহার আলাইহি ওয়া সালাহার পূর্বে যে নবীই এসেছিলেন তার কাছ থেকে এই অনুপনার নয়া হয়েছে। এর এই ভিত্তিতে প্রতৈক নবী নিজের উদ্দেশ্যকে তার পরে যে নবী আসেনন তার খাব দিয়েছেন এবং তার সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সালাহার আলাইহি ওয়া সালাহার কাছ থেকে এ ধরনের কোন অংশাকার নেয়া হয়েছে এমন কোন কথা করানেই ও হাদিসে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। অথচ তিনি নিজের উদ্দেশ্যকে প্রতিরুদ্ধারে আগমনকারী কোন নবীর খাব দিয়ে তার প্রতি ঈমান অন্তর নির্দেশ দিয়ে গেছেন বলে কোন কথাও জানা যায়নি।

৭০। এ বলবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ কিতাবদের এই মর্যম সত্তর করা যে, তোমার আল্লাহর সাথে কৃত অংশকার ভঙ্গ করবে এবং মুহাম্মদ সালাহার আলাইহি ওয়া
সালামকে অধিকার ও তাঁর বিবর্ধিতা করে তোমাদের নবীদের থেকে যে অধিকার নেয়া হয়েছিল তাঁর বিবর্ধিত করছে। কাজেই এখন তোমার ফসেক হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের শিকল কেটে বের হয়ে গেছে।

71. অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-আহার ও বিশ্ব-আহারের মধ্যে যা কিছু আছে সবার দীন ও জীবন বিধানই হচ্ছে এ ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর দাসতলি। এখন এই বিশ্ব-আহারের মধ্যে অবস্থান করে তোমার ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবন বিধানের অনুযায়ী করেও?

72. অর্থাৎ কোন নবীকে মানব ও কোন নবীকে মানব না এবং কোন নবীকে মিথ্যা ও কোন নবীকে সত্য বলবে, এটা আমাদের পথত্ব নয়। আমারা হিন্দু-বিশ্বে ও
নিষ্ঠিতভাবে জেনে রাখো, যারা কুফরী অবহন করেছে এবং কুফরীর অবহায় জীবন দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য সারা পৃথিবীকে বর্ণ পরিপূর্ণ করে বিনিময় বরুণ পেশ করে তাহলেও তা তোমাদের করা হবে না। এ ধর্মের লোকের জন্য যতক্ষণ না তোমাদের পিয়র কবুল হয়ো (আল্লাহর পথে) বায় করো। ৭৫ আর তোমরা যা বায় করবে আল্লাহ তা থেকে বেষ্টস থাকবেন না।

আহেলী আত্মজীবিতা মূক। দুনিয়ার মেথেনী আল্লাহ যে বাদাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের পরামর্শ এনেছেন আমরা তার সত্য্যসাক্ষর দিয়েছি।

৭৩. এখানে আবার দে একই কথার পুনরাবৃত্তি কর হয়ো, যা ইতিপূর্বে বারবার বিবৃত কর হয়ো। অর্থাৎ নবী সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাহুর যুগে ইহুদী আলচের একবার জানতে পেরেছিল এবং তারা এর সাক্ষর দিয়েছিল যে, মুহাম্মদ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাহু সত্য নবী এবং তিনি সেই একই শিক্ষা এনেছেন, যা ইতিপূর্বে অন্যান্য নবীগণও এনেছেন। এসব জানায় তারা যা কিছু করতে নাহিদ বিহীন হতে, হঠাটভিত্ত এবং সত্যের সাথে দুর্যোগের পূর্ণাঙ্গ অভাবের ফল। শত শত বছর থেকে তারা এ অপরাধ করে আসছিল।

৭৪. অর্থাৎ কেবল অথবা করোই ক্ষাত্র হয়নি বরং কার্য তার বিষয়বিষয় ও তার পথে প্রতিপাপক সৃষ্টি করেছে। লোকের আল্লাহর পথে চলা থেকে বিরত রাখার জন্য সৃষ্টিতে ঠেংকা দালিয়েছে। সেই হতে ও ন্যায়ে সৃষ্টি করেছে এবং বিষয়বিষয় ছড়িয়ে বেড়িয়েছে।

মনের মধ্যে বিধাতার সৃষ্টি করেছে ও ক্ষুদ্রন্ত হয়েছে এবং নবীর মিষন যাতে কেমনকার সফলতার সীমায় পৌঁছতে না পায়ে সেনান্য সরকারের চক্রে ও বড়োকলের হাল বিদ্যমান করেছে।

৭৫. নেকী, সওয়াম ও পূঁছরের ব্যাপারে তারা যে ভুল ধরণে পোষণ করতো, তা দূর করাই এ ব্যবস্থার উদেশ্য। নেকী ও পুঁছের সহকারে তাদের মনে যে ধরণ ছিল তার মধ্যে
সবচেয়ে উল্লেখ্য ধারণাটির চেহারা ছিল নিষ্ক্রিয়: শত শত বছরের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের পথ বেরে শরীয়তের যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানিক চেহারা তাদের সমাজে তৈরি হয়ে পড়েছিল মানুষ নিজেদের জীবনে পুরোপুরি তার নকশালবিহীন করে। আর তাদের আলম সমাজ আইনের চূরমুখ বিষয়কের মাধ্যমে যে একটি বড় রকমের আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলেছিল জীবনের হোটেলটি ও হ্যাটেলটি ব্যাপারগুলিকে দিনাজ বসে বসে তার মনভক্তি দিচ্ছিল ফলে সাধারণ মানুষ তাদেরকে সঙ্গ ও প্রশাসন মনে করতো। এ বিরোধই দূর করার জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে: তাই যে জিনিসের কলাম, সত্য ও সত্যমূলক মনে করে 'সত্যমূলক' হওয়ায় তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। আরোহ প্রতি তালোবাসাই হচ্ছে নেকির মূল প্রাণস্বত্ত। এই তালোবাসা এখন মূলে দুর্ঘট হচ্ছে, যার ফলে আরোহ সৃষ্টি মূলকালিয়া মানুষ দুর্ঘটের কোন জিনিসেরই প্রয়াতর মনে করে না। যে জিনিসের প্রতি তালোবাসা মনুষের মনে এসময়ে প্রায়াত বিশ্বাস করে যে, আরোহ প্রতি তালোবাসার জন্যে এ দেখতে পারে না, সেটি হচ্ছে একটি দেবতা। এই দেবতাটিকে বিজ্ঞান দিতে ও বিষ্ট করতে না পারলে নেকির দুঃখে তার জন্য বড় থাকবে। এই প্রাণস্বত্ত শূন্য হবার পর নেকি
নির্দেশে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদত গৃহ নিমিত্ত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত। তাঁকে কল্যাণ ও বর্কত দান করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসীর জন্য হিদায়াতের কেন্দ্র পরিণত করা হয়েছিল।

আর তাঁর মধ্যে রয়েছে সুসম্পূর্ণ নির্দেশনামূলক এবং ইবারাহীমের ইবাদতের স্থান। তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছে, এ নির্দেশ মেনে চলতে অব্যাহার করে তাঁর জন্য রাখা উচিত, ইবারাহীমের মুখ্যত্ব নন।

বলো, হে আহলী কিতাব। তোমরা কেন আল্লাহর কথা মন্তব্যের অধিকার করেছো? তোমরা যেসব কাজ করাবার কথা, আল্লাহ তা সবই দেখেছেন।

নিহত বাহিক অচার অনুষ্ঠান ভিক্তিক ধারিকার পরিণত হয় এবং তাঁতে যেমন একটি কল্যাণকে তালাতে তৃণায় করার যায়, যে একটি ঘূর্ণ ধরা কাঠের গায়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের তীক্ষ কল্যাণকে কঠ দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, আল্লাহ তা নয়।

৭৬. ইহুদি আলেমোর কুরআন ও মুহাম্মদ সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের শিক্ষার বিকৃত্যে যখন কোন নীতিগত আপত্তি জানাতে পারলো না (কারণ যেসব বিষয়ের ওপর দীর্ঘ বিচার স্থাপিত ছিল, তাঁর ব্যাপারে পূর্বের নবীদের শিক্ষা ও মুহাম্মদ সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের শিক্ষার মধ্যে সামান্য চল পরিমাণ পার্থক্য ছিল না) তখন তাঁর বিকৃত্য ভিক্তিক আপত্তি উপায় করতে লাগলো। এ প্রস্তুত তাঁর এই বলে আপত্তি জানালে—আপনি পানাহার সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন কিছুকে হালাল গণ্য করেছেন, যা পূর্বের নবীদের সময় থেকে হারাম হিসেবে গণ্য হয়ে আছে। এখানে এই আপত্তিটির জ্ঞাত দেয়া হয়েছে।

৭৭. ইসরাইল বলতে যদি এখানে বনী ইসরাইল বুঝানো হয় থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে, তাওয়াত নামিল হবার পূর্বে বনী ইসরাইলীরা কিছু জিনিস নিহত প্রথাগতভাবে
১٨٨। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ফিকহার এ সমস্ত খুঁটিনটি বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছো, অথচ এক আলাহার বদলী করাই হচ্ছে দীনের ভিত্তি। আর এ তিনিকে বাদ দিয়ে তোমরা শিকের পুরুষগত আবর্জনা পায়ে মেয়ে চলছো। আবার এখন
যাইহে তারা তাদের সম্মুখীন হয় না। তারা নিজেদেরকে পছন্দ করে না এবং আশা করে না। তাদের মনে হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি অদৃষ্ট হয়েছেন। তাদের কাছে একটি অপরূপ নির্দেশনা দিতে না পারে। 

১১ রুকু ।

হে ইমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ত্যাগ করা। মুসলমান থাকা অবশ্যই হার্দিক যেন তোমাদের মুত্ত না হয়। তোমরা সব মিলে আল্লাহর রুক্তু মজবুতভাবে অক্ষুন্ন ধরা এবং দস্যুদিন করা না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুমান করেছেন সে কথা ধরন রেখে। তোমরা ছিলে পরস্পরের ছাড়।

তিনি তোমাদের হালে ছাড় দিয়েছেন। ফলে তার অনুমান ও মেহেরবানীতে তোমরা তাই তাই হে গেছে। তোমরা একটি অগ্রহুক্ত কিনারায় দাড়াইয়েছি। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাচিয়ে নিয়েছেন।

৫৪ এভাবেই আল্লাহ তার নির্দেশনামূলক তোমাদের সমন্বয় সুষ্পষ্ট করে তুলেছেন। হয়তো এই নির্দেশনাগুলো মাধ্যমে তোমরা নিজেদের ক্ষমার্ণের সোজা সম্পদে উদ্ভিদতে পাবে।

ফিকাহ বিষয়ে নিয়ে বিষয়ক সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এখানে আইনের অংশ তো ভালো বিষয়ের মাধ্যমে তোমাদের উল্লম্বা সম্পর্কের নিজেদের তৈরী। অংশগুলোর বিশেষ তালিকা আলবাহিনী মিলার থেকে সরে গিয়ে তারা এগুলো ত্যাগ করেছিল।

৭১। ইহুদীদের নিজেদের উপস্থাপনা ছিল এই—তোমরা বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে কারেকে কিনারা হিসেবে গ্রহীত করেছেন কেন? এই বাইতুল মাকদিস ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কিবলাঁ। সূরা বাকারায় এ অপরাধের জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা এরপর নিজেদের অপরাধের প্রমাণ দেয়া এর দিকে আসিয়েছিল। তাই এখানে আর এই জবাব দিয়ে হয়ত হয়েছে। বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বাইতুল নিজেই সাফ দিয়ে যে, হযরত মুহাম্মদ আলাইহিস সালামের সাফের চারণে বহর পর হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটি নির্মাণ করেছিলেন। (১-রাজাবলী, ৬ : ১) আর হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেই এটি তাতাহাদেদের কিবলা গঠন হয়। (১-রাজাবলী, ৮ : ২৯-৩০) রায়ে পৃথিবী সমগ্র আরবস্তার একত্রে মুসলিমদের ধরাধারিক বর্ণনায় একটি প্রাপ্তিত যে, কারো নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি হযরত মুহাম্মদ (আ) আট নামে পাওয়া বিভিন্ন নিবন্ধে প্রকাশ করবেন।

পারা ৪
বছর আগে এ দূর্দিন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই করার অব্যাহত অবস্থান ও নির্মাণ সংস্থাহীতিভাবে সত্য।

৮০. অর্থাৎ এর মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ আলাদাভাব আছে যায়, যা থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, এ ঘটনা আলাদাভাব কাছে গৃহীত হচ্ছে এবং আলাদাএ একে নিজের ঘর হিসেবে পছন্দ করে নিয়েছেন। তাই প্রথমে আলাদাএ এর অপরস্যের অধিবাসীদের আহার সরবরাহের চমকের ব্যবহার করে দিয়েছেন। আলাদার্থের করণে আলাদার হজার বছর পর্যন্ত সময় আরব ভূখন্ডে চরম অশ্চিতি ও নিরাপদা হীনতা বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বিপর্যয়ের পরিপূর্ণ দেশদেশ একমাত্র করায় ও তার অপরাধের একাংশ এমন ছিল যেখানে শান্তি ও নিরাপদা পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বরং এই করার বেলাতেই সম্প্রতি বছরের চার মাস শান্তি ও নিরাপদা ভেঙে করতে হয়। তাপস্তর এই মাত্র অর্থ অশ্চিতে আলাদা সবই প্রত্যক্ষ করেছিল এবং অালাদারীর অবরোধের সীমাবদ্ধ কিততে আলাদার ধারণায় পুড়ে ধাঁচ হার হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি অক্ষরে সাক্ষীরও আলাদা নামের সময় জীবিত ছিল।

৮১. এ ঘটনার মধ্যদিয়া এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মারাত্মক প্রাণনির্মাণ শক্তি এখানে মোকামের করতে দেখা শরীর রক্ষা হেতু রক্ষিত করা আকাঙ্ক্ষা পালনকারী ব্যক্তিরা পরপরের ওপর হাত ঠান্ডার সাহস করতো না।

৮২. অর্থাৎ মূত্রের পূর্ব মুর্জের পর্যন্ত আলাদার প্রতি অর্জুন ও বিশ্ব থাকে।

৮৩. আলাদার রক্ষা বলতে তাঁর দীর্ঘ বুদ্ধিক অর্জুন হচ্ছে। আলাদার দীর্ঘ সাধারণ তুলনা করার কারণ এই যে, এটিই এমন একটি সম্প্রতি, যা এককালে আলাদার সাথে ইমানদারদের সাথে জোট করে হয়েছে। তার ব্যাপারের অঙ্গী প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার ব্যাপারের অঙ্গী প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার ব্যাপারের অঙ্গী প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার ব্যাপারের অঙ্গী প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

৮৪. ইসলামের অগ্রতায় পূর্বে আলাদারীরা হেসব ভাবে অর্জুন সময়ের হচ্ছে, এখানে সেইদেরই ইহুদি করা হচ্ছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্শ্বপরিক শক্তি, কথাবাষ্য মোল্লা বিবাহ এবং রাজধানী মারাত্মক, কলাকাপ, হামায়ুনি ও যুদ্ধ-বিদ্ধের কারণে সময় আরবা অন্তিম খাদ্যের করণে নির্দেশ হচ্ছে। এই অর্জুনে
তাহীমুল কুরআন

সুরা আলে ইমরান

এসমতে দেখি আমি তাঁদের মধ্যে কিছু লোক অবশ্য থাকতে হবে, যারা নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে আবদ্ধ জানাবে, তালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিদ্যমান রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করতে তাঁরাই সফল হবে। তারা যেন তাদের মতা হয়ে যেখানে না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এবং সংঘ ও ক্রিয়াশীল হিদায়ত পাওয়ার পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। ৮৬ যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কাঠিন শাস্তি পায় যে যদি কিছু লোকের মুখ উন্মুক্ত হয়ে উঠতে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে, ইমানের নিয়ম লাভ করার পর তোমাদের কুফতি নীতি অবলম্বন করলে? ঠিক আছে, তাহলে এখন এই নীতিতে অধিকৃত বিনিময়ে আশায়ের সাহায্য করো। আর যাদের চেহারা উন্মুক্ত হবে, তারা আল্লাহর রহমতের অভিযোগ লাভ করে এবং চিরকাল তারা এই অবস্থায় থাকবে। এগুলো আল্লাহর বাগী, তোমাদের ধর্মধর্মকে গুরুতর যুদ্ধে। কারণ দুনিয়ার সিদ্ধান্তের প্রতি জুলুম করার কোন এরাদা আল্লাহর নেই। ৮৭ আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিশ্ব আল্লাহর দরবারে পেশ হয়।

পারা ৪ ৪
তাফহিমুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান

কতুন কিং অমের অত্র গৈলনো তালা তায়ন যালো এলি অন্বেলি অক্ট ইমন অরিন।

হম অন্দাম মৌমো মৌল একত্র রুফিন ফিকত এলি আবরত এলি ইমন এলি আবরত এলি ইমন এলি আবরত।

তালে, যেদিও তাদের মধ্যে কিছু সংবাদ ইমান এলায় যায়; কিছু তাদের অধিকাংশই নাফরান।

তাদের কোন কৃতি করতে পারে না। বড় জেরো কিছু কিছু দিতে পারে। এদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃথিবী এর সর্বাধিক করতে তাদের এমনি অসহযোগ হয়ে পড়ে যে কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না।

ঝুড়নাই পাওয়া গেছে সেখানেই এদের পাওয়া গেছে সেখানেই এদের ওপর বাঙ্গালার মার পড়েছে। তবে কোথাও আল্লাহর দায়িত্ব বা মানুষের দায়িত্ব কিছু অশ্রুত নিয়ে এলা ও অবশ্য তিন কথা, আল্লাহর যথাযথ এদেরকে ধিরে ফেলেছে।

এদের ওপর মুখাপেশিতা ও প্রাতাহার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এর নিশ্চিত করা হচ্ছে এই যে, এরা আল্লাহর আযাত অস্বীকার করতে থেকেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এসব হচ্ছে এদের নাফরানি ও বাড়াবাড়ির পরিণাম।

পারা ৪ ৪
পৃষ্ঠা ৫৫

ছোটো বৃহত্তর হওয়া থেকে ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এই আযাত নামিল হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদিনায় লোকরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের এ সীমাবদ্ধ অবস্থা তারা চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত করিল। তারা দেখেছিল ৪ আওস ও আরবার দুইটি গোলার বছরের পর বছর থেকে শক্তি চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাস। ইসলামের বন্দীদের তারা পরিপূর্ণ মিলে মিশে একাকার হয়ে পিছনে। এই গোলার দুইটি মাস থেকে আগত মুহাম্মদের সাথে এমন নামির বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক ব্যবহার করছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না।

৮৫. অর্থাৎ যদি তোমাদের সত্যিকার দেখে থাকে, তাহলে এই আলামের মধ্যে দেখা নিজেদের আদর্শ করতে পারবে কিন্তু তোমাদের সাদ্ধারণ—এই দীঘের মতো অবশ্যই আদর্শ করতে পারবে, কিন্তু তোমাদের সাদ্ধারণ এই নামের মতো অবশ্যই আদর্শ করতে পারবে। তোমাদের আদর্শ করার অন্যতম কারণ তোমাদের সাদ্ধারণ এই নামের মতো অবশ্যই আদর্শ করতে পারবে।

৮৬. এখানে পূর্ববর্তী নবীদের এমন সব উদাহরণের প্রতি ইন্দ্রিয় করা হয়েছে, যারা কাজে দীর্ঘকাল সময় এবং সুপরিকর্ম শিক্ষা প্রদান করেছিল। কিভাবে কিভাবে অবশ্যই হবার পর দীর্ঘকাল সময় এবং সুপরিকর্ম শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তারপর অবস্থা ও আবার কথা নিয়ে এমনভাবে ফলে যা হয়েছিল যে, আদর্শ তাদের ও যা দায়িত্বের বেশির ভাগ তাদের কথাই তারা তুলে গিয়েছিল এবং বিশাল ও নৈতিকভাবে মূলনীতির ওপর তাদের মনোভাব ও কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তারা প্রতি কোন আলাদা তাদের ছিল না।

৮৭. অর্থাৎ যে তাদের আদর্শ হুজুম্বা অনুসারীদের প্রতি কোন জন্ম করতে চান না তাই তারা তাদেরকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তারা যে সময় কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে কথা পুরুষদের জন্যে দিয়েছে। এমনভাবে যদি বলে পথ দেখিয়ে এবং নির্দেশের অনুসারে কর্মের পরিপূর্ণ করতে না, তারা আসলে নিজেদের ওপর জ্যুতি করবে।

৮৮. ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৭ রুকুতে যে কথা বলা হয়েছিল এখানেও সেই একই বিষয়কে তার অবদান করা হয়েছে। নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাহার অনুসারীদের বলা হচ্ছে, নিজেদের অধোগতার করণে বন্ধী ইসরাইলদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যোগ আদর্শ হয়ে বিচিত্র হয়ে চলে আসছে সেখানে একই তৌরে তাদেরকে বিচিত্র হয়ে চলে আসছে। করণ নৈতিক চরিত্র এবং কর্মপ্রদর্শনের দিকে এখন তোমার দুনিয়ার সর্বোত্তম মানব বোধ হয়। সন্ত ও নৈতিকভাবে নেতৃত্বের সাহায্যে অনুসারে তাদের মধ্যে সুরত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাদের ও সৎসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অনুপস্থিত মুলনীতির কারণ মনোভাব ও কর্মপ্রদর্শনে সুরত হয়ে গেছে। আর এই সঙ্গে তোমরা এক ও লা-শরীক আলাদার বিচিত্র দিকে দিয়ে এবং কাজের নির্দেশের ইলাহ, রব ও সর্বময় প্রভু বলে মরিয়ে দিয়েছে। কাজেই এ কাজের
দায়িত্ব এখন তোমাদের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করা এবং তোমাদের পূর্ববীর্য ফেসবুক ভুল করে গেছে যা থেকে নিজেদেরকে দুরে রাখে। (সূরা বাকারার ১২৩ ও ১৪৪ স্তব্ধে দেখুন)

৮৯. এখানে আল্লাহের কিতাব বলতে বণী ইসরাইলকে বুঝানো হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ দুনিয়ার কেওয়াং যদি তারা কিছুটা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে।
তাহলে তা তাদের নিজেদের ক্ষমতা বলে অর্থিত হয়নি বং অনেক সহায়তা ও অনুগ্রহের ফল। কেওয়াঘ কোন মুসলিম সরকার আল্লাহর নামে তাদেরকে নিগৃহীত দান করেছে এবং কেওয়াঘ কোন অমুসলিম সরকার নিজস্ব বলে তাদেরকে সহায়তা দান করেছে। এভাবে কোন কোন সময় দুনিয়ার কেওয়াঘ তারা শক্তিশালী হবার সুযোগ লাভ করেছে।
তারা তাদের এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু বায় করেছে তার উপর হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে আছে তূণর ক্ষেত্র। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধংস করে দেয়। ৯১ আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করলেননি। বর্ম্য প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।

হে ঈমানদারগণ। তোমাদের নিজেদের জামায়তের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের সোন্ন কথায় সাক্ষী করা না। তারা তোমাদের দুঃখসময়ের সুখ্যাতি প্রাপ্ত করতে কৃতজ্ঞ হয় না। ৯২ যা তোমাদের ক্ষুট করে তাই তাদের কাছে পিয়। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্ধ্ব তাদের মূখ থেকে বের পড়ে এবং যা কিছু তারা নিজেদের রুকির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতেও মরাত্মক। আমি তোমাদের পরিকার হিদায়ত দান করেছি। তবে যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন)।

কিছু তাও নিজের বাছ বলে নয়, বর্ম্য নিষ্ঠৃত অপরের অনুভূত তথা পরের ধনে পাদরী করার মতও।

৯১. এই উপাখ্যানের শস্যক্ষেত্র মানে হচ্ছে জীবন ক্ষেত্র। আঁধারায় মানুষকে তার এই জীবনক্ষেত্রের ফল কাটিয়ে হয়। বাতাস বলতে মানুষের বাষ্পিক ক্ষয়কারীকে বুঝানো হয়েছে। যার ভিত্তিতে কাফেররা জনকল্যাণমূলক কাজ এবং দান বয়োর ইত্যাদিতে অর্থ বায় করে থাকে। আর তুষারকণা হচ্ছে, স্থিত ইতাম ও আল্লাহ বিধান অনুসরণ করার যা, যা ফল তাদের সমগ্র জীবন মিথ্যার পর্যবসিত হয়। এ উপাখ্যানের সাহায্যে আল্লাহ একবাক্যে বলতে চাইছেন যে, শস্যক্ষেত্রের পরিহিত ক্ষেত্রে বাতাসের যমন উপকারী তেমনি অবার এই বাতাসের মধ্যে যদি তুষারকণা থাকে তাহলে তা।
তোমরা তাদেরকে তালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদেরকে তালোবাসে না অথচ তোমরা স্বতন্ত্র আসমানী কিংবদন্তি করেছিলে মানো। ১৬ তারার তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরা তোমাদের রয়ন এবং কিংবদন্তি মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমাদের থেকে আনাদ হয়ে থাকে তাদের সাথে। তোমার কোন অক্ষেপ এবং ব্যাপ্তি যাতে, তোমরা নিজেদের অঙ্গ কামডাগুলিতে থাকে। তাদের করলে নাও, নিজেদের কোন ভয় অক্ষেপ এবং ব্যাপ্তি তোমরা নিজেরাই স্বল্প করে পুড়িয়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের তালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের কল্প কেন করাকে বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সব করে এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকে, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কেন কৌশল কর্মকর্তা হতে পারে না। তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।

শস্ত্রকেত্রকে সরু শান্ত করাকে পরবর্তে হংস করে দেয়। ঠিক তেমনি মান-খারাত যদিও মানুষের আত্মনাতরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে কিছু তার মধ্যে কুফরী বিষ মিলিত থাকলে তা লাগাতের ঘটা পরিবর্তে মানুষের মধ্যে সংকট হয় দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের মালিক হচ্ছে আল্লাহ এবং মানুষ যে ধন-সম্পদ বায় করে তার মালিক আল্লাহ। এখন যদি আল্লাহর এই দাস তার মালিকের সাবেক কর্তৃক শীঘ্র না কর অথবা তার বন্ধীর সাথে আর কারা অধিক বন্ধী শীঘ্র করে এবং আল্লাহ গ্রহণ সম্পদ বায় করে এবং তার রাজ্যের মধ্যে চাকরির ও বিভিন্ন কাজ করার করে তার আইন ও বিধানের অনুগত না করে, তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার এ সমৃদ্ধ কাজ অপরাধে পরিণত হয়। প্রতিদিন-পায়া তো দুর্লভ কথা বলে এই সমস্ত অপরাধ তার বিরুদ্ধে যৌনকার্য মামলা দায়ের করার ভিতি সবরাহ করে। তার দান খয়রাতের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করে।
১৩ বাক্য
(হে নবী! ২৪ মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো। যখন তুমি অতি প্রত্যেক নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং (ওহেদের মন্দনাম) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য ভিত্তি স্থানে নিযুক্ত করিয়েছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সবকিছু তালে করে জানেন।

হচ্ছে: কোন চাকর যেন তার মনিপনের অনুমতি ছাড়াই তার অর্থ তাজানের দরখাঁ খুলে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সংগত মনে করলে সেখানে বায় করে ফেললে।

২২. মন্দিনার আশাপাশে যেসব ইহীদী বাস করতো আওস ও খাশরাজ গোপের লোকদের সাথে প্রাচীন কাল থেকে তাদের বন্ধুত্ব চলে আসছিল। এ দুই গোপের লোকের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ইহীদীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে এবং গোপেরীতিতে তারা ছিল পরম্পরার প্রতিবেশী এবং সহযোগী। আওস ও খাশরাজ গোপের লোকেরা মুসলমান হয়ে যাবার পরও ইহীদীরা সাথে তাদের সেই পূর্বায়ন সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। প্রশিক্ষণগুলো তাদের পুরাতন ইহীদী বন্ধুদের সাথে আগের মতই গীর্জা ও উত্তরাধিকার সাথে মিলামিল করতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলামিহু ওয়া সাল্লাম ও তার মিশনের বিষয়ক ইহীদীর মধ্যে যে শক্তিতের মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার ফলে তারা এই মূলতো অনুপলব্ধ যোগাযোগকারী কোন ব্যক্তির সাথে উত্তরাধিকারপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে প্রবৃত্ত ছিল না। আনন্দানের সাথে তারা বাধ্য আগের সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। কিন্তু মনে মনে তারা হয়ে গিয়েছিল তাদের চরম শক্তি। ইহীদীরা তাদের এই বাহিক বন্ধুত্বকে অবহিত করে মুসলমানদের জামায়তে অভাবীয় ফাতুমা ও ফাতুমা সৃষ্টি করায় এবং তাদের জামায়তের গোপন বিষয়গুলোর খবর সংগ্রহ করে শফুটের হাতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য সর্বলোকের চালিয়ে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহ এখানে তাদের এই মূলাফকারের কর্মনিতি থেকে মুসলমানদের সাধারণ তাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৩১. অর্থাৎ এটা একটা অদৃশ্য ব্যাপারই হবে, কোথায় তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তা নয় বরং তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। তোমরা তো কুরআনের সাথে তাহরাতকেও মানব নয়, তাই তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ করার কোন যুক্তিসংক্রান্ত করান থাকতে পারে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ থাকতে পারবে। কারণ তোমরা কুরআনকে মানব না।

১৩৫. এখানে থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। ওহেদ মুসের পর এটি নামির হয়। এখানে ওহেদ মুসেরের পর মতবাদ করা হচ্ছে। আগের তাণ্ডু শেষ করায় সময় বলা হয়েছিল, যদি তোমরা সব করা এবং আল্লাহকে ডাক করে কাজ করতে থাকবো, তাহলে
তাঙ্গাইমূল কুরআন

৬০

সূরা আলে ইমরান

তাহদের বিশেষত তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারবে না।" এখন যেহেতু ওহেদ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রায় স্বর্যে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবারের অভাব ছিল এবং কোন ক্ষুদ্র মুসলমানের এমন কি শুধু বুঝা হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহীর বিরোধী, তাই তাদের এই দীর্ঘায়িত সম্পর্কে সত্তরক্ষণ সম্মিলিত এ তাছাতি উপরোক্ত তায়তের শেষ বাক্যের পর তার তার সাথে বসে দেখা হয়েছে।

এ তাফসিরটি উল্লেখযোগ্য বড়ই। যেহেতু ওহেদ যুদ্ধে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কেয়েকটি মাপারো শব্দের সমন্বিত স্পষ্ট সংজ্ঞা বাক্যের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য প্রকাশ অবিরাম হয়।

তৃতীয় হিতীর শাওয়াল মনের গুরুত্বে মকার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের চাইতে অনেক বোধ। এর ওপর ছিল তাদের বর্তমান সময়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য আকাঙ্ক্ষা। নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম ও নবী সালাহার মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সালাম যেহেতু মূলত হয়ে প্রতিক্রিয়ার লভায় চালিয়ে যাবার প্রস্তুতি ছিলো। কিন্তু বদন্ত যুদ্ধের অধিকাংশ অংশ পানর্মনি এমন কিতন সহায়তা করে অবক্ষুধায় দুরার অর্থে প্রতিক্রিয়ার তর্কে সাহায্য শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর চোর দিতে যাকেন। অবশেষে তাদের পৃষ্ঠপোষক বাইরে বের হয়ে নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম বাইরে বের হাজারা ফায়াসলার করেন। এক হাজার লোক তাদের সাথে বের হন। কিন্তু শেষ নাম্বার নাম্বারে সংখ্যায় আবদুল্লাহ ইব্রাহীম তার তিনশশ সৈন্য নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের অবশেষ পূর্বে তার এমন অচরণ মুসলিম সেনাদের বেশ বড়ো আকারের অভিযুক্ত ও হতাশার সৃষ্টি হয়। এমন কি বনু সামুদো ও বনু বোসার লোকেরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে, তারা ফিরে যাবার সুযোগ করে ফেলেছিল।

কিন্তু দূর প্রায় সাহাবাদের প্রচেষ্টাতে তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অমিষ্ট সাতশো সৈন্য নিয়ে নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহেদ পর্যন্ত পাড়াগোলে মুহাম্মাদ ইব্রাহীমের সেনাবাহিনী এমনভাবে বিনাশ করেন যে ফলে পাহাড় থেকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাবাহিনী। এক্ষেত্রে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যেখান থেকে আকাশগঙ্গ হবার আশ্চর্য ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইব্রাহীম তার এলাকার নেতৃত্ব পালন করেন। তাদেরকে জোরে তাকিয়ে দিয়ে তাহলে দেখুন: "কাউকে আমাদের ধ্বংস করতে যেতে দেবে না। কোন অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবার না। যদিও তাদের দেখা, পাথরার আমাদের গোপন তুষ্টা ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে তাদের নিজস্ব জায়গা থেকে সরে যাবার না।" অতএব যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাশা ভারি থাকে। এমনকি মুসলমানদের সেনাবাহিনীকে বিস্কুলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন বিচিত্র হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যে পূর্ব বিচ্ছ্বয়ের দিকে পরিবর্তে সলিমানের মাল অধিগ্রহ করার লোক মুসলমানদের স্বীকৃতি করে ফেলে। তারা শক্ত সেনাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে।

পারা: ৮
খ্রিস্টীয় বর্তমান সময়ের মধ্যে, বিশ্বাসীদের সাধারণত এই কথা বলেঃ আল্লাহ আমাদের প্রকাশ দিতেন সবাই এবং মুসলমানদের আল্লাহর নাম মনে রাখতো। তাদের মধ্যে আল্লাহর নাম তথ্য ছিলো এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর নাম মনে রাখতো।

খ্রিস্টীয় বর্তমান সময়ের মধ্যে, বিশ্বাসীদের সাধারণত এই কথা বলেঃ আল্লাহ আমাদের প্রকাশ দিতেন সবাই এবং মুসলমানদের আল্লাহর নাম মনে রাখতো। তাদের মধ্যে আল্লাহর নাম তথ্য ছিলো এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর নাম মনে রাখতো।
তাফসীরুল কুরআন

সুরা আলে ইমরান

প্রত্যেক ইসলামী কমিয়ন ও তাদের সাথে যথাযথতা এবং ধর্মীয় সংস্কার করতে প্রচেষ্টা করুন। তবে আল্লাহ তাঁর শরীর ইসলামী সমাজে আমলের গৌরব ও সার্থকতা সম্প্রদায় আনয়ন করতে পারেন。

একটি আলাউদ তাদের এ জন্য জানিয়ে দিলেন যে, তাদের এতে ধর্মীয় সাহায্য করতে এবং তাদের মন আকর্ষণ হবে। বিজয় ও সাহায্য সবই আলাউদর পক্ষ থেকে আসে।

তিনি প্রথম পরাক্রম ও মহাজনী। (আর এ সাহায্য তিনি তাদের এ জন্য দেবেন) যাতে কৃপার পক্ষ অবশ্যই তাদেরকে একটি পাড় কেটে দেবার অন্যতম তাদের এমন বহিরাগত রাজ্য দান করার ফলে তারা নিরাপদ হয়ে পচাদপসরণ করবে।

(নবী!) চূড়ান্ত ফায়সালা করার ক্ষমতায় তোমার কোন অংশ নেই। এটা আলাউদর ক্ষমতা-ইক্তিয়ারবৃত্ত, তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন। আবার চাইল তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা আলেম। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সমস্তই আলাউদর মান্যতাবাদী। যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি কমবীণাতে ও করপাতায়।

কিছুই বাকি ছিল না। কিছু এই মুহুর্তে সাদৃশ্যা জানতে পারলেন, নবী সালালাহ আলাউদ ওয়া সালাম জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবসময় থেকে একে একে তার চারিদিকে সমর্থ হতে থাকেন। তারা তাকে নিরাপদ পর্যন্ত ওপরে নিয়ে যান। এ সময়ের এ বিষয়টি আলে দুর্বৈধ রয়ে গেছে এবং এ প্রার্থনার জব্বরে আলে খুঁজে পাওয়া।
যাইহে অন্য মানুষেরা আমাদের হত্যায় আহত হয়ে এই নিয়ম পালন করুন।

হে ইমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করা এবং আল্লাহকে ভয় করা, অপত্যকা যায় তোমাদের সফল করা হবে। এই আলাদা থেকে পেয়ে থাকা, যে কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূলের হকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমাদের ওপর হকুম করা হবে। দৌড়ো চলো তোমাদের রবর ক্ষমায় পদে এবং দেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমন্বয়ে প্রশস্ত জানাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহর লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সব আবহাওয়া অত্যন্ত সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ক্রুদ্ধ মাফ করে দেয়। এই ধরনের সংস্কারের আল্লাহ অন্ততঃ ঘোষণা করেন।

যায়নি যে, কাফেররা তখন অব্যতিক্রম হয়ে ব্যাপকভাবে অত্যন্ত না চালিয়ে ফিরে তাড়নাতে নিজেরা মন্তিকা নিয়েছিল যে মুসলমানরা এটি বিশিষ্ট হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা এটি বিশিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পক্ষে পুনর্বার এক আয়াত এক হয়ে যথার্থতা যুদ্ধ থেকে কর্তিত হয়।

কাফেররা তাদের বিজয়কে মূর্তার প্রাচীন পুনর্বার পুনর্বার পুনর্বার উদ্যোগ হল তাদের সাফল্য লাভ অবশ্য বাণিজ্য ছিল না। কিন্তু তারা নিজেদের বা কেন স্বয়ং ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তা আজে অজ্ঞান রয়ে গেছে।

১৫. এখনে বনু সালমাও এবং বনু হাসানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সীমান্তের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

১৬. মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে তাদের মাত্র এক হাজার থেকেও আবার তিনশো চলে যাচ্ছে, তখন তাদের
আর যারা কখনো কোন অন্যান্য কাজ করে ফেললে অথবা কোন গোনাহের কাজ করে নিজেদের ফরুদ জুমুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা খোর হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহাতের জন্য মাফ চায়—কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে মুখে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকের যে প্রতিদিন তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাণিজ্য তাদের প্রবেশ করানন্স যারা পাদদেশ শৃঙ্খলায় প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সবকজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদিন। তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিখ্যাত ও হিদায়তকে) মিলন বলেছে তাদের পরিপালিত কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য একটি সুষ্ঠু সতর্কতার এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।

মনোবিল তেঁতে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাত তাদেরকে একথা বলেছিলেন।

৯৭. আহত হবার পর নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাল্লাহ মুখ থেকে কানেরদের জন্য বদুমদের নিঃসৃত হয় এবং তিনি বললেন: "যে জায়তি তার নবীকে আহত করে সে কেমন করে বন্দ্যে ও সাফর লাগ করতে পারে।" এরি জরুরতে এই আয়াত নাবিল হয়।

৯৮. এছাড়া যুদ্ধে মুসলমানদের পরিকল্পনের একটি বড় কারণ এই ছিল যে, ঠিক বিক্ষেপের মুখেশৈষ ধন সংগ্রেহের লোভ তাদের ওপর প্রধান্য হিসাব করে বসে এবং
মনফর হয়ে না, দুঃখ করো না, তোমরা বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আযাত লেগে থাকে, তাহলে এ আযাত এমনি ধরনের আযাত লেগেছে তোমাদের বিরোধী পক্ষকে গায়ত্রী ৩০০-এ তো কোনের উদাহারণ পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর অবতরন করে থাকি। এ সময় ও অবস্থাটি তোমাদের ওপর এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাত মুমিন কে? আর তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাফী হবে ৩০১—কেননা জালেমদেরকে আল্লাহ পদ্ধ করেন না—এবং তিনি এই পরিস্থিতির মাধ্যমে সাত মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদের নিকট করতে চাইছিলেন। তোমরা কি মনে করে রেখেছো, তোমরা এমনিতেই আরামে প্রবেশ করবে? অথচ এখনও আল্লাহ দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পক্ষ প্রাগুণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। তোমরা তো মুতাব আকাব্য করছিলে। কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃত্যুর সাথে আলাদা নি। তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা বাছকে তাদেখেছে।

নিজেদের কাজ পূর্ণতম শেষ করার পরিবর্তে তারা গণমাতের মাল লুট করতে শুরু করে দেন। তাই মহানাযী আল্লাহ এই অবস্থার সংশোধনের জন্য অবলম্বন উৎস মুখে বাধ বাধা অপরিহর্য গণ করেছেন এবং সুদ খাওয়া পরিহার করার মনে দিয়েছেন। এই সুদের ব্যবসায়ে মানুষ সন্ন-ছাত্র তেরা তেরা লাভ ও লাভ বৃদ্ধির হিসেবেই যাতে থাকে
১৫ রুক্ত

মুহাম্মদ একজন রসূল হবে তো আর কিছুই নয়। তার জন্ম আরো অনেক রসূলও চরে গেছে। যদি সে মারা যায় বা নিঃস্থত হয়, তাহলে তোমরা কি পেয়েছেন দিকে ফিরে যাবে ৩০ মাসের মধ্যে, যে পেয়েছেন দিকে ফিরে যাবে কে আল্লাহ ক্ষতি করবে না, তবে যারা আল্লাহর ক্ষুতি বানা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে করবেন।

এবং এই কারণে মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা ব্যাপক ও সীমাহীন হারে বেড়ে যেতে থাকে।

৯১. যে সময়ে সুনদের প্রভূর সাথে সেখানে সুদখীরের কারণে দুই ধরনের নৈতিক রোগ দেখা দেয়। সুনদ হালকাহালকের মধ্যে লোভ-লালসা, কৃষিগত ও সাহারাতা এবং সুনদ প্রাণাত্মক মধ্যে, ধৃত্র, ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্ধে জন্য যে সৃজ্জিত মাত্র যে সৃজ্জিতের জন্য যে যার বিপরীত পক্ষে আল্লাহর পক্ষে অর্থ সার্বজনীন করণে এসব বিভিন্ন নৈতিক ও ধারাবাহিক হয়। আল্লাহ ক্ষমা, দান ও আনার আহ্বান হতে পারে এই বিত্তীয় ধরনের ওপরের মাধ্যমে, প্রথম ধরনের ওপরের মাধ্যমে নয়। (আরো বেশি জানান, যারা সুনার বাক্যার ৩২০ টিকা দেখুন)

১০০. এখানে বদ্ধ যুদ্ধের প্রতি ইন্দিত করা হয়েছে। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, বদ্ধ যুদ্ধের আয়ত্ত যখন কাফেররা হইন্তহীরা হয়নি তখন ওহে যুদ্ধের এই আয়ত্ত তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছে কেন?

১০১. কুরআনের মূল বাক্যটি হচ্ছে, কিন্তু এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের থেকে কোন সংখ্যক শহীদ নিয়ে চাইছিলেন। অর্থাৎ কোন লোককে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। বিত্তীয় অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে তোমাদের মধ্য ইমামদার ও মুরাফিক যে মিলিত হলো গড়ে উঠেছে তার মধ্য থেকে এমন সব লোককে ছেটে আলাদা করে নিয়ে চাইছিলেন যারা আসলে শোকে উঠেছে (সমস্ত মানুষ জাতির উপর সাফ্ফ) অর্থাৎ এই মহান পদের যোগ্য হিসেবে নিষেধিত। কারণ এই মহান ও মর্যাদাপূর্ণ পদেই মুসলমান উত্সাহে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।
কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে, ১০৪ যে ব্যক্তি দুনিয়ার পৃষ্ঠার আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরলোকী পৃষ্ঠার ১০৫ নতুনের আশায় কাজ করবেন পরলোক পৃষ্ঠায় পাবেন এবং প্রকাশকাদেরকে ১০৬ আমি অবশিষ্ট প্রতিদিনদেবো।

১০২. লোকের শাহাদাত লাগের যে আকাশের অস্তিত্ব চাপে নবী সালাহার আকাশের ওয়া সালাহ মদিনার বাইরে এসে যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে সেই আকাশের প্রতি ইন্দিগত করেছেন।

১০০. নবী সালামার আল্লাহই ওয়া সালাহের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে পর অধিকাংশ সাহবী সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুনাফিকরা (যারা মুসলিমদের সাথে সাথেই ছিল) বলে থাকে: চলুন আমরা আবদুসালাম ইবনে উবাইয়ের কাছে যাই। সে আমদের জন্য আবু সুফিয়ার কাছ থেকে নিরাপত্তা এর দেবে। আমার কেউ কেউ এমন কথা বলে ফেলে: যদি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূলই হতেন, তাহলে নিঃসরণ করেন কেমন করেন? চলুন, আমদের বাপ-দাদাদের ধর্মের দিক ফিরে যাই। এ সমস্ত কথার জন্য বলা হচ্ছে, তোমাদের 'সতাপদী' যদি কেবল মুহাম্মদের (সা) ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত হয় থাকে এবং তোমাদের ইসলাম যদি এতি দুর্লভ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় থাকে যে, মুহাম্মদের (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সার্থে সাথেই তোমরা আবার সেই কৃষ্ণের দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হবে এসেছিল। তাহলে আল্লাহর দীন তোমাদের সংস্কার অনুভূত করবে না।

১০৪. এ থেকে মুসলিমদের একথা বুঝা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় যে তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। মৃত্যুর জন্য আবার যে সময় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তার অনেকে কেউ মরতে পারে না এবং তার পরেও কেউ চিরকাল থাকতে পারে না। কাজেই তোমরা মৃত্যুর হতে থেকে বাচার চিন্তা না করে হতে যৌবন থাকার জন্য যে সময়কে পাচ্ছে। সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখ্যাত কোনোটি হবে, এ ব্যাপারে চিন্তা করু।

১০৫. পৃষ্ঠায় মানে কাজের ফল। দুনিয়ার পৃষ্ঠায় মানে, মানুষ তার প্রচেষ্টা ও কাজের ফল একই দুনিয়ায় জীবনে যে ছাড়, ফায়দা ও মুনা হাসিল করে। আর অথবাতের পৃষ্ঠায় মানে হচ্ছে, ঐ প্রচেষ্টা ও কাজের বিনিময়ে মানুষ তার আখ্যাতের চিরকাল জীবনের জন্য যে ফায়দা, লাভ ও মুনা অর্জন করবে। জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যে প্রচেষ্টা ও সার্ব্বত্রিক চালিয়ে যাচ্ছে সে কোনো তার দৃষ্টি ইহুদিয়ানে না পরকালীন ফল প্রাপ্তির
এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহ আল্লাহ ওয়ালালা লড়াই করেছে। আল্লাহ পদে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্লভ দেখায়নি এবং তারা বাথার সামনে মাথা নত করে দেয়নি।১০৭ এ ধরনের সবকর্মীদেরকে আল্লাহ আল্লামা করেন। তাদের দেয়া কেবল এতেকুই ছিল "হে আমাদের রব! আমাদের তুল-ক্রিয়া কম্পা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমাবদ্ধতা হয়েছে, তা তুমি মাফ কর দাও। আমাদের পা মজুর করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।" শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুনরায় দিয়েছেন এবং তার চেয়ে তারা আখেরাতের পুনরায় দান করেছেন।

দিকে নিবদ্ধ থাকবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত এ সিদ্ধাংশীকৃত প্রথ।

১০৬. শোককর্মী বলতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহ বিশেষ নিয়মের করে করে। আল্লাহ এই বিষয়ে নিয়মকৃত হচ্ছে: তিনি মানুষকে দীর্ঘ স্থায়ী ও নির্ধারিত শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এ দুনিয়া ও এর সীমিত জীবনকালের জন্য বিশেষ ব্যাপার একটি অন্য ও সীমান্ত জগতের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাকে এ অমৃত স্থায়ী আনিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকের প্রেম, সৎপ্রেম, স্বাভাবিক ও কাজের ফল কোন সময়ে এ দুনিয়ার করে করেছে জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু এ জীবনের পর আর একটি অনন্ত অসীম জগতের এ বিশাল ঘটনা।

এ দুটির ব্যাপকতা, দূরদশন ক্ষমতা ও পরিবাদয়ক অভিজ্ঞতা হবার পর যে বাকি শিক্ষা প্রত্যেক ও পরিকল্পনায় এ দুনিয়ার জীবনের গৃহিত পর্যায়ে ফলাফল হতে দেখে না অথবা তার বিপর্যয় ফল দিতে দেখে এবং এটাই আল্লাহ ওপর তোরন্ত করে কাজ করতে থাকে, কেননা আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা দিয়েছেন যে, আখেরাতে সে
যাই তা তোমরা বিশ্বাস করো না। যাদের নিয়ে তোমরা প্রতিবাদ করো। যেন তোমরা আল্লাহ-এর আদেশ পাবে না।

১৬ মানুষকে ইমান দান করা হয়। চলো তোমরা তাদের ইরাক বাজাও, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাহলে তারা তোমাদের উপরেরই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ওহার কথা তুমি প্রকৃত সত্য তা ই যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী। শীঘ্রই সেই সময় এসে যাবে যখন আমি সত্য অধিকারকর্মীরদের মনের মধ্যে কীভাবে সূতি করে দেবো। কারণ তারা আল্লাহর সাথে তার খোদাই কর্তৃত্বে অংশ দেবে করে, যার সমক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণপ্রাপ্ত অবৈরী করেননি। তাদের শেষ আবার আহালাম এবং ঐ জালেমদের ভাগে চুটে অত্যন্ত খারাপ আবাসলাম।

বল তোমরা ফল পাবে—ঐহেন বাঙ্গালি হচ্ছ আল্লাহ শোক করে উজার বান্ত এর বিরুদ্ধে করা এর এনে বলতে নিচে কুফরীর শব্দ হানি ভাঙ্কা এবং দুনিয়ার নিজেদের অন্তর ধরেনের অবাদ ভালো ফল মেসে দেবে আনায়েতে সেগুলোর খারাপ ফলের পরোয়া না করে। সেগুলোর দিকে বুকে পড়ে আর বুঝে দেখা দের দিকে কাটা হবে আনায়েতে সেগুলোর ফলবীর হবে অন্বভাবে ফলের না। অতএব দুনিয়ার ভালো প্রতি প্রকৃত হবে না। তাতই সিদ্ধান্ত অর্থ না-থেকে সক্রিয় এবং অস্বাভাবিক বান। আল্লাহ তাদের যে আন দান করেছেন তাদের কাছে সেই আনের কোন মূল্য নেই।

১০৭. অর্থ নিজেদের সিদ্ধা ও সাধারণ আমার সার্জনের সাহায্যে ও অভাব এবং অন্যদিকে কাফেরদের বিপুল সাহায্য নিজের সাহায্য আমার সার্জনের প্রাচুর্য দেখেও তারা বাতিলের কাছে অন্তর সরণ করেনি।

১০৮. অর্থ যে কুফরীর অবস্থা থেকে তোমরা বের হয়ে এলেনো, তারা আবার তোমাদের সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ওহেদের পরাগায়ের পর মুনাফিক ও
আল্লাহ তোমাদের কাছে আনাহ ও সমর্থনদানের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। তাই তাঁর হক্কে তোমাই তাদেরকে হত্যা করিলে। কিন্তু যখন তোমরা দূরত্বা দেখালে এবং নিজেদের কাছে পরম্পর মতবিরোধে লিখ হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাধা ছিল (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তোমরা নিজেদের নেতার হক্ক অন্যায় করে বললে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম ছিল আঘাতের, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে যখনই আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করলে দিয়েছেন। ১১৯ কারণ মু'মিনদের গ্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখেন।

করণ করা, যখন তোমরা পালাবার কাছে এমনই যাত্রা ছিল যে কারের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছা করা ছিল না এবং রসূল তোমাদের পেছনে তোমাদের ধাক্কা। ১১০ সে সময় তোমাদের এতে আচরণের প্রতিফল বর্ষণ আল্লাহ তোমাদের দিলেন দূরের পর দূরে। ১১১ এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এই শিক্ষা পাবে যে, যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদই তোমাদের ওপর নাফিল হয়, সে ব্যাপারে দৃঢিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন।

ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে একথা প্রচার করার চেষ্টা করেছিল যে, মুহাম্মদ (সা) যদি সত্য সত্যিই আল্লাহর নিবে হয়ে থাকেন, তাহলে যুদ্ধে পরাজিত হলেন কেন? তিনি তো
নুর অন্তর্নিহিত আমাদের কিছু পূর্বে তাদের এক এক মূল্যায়ন করতে পারি না। তারা তাদের প্রতিপন্ন হয়ে পড়লো। ১২২ কিছু আর একটি দল, নিজের সর্বশেষ ছিল যার কাছে বেশী প্রতিস্পর্ধ, আল্লাহ সম্পর্কে সুনাম ধরনের জেরে ধরা পালন করতে থাকলো, যা ছিল একবারই সকল বিরোধী। তারা এখন বলছে, "এই কাজ পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের কি কোন অংশ অসহ্য ছিলো?" তাদেরকে বলতে হয়, "(কারণ কোন অংশ নেই) এ কাজের সমস্ত ইক্টিয়ার রয়েছে এক মার্ক আল্লাহ হাতে।" আসলে এরা নিজেদের মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করে না। এদের আসল বক্তব্য হচ্ছে, "যদি (নেতৃত্ব) ক্ষমতায় আমাদের কোন অংশ অখারিত, তাহলে আমারা যারা পড়তাম না। তাদেরকে বলে দাও, "যদি তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যারা মৃত্যুর নিয়মে হয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যক্তিগত দিকে এগিয়ে আসতো।" আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হলো, এটি এ জন্য ছিল যে, তোমাদের ভুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরিশ্রম করে দেবেন এবং তোমাদের মনের মধ্যে যে গল্প রয়েছে তা দূর করে দেবেন। আল্লাহ মনের অবহ্ষা খুব ভালো করেই জানেন।

এক্ষণে সাধারণ লোক। তাঁর অবস্থাও সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা নয়। আজকে জিতে গেলেন আবার কাফেরের চেয়ে গেলেন। এই তাঁর অবহ্ষা। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর
তাফসিল কুরআন

সূরা আলে ইমান

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোকাবিলার দিন পূর্ণ প্রদর্শন করছিল তাদের এ পদধর্মের কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পা টিলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে কমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

রূপক ১৭

হে ইমানদারগণ। কাফেরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়বন্ধুরা কর্মো সফরে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতো না এবং নিঃসত্তা হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও আঘাতের কারণে পরিণত করেন।১১৩ নয়তো জীবন-মৃত্যু তো একমাত্র আল্লাহই দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন। যদি তোমরা আল্লাহর পরে নিঃসত্তার হও বা মারা যাও তা হলে তোমরা আল্লাহর যে রসমত ও ফমা নাত করবে, তা এরা বা কিছু জমা করে তার চাইতে চান। আর তোমরা মারা যাও বা নিঃসত্তার হও সব অবশ্যই তোমাদের অভিজ্ঞতা আল্লাহর দিকেই যেতে হবে।

তা-২/১০ — পারা ৪৪

বয়স আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের নিকট দিয়ে রেখেছেন, তা নিহত একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (নাউদিব্রাহ মিন যালিক)
নিম্নরূপে তোমার ছোলা দিয়ে কোন হেম্ম তোমার বড় প্রতিবেদন করো। নযাতো যদি তুমি রুক্ষ বাচারের বা কাঠের তিন হতে, তাহলে যারা সরাই তোমার চার পাশ থেকে সর বেতো। তাদের কোথা করা দাও। তাদের জন্য মাগফরাতের দেয়া করো এবং দীনীর ব্যাপারে বিশিষ্ট পরামর্শ তাদেরকে অন্যভাবে করা। তারপর যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমারা স্বীয় সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে যারা তার ওপর ভরসা করে কাজ করে।

১০৯. অর্থাৎ তোমার যে মরাধ্যুক্ত তুল করিলে আল্লাহ যদি তা মাফ করে না দিতেন, তাহলে একে আর তোমারের অভিজ্ঞতা খুঁড়ে পাওয়া যেতো না। মহান আল্লাহর অনুরূপ ও মেহরবানীর ফলে এবং তার সাহায্য ও সাহায্যকের বদলেই তোমাদের শক্রা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কম্পত লাঘ করার পর নিজেদের চেতনা ও সত্যি হারিয়ে ফেলেছিল এবং রিনা করানে নিজেরাই পিছে হটে যুক্তক্রম তাগ করে চলে গিয়েছিল।

১১০. যখন মুসলমানদের ওপর হঠাৎ একই সময় দুর্দান্ত থেকে আক্রমণ হলো এবং তাদের সারিগুলো ভেঙে চারজুরিক বিশ্বাসঘাতের বিশ্বাসঘাতী পড়লে তখন কিছু লোক মদানীর ঠিক পালাতে লগনলে এবং কিছু ওহোদ পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। কিছু নবি সালাহার আল্লাহই ওয়া সালাম তার আভায় থেকে একই কিছু সরে গেলো না।

চারজুরিক থেকে শক্রদের আক্রমণ হয়েছিল। তার চারজুরিক ছিলো তার দাতাদের একটি ছোট দল। এহেন সংস্দীপ অবহারে আল্লাহর নবি পাহাড়ের মতো নিজে অটলভাবে দাঁড় করিয়ে রইলেন। তিনি পালানিয়র লোকদের ডেকে ডেকে বলিয়েছিলেন: "আল্লাহর বাদরা, আমার দিকে এসো। আল্লাহর বাদরা, আমার দিকে এসো।"

১১১. দুঃখ প্রজাদের দুঃখ নবি সালাহার আল্লাহই ওয়া সালামের মুত্র সবাদের। দুঃখ নিজেদের বিপুল সংখ্যক নিহত ও আত্মহত। দুঃখ এই সত্যই যে, এখন নিজেদের বাড়ি-ঘরেরও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এখনই মদানীর সমস্ত জনসংখ্যার চাইতে বেশী তিন হাজার শক্র সৈন্য পরিসহ সেনাগালকে মাঝে মাঝে শহরের গলি কুচায় ঢুকে পড়েছে এবং নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও ববমান করে দেবে।
তফসিল মুনুন কুরআন

সূরা আলে ইমরান

যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন মূল্য তোমাদের ওপর প্রাণায়মন্ত্র করিতে পারবে না। এর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাদা মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

খেয়াল করা একে যদি নবীর কাজ হতে পারে না। ১১৪ যে ব্যক্তি খেয়াল করে কিমাতের দিন সে নিজের খেয়াল করা জিনিস সহকারে হাজির হয়ে যাবে। তারপর পর্যন্তকেই তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং কারা প্রতি

কোন জুলুম করা হবে না।

১১২. ইসলামী সেনাদলের কিছু কিছু লোক এ সময় এই একটি নতুন ও অজুড় ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যদিও আবু তলহা এই মুদ্রা আর এর শ্রদ্ধার্থীদের একজন

ছিলেন। তিনি বিচার বর্ণনা করেছেন, তপস্যা যাবার আমাদের ওপর তান্ত্রিক এমনতাতে প্রাণায়োগ বিভাজ করেছিল যে, আমাদের হাত থেকে তলাজির খাদ্য পড়েছিল।

১১৩. অর্থাং একাড়োলা সত্য নয়। এর পেছন কোন তিন্তু নেই। আল্লাহর

ফাসনালকে কেউ নড়াতে পারে না। এটিই সত্য। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ইমরান রাখে না

এবং স্বর্ণ একের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও কোনো ওপর নিষ্কাশিল বলে মন করে, তাদের

জন্য এ ধরনের আদালত অনুমানে কেবল তাদের অঙ্কে ও হতাশাই বাড়িয়ে দেয়। তারা কেবল

এই বলে আফসাস করতে থাকে, হায়। যদিও এমনটি করতের তালেব এমনটিত হতো।

১১৪. পেছনের অনেক প্রতিক্রিয়ার জন্য নবী সামরিক আলাইহি ওয়া সালাম বে

তীরনাজ বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন দেখল শক্তির মালামাল লুটে

নেয়া হচ্ছে তখন তারা আঘাত করলে, যতো সময় ধন-সম্পদ তারাই পাবে যারা

নেয়া পর্যন্ত হয়তো হবে এবং গৃহীত বটনের সময় আমি বর্জিত হবে। তাই তারা

নিজেদের অর্থাং হয়ে দিয়ে শক্তি নেয়ার সময় দানের কাছে দেখল গ্রহণ হয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ বন্ধুদের কিছু এসে নবী সামরিক আলাইহি ওয়া সালাম ঐ তীরনাজ

বাহিনীর লোকদের দেখে তাদের এ নাফরামানীর কারণ বিজে করলে। তারা উভয়ে

এমন কিছু ওয়া পেল করলে যা ছিল আর সত্যতে দুঃখ। তাদের জন্যে নবী

সামরিক আলাইহি ওয়া সালাম বললেন: বলে ওনাই আনগল না হয় কম।
তাফহীমুল কুরআন

সুরা আলে ইমরান

116. অফসানে তাঁদের প্রতি কিছু না পাড়িয়ে দিবে না, অফসানে পৃথিবীতে কিছু না দিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর প্রতি দৃঢ় হবে।

117. পৃথিবীতে কিছু না দিলে তাঁর প্রতি কিছু না পাড়ি দিলে তাঁর প্রতি কিছু না পাড়ি। তাঁরা নিরভীক হলেন এবং তাঁরা নির্ভরশীল হলেন।

118. আল্লাহ তাঁর প্রতি দৃঢ় হবে। তাঁরা নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে না।

বাক্য সবসময় আল্লাহর সমভাব অনুযায়ী চলে না। এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যাকে আল্লাহ গবেষণায় জিজ্ঞাসা করে ফেলে। এবং যার শেষ আবাস আহামাম, যা সবচেয়ে খারাপ আবাস। আল্লাহর কাছে এ উচ্চ ধরনের লোকদের মধ্যে বহ পর্যায়ের পর্যায় রয়েছে। আল্লাহ সবার কার্যকালের ওপর নজর রাখেন। আসলে ইমানের মধ্যে তাদের মধ্যে একজন নবি পাঠায় আল্লাহ মুমিনদের অপরাধ অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনান, তাদের জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিশোর ও আন্তরিক বিভিন্ন করে দেয়। অথচ এর আগে এই লোকবাসী সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিখিত ছিল।

তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমারা বলতে লাগলে, এ আবার কোথায় যেতে এলো?১১৫ তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদলের যুগ্ধে) এর দ্বিতীয় বিপদ তোমাদের মধ্যে তোমাদের বিরোধী পক্ষের ওপর পড়েছিল।১১৬ এই নবি। ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো।১১৭ আল্লাহ প্রতি তিনিনের ওপর শক্তিমান।১১৮

"আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ওপর তোমাদের আহা ছিল না। তোমারা মনে করছিলে আমরা তোমাদের সাথে খেয়ানত করবো এবং তোমাদের অনেক দেবো না।" এ আয়াতটিতে আসলে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর বড়বের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবি নিজেই যখন ছিলেন তোমাদের সেনাপতি এবং সমস্ত বিষয়ই ছিল তাঁর হাতে তখন।
যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিল আল্লাহর হুকুম এবং তা এ জন্যা ছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মুমিন এবং কে মুনাফিক। এ মুনাফিকদের যখন বলা হলো, এসব আল্লাহ পরে যুদ্ধ করো অথবা (কমপক্ষে) নিজের শহরের প্রতিষ্ঠা করো তারা বললে লাগলো যদি আমরা জনতাম আজ যুদ্ধ হবে তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম। ১১২ যখন তারা একথা বললিন তখন তারা ইমানের তুলনায় কুফিয়ার অনেক কাছে অবশান করিল। তারা নিজেদের মুখে একমাত্র সব কথা বলল, যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা ক্ষুব ভালো করেই জানেন। এরা নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই-বন্ধু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বললিন ৪ যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিতো, তাহলে মারা যেতো না। ওদের বলে দাও, তোমার নিজেদের একথা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও।

তোমাদের মনে এ আশংকা কেমন করে দেখা দিয়ে যে, নবীর হাতে তোমাদের বার্ষিক সজ্জিত হবে না? আল্লাহ নবীর ব্যাপারে তোমার কি এ আশংকা করতে পারে যে, তার অজ্ঞানের দেখে সম্পদ হারার তা বিষয়ক, আমনতদারী ও ইনসাফের সাথে বন্ধন না করে অন্যা কোনভাবে বন্ধ করা হবে?

১১৫. নেতৃত্বাধীন সাহাবিগণ অন্ধি বথর্ব সত্য অবগত ছিলেন এবং তাদের কোন প্রকার বিশ্বাসের দিক হ্রাস সত্যবাদ ছিল না। তবে সাধারণ মুসলমানরা মনে
যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। ১২০ নিজেদের রক্ষার কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগুহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাদেরই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। ১২১ এবং যেসব ইমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌছনি তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিচ্ছিল হতে গেছে। তারা আল্লাহর পুরুষাঙ্গ প্রকাশ ও অনুগুহ লাভ আনন্দিত ও উত্থান এবং তারা জানতে পারেন যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদৃষ্টান্ত নাট করেন না।

কর্মজীবন, আল্লাহর রূপ যখন আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তখন কোন অসমানতাই কাফেরকেরা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে না। তাই ওদের পরাজিত হবার পর তারা শুক্রাতে অশান্ত হয়েছে। তারা আবার হয়ে গিয়েছে সেখেন, এ কি হলো? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য ভূত গিয়েছিলাম। তারা প্রাসঙ্গিত্ত ও সাহায্যের আমদান ছিল। তার রূপ সুরতের চুরকের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরও আমরা হেরে গেলাম? এমন লোকদের হাতে হেরে গেলাম, যারা আল্লাহর দীনে দুনিয়ার বুক থেকে নিচ্ছিল কেন দেবার জন্য এসেছিল? মুসলমানদের এই বিষয় গ্রেফতার ও হতাশা দুর্বল করার জন্য এ আয়াত না মিলি হয়।

১১৬. ওহেদের যুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ক জন লোক শহীদ হয়। অন্যদিকে ইতিপূর্ব কদর্শন যুদ্ধে মুসলমানদের হতে সতর্ক জন কাফেরের নিহত এবং সতর্ক জন বন্ধী হয়েছিল।

১১৭. অর্থাৎ এটা তোমাদের নিজেদের দুর্লভতা ও তুলনা ফল। তোমরা সতর্ক করা হয়েছি। তোমাদের কোন কোন রাজ হয়েছে তাকেও বিবেচনা। তোমরা নির্দোষ অস্বাভাবিক করছে। অর্থ-সরঞ্জামের লোকে অত্যাহার হয়েছে। পরম্পরার মধ্যে বিসন্ত ও মতবিরোধ করছে। এতে সব করির পর আবার জিজ্ঞাসা করছে, বিপদ এলো কোথা থেকে?

১১৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের বিজয় দান করার মূল্য রাখেন তাহলে পারেন না করার শক্তি রেখেন।
আহ্র হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে। ২২ যারা সৎ-নেককার ও মুজাফ্ফর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিষ্ঠান। আর যাদেরকে ২৩ লোকেরা বললো:  "তোমাদের বিচরণ বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটছে। তাদেরকে ভয় করো।" তারা শুনে তাদের ঈশ্বর আরো বেড়ে গেল এবং তারা জবাবে বললো: বাঁচো, আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্বোধনকারী।

১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনিও মুনাফিক নিয়ে মাঝপথে থেকে ফিরে যেতে লাগলো তখন কোন কোন মুসলমান গিয়ে তাকে বুঝার চেষ্টা করলো এবং মুসলিম সেনাদল ফিরে আসার জন্য রাজি করতে চাইলো। কিন্তু সে জবাব দিল, "আমার নিজের বিশ্বাস আজ যুদ্ধ হবে না, তাই আমারা চলে যাবো। নয়তো আজ যুদ্ধ হবার আশা থাকলে আমার অবশ্য তোমাদের সাথে চলে যেতাম।"

১২০. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৫৫ টাকা দেখুন।

১২১. মুনাফিক আহমেদ নবী সালতান আলাইহি ওয়া সালামের একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে, যে বাক্তি ভালো কাজ করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে আল্লাহর কাছে এমন আরাম আয়ের জীবন লাভ করে, তাপর এ দুনিয়ায় ফিরে আসার কোন আকাংক্ষা দে নে না। কিন্তু শীঘ্রই এর ব্যাখ্যা। তারা আহমেদ খেলে, আবার যেন তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং অল্প পথে জীবন দিয়ে গিয়ে যে ধরনের আনন্দ, উত্তীর্ণতা ও উদ্যানের যাতায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল আবার যেন সেই অভিমন্য আমাদের সাপে তারা চুরি দিতে পারে।

১২২. ওহেদার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরা, সে পথ ধরে যেসব করে মনস্তি দুর্গ চলে যায়, পর মুহাম্মদের চেয়ে নড়েলা। তারা পরস্পর বলবান করতে লাগলো, এ আমারা কি করলাম। মুহাম্মদের (সা) শক্তি ধরে করার যে সুবর্ণ সুখো অমরা পেয়েছিলাম তা হলো হারিয়ে ফেলায়? কেনই তারা এক ধরনের থেমে গিয়ে প্রার্থন করতে বসলো। বিচরণ হলো, এখনি মদিনার তরে দ্বিতীয় অফ্রাম চলাচলে হবে। সিদ্ধান্ত হোক,
ফান্তাহ্বানা বিন্দুগুণের মিলে আমি রাস্তায় নিয়মসম্পদে এবং তৃষ্ণু রাস্তায় মুদ্রান মুঘলী বিশ্বাস করি অত্যন্ত বিশ্বাস ও অন্যান্য প্রতিচ্ছদ্র নয়।

ফালি নাকামুখী মহাকাশ নাকামুখী দৃষ্টির লাইনে শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল নাকামুখী শান্তির ওপর তাকাল নির্দেশ করে আপন আহান এবং নাকামুখী নিকুল নাকামুখী দৃষ্টির নিকুল 

অবশেষে তারা ফিরে এলে আল্লাহর নিয়মত ও অনুষ্ঠান সহকারে। তাদের কোন রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সম্মতির উপর চার সৌদামিন্য তারা নাম করলো। আল্লাহ বড়ই অনাধিকারী। এখন তোমারা জেনে ফেলো, সে আসলে শয়তান ছিল, তার বদনের অনর্ধে তথ্য দেখাছিল। কাজেই আগমীতে তোমারা মানুষকে ভয় করে না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথাযথ ইমানদার হয়ে থাকো।

(হে নবী!) যারা আজ কুফরীর পথে খুব বেশী দৌড়াচ্ছে তাদের তৎপরতা যেন তোমাকে মলিন বদন না কর। এরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আর্থেতে এদের কোন অংশ দিতে চান না। আর সবে তারা কঠোর শাস্তি পাবে।

যারা ইমানকে চেকাও দিয়ে কুফরী কিনে নিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন ক্ষতি করেছ না। তাদের জন্য যথাযথে শাস্তি প্রস্তু রয়েছে। কাফেরদের আমি যে চিল দিয়ে চাহি একথা যেন তারা নিজেদের জন্য ভালো মনে না কর। আমি তাদেরকে এ জন্য চিল দিচ্ছি, যাতে তারা গোনাহের বোঝা ভারী করে নেয়, তাপ্রক তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি।
মাকান আল্লাহ লিখায় মুমিনদের কথা জানে যা আনন্দ সুন্দরী তাকে দেখে তাকে আল্লাহ মুমিনদের কথা জানে।

তোমরা বর্তমানে যে অবশ্যায় আছে আল্লাহ মুমিনদের কথা জানে সেই অবশ্যায় তা থাকতে শুকনো না। ১২৫ পার পথের লোকদেরকে তোমরা নামা ও অপরিত লোকদের তোমাদের আলাদা করবে। ১২৬ পার পথের লোকদের তাদের আলাদা করবে।

তারা তোমাদের প্রতি করে ফেললাও ভাবেন বলে। কিছু অক্ষর করার আর সাহস হলো না। কাজেই মকায় ফিরো এলো। তারা নবী সালাহার আলাইহী ওয়া সালামেরও আচ্ছাদ ছিল, কাবর্সা আলাদা করে এসে মীরানার যাতে ছিল না, তোমাদের প্রেম করার কাজ না। তাই ওহেদের পরিনন্দ তোমাদের করে বললেন, কাবর্সারা গেছেন ধায়া করা উচিত। যদিও সাহস ছিল তাহা নাফুক তবুও যারা সাহস মুমিন ছিল তারা প্রাণ উৎকর্ষ করতে প্রয়োজ হয়ে গেলেন এবং যারা সালাহার আলাইহী ওয়া সালামের সাহস হামারাইল আদাল পাত্র ধায়া করলেন। এ আয়াতটি মীরানার তোমাদের অটি মাহিলী দুর্লভ অবহিত। এ আয়াতে এ প্রাণ উৎসর্গকারী মুমিনদের প্রতি ইরাহ করা হয়েছে।

১২৩। এ আয়াত কোটি ওহেদ যুদ্ধের এক বছর পর নামিল হয়েছিল। কিছু ওহেদের ঘটনার কারণে সমর্পিত হবার কারণে এগুলোকে এ তালিকার কারণে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

১২৪। ওহেদ থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ার মুসলমানদের চালেঘ দিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বন্দোপলব্ধ আমাদের সাহস তোমাদের আবার মোকাবিলা হয়ে। এই নির্দিষ্ট সময় এগিয়ে এল আর তার সাহসে কুলালো না। কারণ সে বছর মকায় দুর্লভ হয়েছিল। তাই সে মান বদ্ধতার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে। এগুলোকে এক বাড়িতে মীরানার পাঠায় দিল। সে মীরানার যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে এ বছর হুসায় লাগলে যে, এ বছর করীবিয়ার বিরতি প্রাপ্তি নিয়েছে। তারা এই বড় সন্নায়িনী তৈরী করতে যার মোকাবিলা করার সাহস আরো করে নেই। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ প্রচারগায় তীব্র হয়ে মুসলমান মীরানার জয়গায় বসে থাকবে। মোকাবিলা করার জন্য বাইরে
ওয়ালাইন ইলে যুক্তস্বস্ত যারা আরম্ভ হয় প্রস্তুতির মুক্তি হয় এবং ক্রুষ্ণ জন্য এই দিকের মুক্তি হয় না। আর আরাহ যায় তার ফলে কর্মের পঞ্জাব এবং তার পঞ্জাব পরিপূর্ণ হয়। পৃথিবী ও আকাশের স্বতন্ত্রতা একত্রে আল্লাহর ভালো করিয়ে দেন। ১২৭ আর তা করা যে কিছু হয়নি, আরাহ তা সহজে জানেন।

আসীর সাহস তাদের হয় না। ফলে মুক্তকে না আসার দায় থেকে কাফেররা মুক্ত হয় না। আবু সুফিয়ান ও সালতান আলাইহি ওয়া সালাম যখন তাদের বোধ দিকে চলান আহোস জানলেন তখন ততে আহোস সাতা পাওয়া গেল না। অবশেষে আহোস রসূল আল্লাহ মালম সে স্থানে করেন দিলেন, কেউ না গেলে আমি একাই যাবে। এ সেগুলোর পর পনেরো শো প্রাণ উৎসর্গকারী মুরালিহাদ তার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাদের সাথে করে নিয়ে তিনি বদলে হারিয়ে দিলেন।

কিন্তু দু'দিনের পথ অতির্কির করার পর নতুন সাহেব বলল, এ বছর যুদ্ধ করা সংগত হবে না। আরাহর বষাদে আসার। কাফের নিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে সে ফিরে গেল। নবী সালতান আলাইহি ওয়া সালাম আর খুশি বদর গ্রান্ত তার অপেক্ষা করেন। এ সময়ের মধ্যে তার সাহেব একটি ব্যবসায়িক কাজ-কার্যকর করে প্রচুর অল্প করেন। তার বছর খুব পাওয়া গেল, কাফের করে গেছে তখন তিনি সাহেবের দিয়ে মুলীনায় ফিরে এলেন।

১২৫: আরাহ মুসলমানদের দলে সাহে ইমানদার ও মুনাফিকরা এক সাথে মিশে একাকির হয় এবং, মুসলমানদের দলের কাফের আহোস এবারে ডানরা চান।

১২৬: আরাহ আলাইহি মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য সুপার করার জন্য গয়ের থেকে মুসলমানদের মনের অবস্থা স্বর্ণাক্ষরে করে কে মুমিন ও কে মুনাফিক একথা বলার রীতি অবস্থান করেন না। এবং তার নিয়ে এমন সব পরিস্থিতি সুতোগুলো হবে যার মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকের অবস্থা সুপার ইতে উঠবে।

১২৭: আরাহ পৃথিবী ও আকাশের যে কোন জিনিসই যে কেউ ব্যবহার করেছে তা আসলে আলাহর মলকানাহাদি। তার ওপর পৃথিবীর অধিকৃত ও তাকে ব্যবহার করার অধিকার সামাজিক। প্রত্যেককেই অবশ্য তার দলকে ছড়িতে হবে। অবশেষে সবকিছুই আলাহর কাছে চলে যাবে। কাজেই এ সামাজিক অধিকৃত ও সম্পর্ক বস্তু লাগে করে যে
ফাইহীমূল কুরআন

83

সূরা আলে ইমরান

লফত সীমান্ত বলে তোমাদের কাছে মন অনেক হতে পারে কিন্তু এটি অনিপ্লুতিত নয়। সেখানে ফুটে তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদের কাছে আসবে।

কৃত্তিবাসী এটা তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদের কাছে আসবে।

19 রকু

আল্লাহ তাঁর কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ গর্ভিত এবং আমারা ধনী। ১২৮ এদের কথা অনুযায়ী তাঁকে আমরা নিজে দেবো এবং এর আগে যে পরগাছাটিকে এরা অন্যায়ভাবে হতে করে দেয়েছে তাদের আমাদের বয়সী দেখতে দেয়া হয়েছে।

(যখন ফায়সালার সময় আসে তখন) আমি তাদেরকে বললো অষ্ট এই নাও এরার আহারের মজা চাইয়ে। এটা তোমাদের নিজেদের হাতের উপার্জন।

আল্লাহ তাঁর যোগাযোগের জন্য জালেম নন।

যারা বলে অল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমারা কাউকে রূপে তো স্বীকার করবো না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কুর্বানী করবেন যাকে আঙ্গন (অদৃশ্য থেকে এলে) থেকে ফেলন।” তাদেরকে বলল আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রূপে এসেছেন, তারা অনেক উচ্চ নিদর্শন এসেছিল এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলতে সেটিও তারা এনেছিল। এ ক্ষেত্রে (ঈমান আমার জন্য এ নূতন পশ্চিম করার ব্যাপার) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে ঐ রূপে তাদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলেন কেন? ১২৯

ব্যক্তি আল্লাহর সপ্তদ আল্লাহর পথে গ্রাহ খুলে বায় করে সেই রূপক্ষিত। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর পথে বায় না করে তৃপ্তিহীন করে সে আসলে নিষেধ বেসে না আর কিছুই নয়।

১২৮. এটা ইহুদীদের কথা। কুরআনে যখন আল্লাহ এ বর্ণনা উক্তির হলো:

মন দালালি যেন আল্লাহ ফ্রুটা হস্তান (কে আল্লাহকে ভালো ঙ্ঙ দেবে?) তখন
এখন, হে মুহাম্মদ! যদি এরা তোমাকে মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তোমার পূর্বে বহু রূপকের মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, সহিষ্ণু ও আলোকানন্দকারী কিতাব এখন বিদ্যমান। আমরা তোমার কাছে নিদর্শনের পূর্ণ প্রতিদান দান করব। একমাত্র সেই কার্যকর সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহানারের আগোন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জাতে প্রবেশ করা হবে। আর এ দুনিয়াটা তো নিশ্চয় একটা বাহিক প্রতারণার বদ্ধ হয় আর কিছুই নয়। ১৩০

(হে মূসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্য ধন ও গ্রাহের পরিকার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুসলমানদের থেকে অনেক কথাদাত কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা ইবাদ ও তাফতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, ১৩১ তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচালক।
ফৈসলা মাইঘট্ররন

এ আহলি কিতাবের সেই অংশীকারের কথা ধরণ করিয়ে দাও, যা অলাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ৫ তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতে পারবে না। ১৩২ কিন্তু তারা কিতাবকে পিছন ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে। কতই না নিকট করারো তারা করে যাছে।

(১) বাইবেলের কথাও এ ধরনের কুবরানীকে নবোদয়তের অপরিহার্য আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বা একাধারে বলা হয়নি যে, যদিও এ মুফতিয়াটি দেয়া হয়নি সে নিয়ে হতে পারে না। এটা ছিল নিকট পুরাতনের একটি মনগড়া বাহানবাহী। মুহাম্মদ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্হু অদীকার করার জন্য তারা এ বাহানবাহী আপ্রত্যে ছিলেন। কিন্তু এদের সত্য বিস্তারিত এর চাইতেও বড় প্রমাণ রয়েছে। বনী ইসরায়েলের মধ্যেও এমন কোন কোন নদী ছিলেন যা এ অগ্রিম কুরআনীর মুফতিয়া দেখিয়েছিলেন; কিন্তু এরপরও এ পেশাদার অপরাধী লোকেরা তাদেরকে হত্যা করতে দিতে করেন। দৃষ্টান্ত স্বরাপ হয়তো ইসরায়েলের কথা বলা যায়। বাইবেলে তার সম্পর্ক বলা হয়েছে । তিনি বা'ল পুরাতনের চালিয়ে দিয়ে বলেন, সাধারণ লোকের সমাবেশে তোমরা একটি পর কুবরানী করবে এবং আমি একটি পর কুবরানী করবো, অনেক অংশের যার কুবরানী যেখানে ফেলে সেই সত্যের প্রপ্রতিষ্ঠা বল প্রমাণ করব। কাজেই একটি বিপুল জনসমাবেশে এ মোকাবিয়াটি আসে। আদাষু আদাষু হয়তো ইসরায়েলের কুবরানী যেখানে ফেলে। কিন্তু এরপরও ইসরায়েলী বাদশাহ বাবু পুরাতনী কথা হয়তো ইসরায়েলের শক্তি হয়ে যায়। বৈশ্বিক বাদশাহ নিজের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করতে উদ্দেশ্য হয়। ফলে বাধা হয় তাঁকে দেশ তাগে বাদ দিয়ে সাইনা উপন্যাসের পার্থক্য অনুপস্থিত আশ্রয় নিতে হয়। (১) রাজাবাল ১৮ ও ১৯ এ জন্য বলা হয়েছে । তহে সত্যের দুমার এলাকার। তোমার কোন মুখে আদৃশ্য কুবরানীর মুফতিয়া দেখিয়ে চাও না। যেখানে পাঘার এ মুফতিয়া দেখিয়েছিলেন, তোমার কি তাদেরকে হত্যা করতে হয়েছিল?

১৩০। অর্থাৎ এ দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন ফায়েরে তা ফালাফল দেখা যায় তাকেই যদি কোন বাকি আসল ও চূড়ান্ত ফালাফল বলে মনে করে এবং তারই ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা ও কল্যাণ-অকল্যাণের সিদ্ধাস্ত নিয়ে বলে, তাহলে সে আসলে মরাত্মক প্রতিষ্ঠার শিকার হবে। এখানে করা ওপর অনুগ্রহ ও নিয়মমত বর্ধিত হতে থাকলে তা থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আলাহের দাবীতে তার কামকালী গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে কোন বাকির ওপর বিদ্বেষ নেমে এলে এবং সে
ক্রমবর্ধিত আমি তাঁদের সাহায্য করছি। তাঁদের সাহায্য করছি কারণ তাঁদের জন্য আমি তাঁদের কাছে থাকি।

মহাকাশের মধ্যে নিকৃষ্ট হলে তা থেকে অনিবার্যভাবে ধারণা করা যাবে না যে, সে মিথ্যা হয়ে পড়িয়ে আছে এবং আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রাথমিক পর্যায়ের ফালফলগুলো চিরন্তন জীবনের পর্যায়ের চূড়ান্ত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। আর আসলে এ শেষ ফলাফলই নির্ভরের কথা।

১৩১. অতঃস্থলে তাদের গল্পগল্প, মিথ্যা দোষের হোক, বেহুলা কথকর্তা ও অপ্রত্যাহারের মোকাবিলায় অর্থের হয় তাদের এক্ষণকালে কোন কথা বলতে চান করে না, যা সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য।

১৩২. অতঃস্থলে তাদের কথা বলে যেন আগে আগে নয়। তাদের কথা বলে যেন আগে আগে নয়। তাদের কথা বলে যেন আগে আগে নয়। তাদের কথা বলে যেন আগে আগে নয়। তাদের কথা বলে যেন আগে আগে নয়।

যদি বিশ্লেষণের কথা বলা হয়, বাইবেলের বিশ্লেষ হলো তার উদ্দেশ্যে দেখা যায়। বিশ্লেষণের কথা বলা হয়, বাইবেলের বিশ্লেষ হলো তার উদ্দেশ্যে দেখা যায়।

বিশ্লেষণের কথা বলা হয়, বাইবেলের বিশ্লেষ হলো তার উদ্দেশ্যে দেখা যায়।
সূরা আলে ইমরান

২০ রস্তু

পৃথিবীতে আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাত্মক যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে জ্ঞান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহির্গত নির্দেশনাঃ ১৩৫ (তারা আপনার বলে একই বলে যে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অন্তর্বাক্য ও উদ্দেশ্যবিন্ধীভাবে সৃষ্টি করেন। কাজে ও নির্দিষ্ট কাজ করা থেকে তুমি পাক-পতিত ও মুক্ত। কাজেই তুমি প্রভু! জাহানারের আধা থেকে আমাদের রক্ষা করো। ১৩৬ তুমি যাবে জাহানারে ফেলে দিয়েছো, তাকে আসলে বড়ই লাভ ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং এহেন জালমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

সমস্ত করে সমস্ত তাত্ত্বিক প্রতিটি শব্দ তাদেরকে শোনাতে থাকবে। কিন্তু এরপরও আল্লাহর কিছু থেকে বনি ইসলামীরা দিনের পর দিন গাফিল হয়ে যেতে থাকে। এমনকি হযরত মুসার (আ) ইতিকালের সাতগুলি বর পর হাইকেলে সুলাইমানের গোলিয়ন এবং জেরুসালেমের ইহাদি শাসকেরা পর্যন্ত জানতেন না যে, তাদের কাছে তাত্ত্বিক নামের একটি কিছু আছে। (২-রাজাকী ২২ : ৬-১৩)

১৩৩. যেমন নিজেদের প্রশ্নের তারা একথা শুনতে চায় : তারা বড়ই মুহাম্মদি-পরেষ্টাগার, দীনদার, সাধু-সজ্জন, দীনের খাদেম, শরীয়াদের সাহায্যকারী, স্বাক্ষর, সুফী চরিত্রের লোক। অথচ তারা কিছুই নয়। অথচ নিজেদের পক্ষে এভাবে ঢেল পিটতে চায় : উমুম মহাময় অতি বড় তাজ্জি পুরুষ, জাতির বিশ্বত নেতা। তিনি নিজের একমেব প্রচেষ্টায় জাতির বিরাট খেদমত করছেন। অথচ আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৩৪. সূরীয় ভাষায় এখানে শেষ করা হয়েছে। তাই এ শেষাংশটির সম্পূর্ণ কেবল শব্দের আয়াতের সাথে নয় বরং সমস্ত সূরার মধ্যে তালিকা করেতে হবে। এ বক্তব্যটি বুদ্ধি হলে শিক্ষা করে সূরার তুলনাটি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পারা ৪৪
ঐফীমুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান

হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহবান করিয়েছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা নিজেদের রক্ষাকরে মেনে নাও। আমরা তার আহবান গ্রহণ করিয়েছি।১৩৭ কাজেই, হে আমাদের গ্রন্থ। আমরা গোপন করিয়ে তা মাফ করি দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎকৃত অচে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করি দাও এবং নেকে সবাদের সাথে আমাদের শেষ পরিপালন দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রসূলের মধ্যে তুমি যেসব ওয়াদা করিয়েছে আমাদের সাথে, সেগুলো পূর্ণ করিয়ে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাহুনার গর্তে ফেলি দিয়া না। নিসনেহে তুমি ওয়াদা খেলাফাকীর নও।১৩৮

১৩৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সে আল্লাহর প্রতি প্রার্থী না হয় এবং বিশ-জাহানের নিদর্শনসমূহ বিবেক-কৃত্তিহীন কল্যায়-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে গতির নিরন্তর ও পরবর্তীতের দৃষ্টিতে দেখে ও সে সময়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে প্রতিটি নিদর্শনের সাহায্যে অতি সঙ্কীর্ণ যথাস্থান ও মূল্যায়ন করা পূর্ণ হয়।

১৩৬. বিশ-জাহানের ব্যবহারকারণের গতির দৃষ্টিতে পরবর্তীতে করার পর এ সত্তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে যে, এটি পুরোপুরি একটি আন্তর্জাতিক ব্যবহার। মহান আল্লাহ তার যে সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিশ-জাহান কাজ করার ভায়ির মার্গ ও ইতিহাস দিয়েছেন এবং জান-বুদ্ধি ও সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মদ্যের পরিকল্পনার জন্য সম্পূর্ণ একটি বুদ্ধিবিশিষ্ট বর্তমান কর।

১৩৭. এভাবে এ পরবর্তীতে তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষ্ঠুর করে দেয় যে, এ বিশ এবং এর শুরু ও শেষ সময়ের নবি যে দৃষ্টির ও বিশ্বব্যাপী পেশ করেন এবং পুরো ক্ষেত্রে তিনি যে পথ দেখান তা একেবারেই সত্য।

১৩৮. অর্থাৎ উল্লাহ নিজের প্রতিষ্ঠাত্তিক পূর্ণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে তাদের কোন সম্ভব নেই। তবে যদি প্রকৃতি তাদের ওপর কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সমঝে যেতে হবে। তাই তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, এ প্রতিষ্ঠাত্তিকতা
বাদীতে তাদের হয় বললেন : "আমি তোমাদের কাছে কর্মকাও নাই করবো না। পূর্ব হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।" ১৩৯ কেঁজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভুলি তাগ' করতেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়ছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনটি আমি ফেলি করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাণ্ডে প্রেরণ করবো যার নীচে দিয়ে করণার্থে বায়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে। ১৪০

হে নবী! দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহ নাফরমান লোকদের চলাচলার যেন তোমাকে ধোকার ফেলে না দেয়। এটা নিষ্ঠুর করেক দিনের জীবনের সামনে আনন্দ ফুটি মাত্র। তাপনি এরা সবাই আহরামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে কারুকাজ হয়।

তাদের ব্যাপারে কার্যকর করা হোক এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রতিশোধ পূর্ণ করা হোক।

এ দুনিয়ায় নবীর ওপর ইমান আনার কারণ তারা কফিবের ঠোঁট-বিদুষের শিকার হয়েছে আবার কিরামতের দিনও যখন কফিবের সামনে তাদের অপমান ও লাভন গোষ্ঠে না হয়। কফিবের যেন সেদিন তাদের প্রতি এ ধরনের বিদুষণ নিক্ষেপ না করে যে, ইমান এনেও এদের কেনা ভালো হয় না। এ ধরনের পরিহিতির শিকার যখন তাদের না হতে হয়, এ আপার তারা গোষ্ঠ করে।

১৩৯. অর্থাৎ তোমরা সবাই মানুষ। আমার দৃষ্টিতে তোমরা সবাই সামন। আমার এখানে নারী-পুরুষ, চক্র-মানব, সাদা-কালো ও বড়-ছেলের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার
তাফ্তীমুল কুরআন

ইমানের মানুষকে আল্লাহর বিরুদ্ধে অপেক্ষা করে না।

বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের বর্কে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন সব বাণ্ডান রয়েছে, যার নিচে দিয়ে বাণ্ডানার বয়ে চলেছে। সেখানে তারা চিনিয়ে থাকে।

হে ইমানদারগণ! সবারের পথ অবলম্বন করুন, বাতিলপ্রদীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাস।

ক্ষেত্রে কোন তিন নীতি এবং তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে নির্দেশ করার সময় আলাদা আলাদা মানদণ্ড করে না।

১৪০। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন অমুসলিম নবী সাহীব আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এসে বলেন: মুসা নবী আসামা' (যেলোকিক লাহী) ও উজ্জুল হত এসেছিলেন। ইসা নবী অবশ্যই দৃষ্টিকোণ ফিরিয়ে দিতেন এবং কৃষ্ণের জাতিকে নিরাময় করতেন। অন্যান্য নবীরাও কিছু না কিছু মুখ্যতা এনেছিলেন। আপনি কি এনেছেন?
একথার জবাবে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রুকু'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো তুলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে বলেন, আমি এগুলো এনেছি।

১৪১। কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে সাবরা এর দু’টি অর্থ হয়। এক, কাফেরেরা তাকে কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর আঁতা সমর্পণ রাখার জন্য যে ধরনের কটু দৃঢ়তা করছে তোমরা তাদের মোকাবিলায় তাদের চাটেও বেশী দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাও। দুই, তাদের মোকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা অবিচলতা ও মজবুতী দেখার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।
নাফিল হওয়ার সময়-কাল ও বিষয়বস্তু

এ সূরাটি কয়েকটি কাখণ্ডের সমষ্টি। সন্ধ্যা তৃতীয় হিজরির শেষ দিকে থেকে নিষে
চতুর্থ হিজরির শেষের দিকে থেকে অথবা পঞ্চম হিজরির প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে
বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাফিল হয়। যদিও নিদর্শ করে বলা যায় না, কোন আয়াত
থেকে কোন আয়াতের পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাফিল হয়েছিল এবং তার
নাফিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও
এমন সব ইঙ্গিত দেয় যে এরা সহজেই রেওয়ায়ত থেকে আমরা তাদের নাফিলের
তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইঙ্গিত সরবরাহ করে
ভাষণগুলোর মোটমুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।

যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্দন ও এতিমের অধিকার সরবরাহ করে বিধায়সমূহ
ওয়াহ ওয়াহের পর নাফিল হয়। তবে সময় জন মুসলিমান শীঘ্র হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। এ ঘটনাটির
ফলে মদিনার হেতু জনবলতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধক শূন্য বিদ্যমান হয়েছিল। 

যাতে রিকার্ত যুদ্ধের নামায (মুখ্য চেন্স অবহেলা নামায পড়া) পড়া রেওয়ায়ত
আমরা হানিদে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরির সম্পন্ন হয়। তাই এখানে অনুমান করা
যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকু) এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরি
কাছাকাছি সময়ে নাফিল হয়ে থাকে।

চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাঝে মদিনার থেকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী নিয়রকে বনী

যাতে বাণিজ্যের ইহুদীদেরকে এ মর্যাদা সমর্পণ করে তাদের তোমাদের চেয়ে বেশি হয়েছিল যে,
”আমি তোমাদের চেয়ে বিচর্চিত করে প্রচুর দিকে ফিরিয়ে দেবার অপেক্ষা ইমান আনি।”
সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাফিল হয়েছিল বলে শত্রুতাশীল অনুমান করা যেতে
পারে।

বনী মুস্তফাবিদের যুদ্ধের সময় পালিত না পাওয়ার কারণে তায়ামুরের অনুমতি দেয়
হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরির সম্পন্ন হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম
রুকু) তায়ামুরের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এ সময়েই নাফিল হয়েছিল মনে করতে
হবে।
শালিক হওয়ার কারণ ও আলোচনায় বিষয়

এসবে সামাজিক পর্যায়ে সূরাতি শালিক হওয়ার সম্ভাবনা কাল জনার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একাধার দৃষ্টি বৃদ্ধিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরাতি আলোচনা বিষয় অনুসরণ করা সহজসাধারণ হবে।

নবী সালাহাহ আলাহী ওয়া সালামের সামনে সে সময় যেমন কাছ ছিল সেখানেকরা তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সামাজিক সংগঠনের কর্মী সাধন। হিজরাতের পরপরই মেদিনা তাইয়েরা এবং তাদের শাসনের এলাকায় এ সামাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ছবিটির জাহেরছাতায় পুনরায় পণ্ডি

র্নর্ন নির্দিষ্ট, তামালুন, সামাজিক, অন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রাপ্ত করে কর্মকাত্যায়ন অনিবার্য হয়েছিল। ডিই, আরবের মূল্যায়ন সংস্কার, ইহুদী গেজেতিজও মুসলমানদের সক্রান্তি বিবাদিত শিক্ষাগত সাধনের সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা আমার রাখা। তিনি, এ বিবাদী শিক্ষাকর্মের সর্বাধিক উপলক্ষ করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে এবং এ জন্য আরো নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিবাদীর আশন প্রতিষ্ঠিত কর। এ সময় আলহাফ রক্ষা করে যতগুলো ভাষণ অব্যাহত হয়, যা সবই এই তিনটি বিবাদের সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বস্তুতে এ সমাজ ব্যবহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবহেলা যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়াজন ছিল সূরা বাক্যায় সেখানে প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সামাজ আমদের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কোথায় এখানে আমাদের নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়াজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়াজন পূর্ব করার জন্য সূরা নিসার এ আমাদের মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী প্রতিষ্ঠাত তাদের সামাজিক জীবনধারার সংস্কার ও সক্রান্ত সাধন করতে পারে তা আমার বিবাদিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবাদ গৃহের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পত্রের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা বিষয়ে পাড়ি দেয়া হয়েছে। মীরাস বেলার নির্মত-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অন্তর্জাতিক লেনদেন পরিকল্পনা করা যায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঘরোয়া বিবাদ মিলিত পদ্ধতি প্রদত্ত ছিলো প্রাণচুল্লি। অপারাধিক দর্শনের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের ওপর বিঙ্গ-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহার ও পার্থিবত অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আলহাফ ও বাদার সাথে একজন সং ও সত্যাঙ্গ মানুষের কর্মসূচি কেমন হবে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংঠন-শুঙ্গল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি বিভাগের নীতিকৃত, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনিষ্ঠা বিশ্বেষণ করে মুসলমানদের সংক্রান্ত চলো যে অনুসরণ করা চলে যে বিষয় থাকে। মুসলমানদের কর্মনিষ্ঠা সমালোচনা করে যথার্থ ও স্বতঃমনোভাব এবং ইমাম ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চলো পুনর্গুরু উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম বিবাদী শিক্ষার সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহেদে যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিহিত সৃষ্টি করছিল। ওহেদের পরাজয় আমাদের মূর্তিকৃত সংঘটন, ইহুদী

পারা ৫ ৪
তাফসীমুল কুরআন

ফাতীহের ধর্ম বিশ্বাস তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবাইকে যাত্রায় মাঝে মাঝে মুসলমানদেরকে বিশেষ জ্ঞান দিয়ে মোকাবিলায় উদ্ধৃত করেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধব্যাপার কাজ করার জন্য তাদেরকে বিনাশ করার ব্যাপারটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। মদিনায় মুনাফিক ও দূর্বল সাহারার লোকদের সব রকমের তীব্র ও অধিকার ধর্ম ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি ধর্ম দায়িত্বের কাছে উদ্যোগ দিয়ে এবং কোন ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তাঁ প্রচার করার ওপর নিষেধা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মুসলমানদের বার্বার যুদ্ধে ও নেশ অভিযানে মেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অভিযান করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমারা পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ও পাওয়া দূরের জন্য তাদের তামাম করার অনুমতি দেয়া হয়। এ ছাড় ও এ অবস্থায় সেখানে নামায় সংকেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাঝার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওয়া (৭য়মণ্ডলীন নামায়) পড়ার প্রতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরের বিভিন্ন এলাকায় বেসব মুসলমান কাঁদের গোটাজিনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় খুবঝে বন্ধুকে পড়া যেতো, তাদের বাগানটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক শেষের পেরিয়ানির কারণ। এ বাগানের একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নিদেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকে সবিধানের মধ্যে মুক্তিগ্রহণ করে দাঁড়িয়ে আসতে হতে উদ্ধৃত করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বুনি নাইরের মনোভাব ও কার্যক্ষমতা অর্জন বিশ্বাসলীকৃতি ও অপূুসারণ হয়ে পড়েছে। তারা সব রকমের চুক্তি খোলাখুলি বিলুপ্তরোধ করে ইসলামের শর্তের সাথে সহযোগিতা করত এবং মদিনায় মুহাম্মদ সালাতুল আলাইহি ওয়া সালাম ও তার লেখের স্বরূপে মুহাম্মদের জন্য বিশেষ হতে থাকে। তাদের এর কার্যকরের সমন্বয় সমালোচনা করা হয় এবং ফুট্ফুট ভাবায় তাদেরকে সর্বমূল্য সতর্কতা গৃহীত হয় এরপ্রয়োগ মদিনায় থেকে তাদের বিশিষ্ট কাজটি সমাজ করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপর্যায অবসর করে। কোনো ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোনো ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সমস্ত কোনো হার্ড নিষেধ করে মুসলমানদের পক্ষে সমর্পণ ছিল না। তাই এর সময়ে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোনো ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোটাজিনের সাথে মুসলমানদের কোনো ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুপ্রস্তু করে বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের নিষেধের চরিত্রের ক্রম্যাঙ্কি করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সময় সংবর্ধন এ দৈনিক দলটি একমত নিজের উত্তর দেন ভর্তি চরিত্র বলেই অজ্ঞাতের করে সকল ছিল। এ ছাড়া তাঁর জন্য অযোগ্যতার আর কোনো উপায় ছিল না। তাই
মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন দুর্বলতা দেখা নিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটি এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিবারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভাষা ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।
যাইহুক নাস আত্মা নিয়মে মনিমো সৃষ্টি হলকে শ্রেষ্ঠ অঙ্কিত ও লেখা লিখিত আল্লাহ তোমাদের নামে আত্মা তুমি আমাদের প্রতি নিয়ম ও ভবিষ্যতের লেখা।

সেই আল্লাহ যার নাম তোমাদের নিয়মকারী কাজ হতে থাকে এবং কথা নিয়মে তোমাদের নিয়ম ও সম্পদ বিনিয়োগ করা থাকে বিষয় হতে বিষয় থাকে নিয়ম তোমাদের আমাদের পর কাঠ নজর রেখে আছেন।

তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করে না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে প্রাস করে না। এটা মহাপাপ।

১. যেহেতু সমার্থের দিকের আযাতগুলোতে মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারিস্থিতিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নতি ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে তৃষিত ফার্ড হয়েছে। একদিকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে অন্তরিক্ষ জন্য জোর তাকে করা হয় এবং অন্যদিকে তাদের মনের মধ্যে পৌঁছে যেতে হয় যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং মহাকাল ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকের অংশ।
আর যদি তোমরা এতের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফি করার ব্যাপারে ভয় করে, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো। ৪ কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আঘাত করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো। ৫ অথবা তোমাদের অধিকারে সেসব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো। ৬ বেইনসাফির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অধিকতর সুষ্ঠ পদ্ধতি।

"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে।" অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত কুরআন নিজেই এ ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হারত আলাইহিস সালাম। তার থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিদ্যমান লাগতে।

"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়।" এ বিষয়টির বিস্তারিত অন্ত আমাদের কাছে নেই। সাধারণত কুরআনের তাফসীরকারণ যা বর্ণনা করে এবং বাইবেল যা বিবর্তিত হচ্ছে তা হচ্ছে নির্মাণ: আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাম্মুড়ে আর একটি বিষয়কিতাবে বলা হচ্ছে: ডান দিকের তৃণগুলো হাওয়া থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু কুরআন মহীন এ ব্যাখ্যা নীরব। আর এর সপক্ষে যে হয়সিটি পেয়ে হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কিছু কথাটিকে অনুসারে বাবার সুখে ও অপর রেখেছেন কেমন রেখে এই বিস্তারিত অবস্থা জানায় জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।

২. অর্থাৎ যতদিন তারা শিখ ও নাবালগ থাকে ততদিন তাদের ধন-সম্পদ তাদের স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করে। আর কোনও ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর তাদের হক তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।

৩. একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর একটি অর্থ হচ্ছে, হালালের পরিবর্তে হারাম উপাধিত করা না এবং দীর্ঘ অর্থহীন হচ্ছে, এতের মাঝারী সম্পদ সম্পদ বদল করা না।

৪. মুকাসুরগান এর ইচ্ছিত অর্থ বর্ণনা করেছেন:

এক: হতর আরেশা রাজিরাজন অনন্য এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ৫ হারিয়ে যেসব এতিম মেয়ে লোকের অভিজ্ঞতাভূমিক থাকতে তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে অথবা তাদের ব্যাপারে তো উন্নয়ন করার কেউ নেই, যেখানে ইচ্ছা তাদের দাবিদে রাখা।
যাবে—এই ধারণার বস্তুত হয়ে অনেক অভিলাষক নিজেরই তাদেরকে বিয়ে করতো, তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমারা যদি আস্তিক করে যে তাদের সাথে ইসলাম করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ রুকুর প্রথম আয়াটটি এ বাখ্যা সমর্থন করে।

দুইয়ে হয়ত আবদুর্রাজ ইবনে অবরাস রাদিয়াল্লাহ আনু ও তাঁর ছাত্র ইসলামা এর বাখ্যা বলেছেনঃ আলাহী যুগে স্ত্রী প্রথার ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমায় ছিল না। এক একজনের লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীর সংখ্যার কারণে সংসার ক্ষত বেড়ে যেতে। তখন বাধা হয়ে তারা নিজেদের অতিথি ও ভজীরের এবং অন্যান্য অসহায় আদিমদের অধিকারের দিকে হাত বাঁড়ে যাতে। এ করার ফলে আধা বিয়ের জন্য চারটির সীমায় নিঃসীমতি করে নির্দেশ দিয়েছেন। জুলুম ও বেইসালী থেকে ৬টি পথ এই যে, এক থেকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী প্রথার কারণে যেতে তাদের সাথে সুষ্ঠুতার কারণে পার।

তিনয়ে সাইদ ইবনে জুমারিয়ে, কাদায়াত এবং অন্যান্য কোন কোন মুসলিম বলেনঃ একইবিধ সাথে বেইসালী করাকে আলাহী যুগে লোকোও সুন্দর দেখতে না। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইসলাম ও নায়ন্ত্রিক কোন ধরণভেগ তাদের মনে স্থান পায়নি। তারা যতগুলো ইসলাম বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম-অভাবচ্ছে ইসলাম মতো। মেয়েদের ব্যাপারে দেখতে যে, যদি তোমার একজনের ওপর জুলুম ও বেইসালী করতে অগ্রে করা থাকা, তাহলে মেয়েদের সাথে উপনিসালী করার ব্যাপারে ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশী বিয়ে করে না। তার চারের সংখ্যার মধ্যে সেই কয়েকজনের স্ত্রী হিসেবে প্রথাগুলো প্রথাতে পারবে যাদের সাথে ইসলাম করতে পারবে।

আয়াতের শব্দকীণে এমনভাবে প্রাধিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এমনকি একটি সংখ্যা আয়াটটির এ তিনটির অন্যান্য যদি এখানে উদ্দেশ্য হয় থাকে, তাহলে আর আর দুটি কিছুতেই নেই। এ ছাড়া এ আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ এককের সাথে যেখানে ইসলাম না করতে পারা তাহলে মেয়ের সাথে একটি পিতা সৃষ্টি রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো।

৫. এ আয়াতের ওপর মুসলিম সমাজের 'ইইমাম' অনুস্মরি করছেন। তাঁর বলন, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে নেরা হয়েছে এবং একই সংখ্যা এক বাতিক চরজনের বেশী স্ত্রীর মাথায় নিঃসীমতি করা হয়েছে। হামাদ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হামাদে বলা হয়েছেঃ যাদের প্রথম গাইনানের ইসলাম গ্রহণ করে নিজে স্ত্রী ছিল। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চরজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি চারজনকে তালাক দেবার নিষেধ দেন। এভাবে আর এক বাতিকের (নওফল ইবনে মুজাবিয়া) ছিল প্রচলন ছিল। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হয়ে দেন।

এ ছাড়াও এ আয়াতে একদিক স্ত্রীর রাখার বৈধতাকে ইসলাম ও নায়ন্ত্রিক ব্যবহারের সমর্থ সমাপক করা হয়েছে। যে বাতিক ইসলাম ও নায়ন্ত্রিকতার শীর্ষ পূর্ণ না করে একদিক স্ত্রীর রাখার বৈধতাকে সুন্দর ব্যবহার করে তা মূলত আলাহ তাঁর সাথে প্রতাপ করে। যে স্ত্রী।
মানুষ সমুদায়কে চূরি করে না মৃত্যু হলে অশেখাি শীঘ্রই শেষ হয়।

আর আমাদের সাথে (ফরয় মন করে) তোমাদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানাদে তা খেতে পারে।

আর তোমাদের যে ধন-সম্পদকে আদায় তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিবর্তিত করছেন, তা নির্বাচিত হতে তুলে দিয়া না। তবে তাদের খাওয়া পারার ব্যবস্থা করু এবং সদূপদেশ দাও।

বা যেসব তৈরী সাথে নে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের অভিযোগ জনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কেন কেন লোক পান্ডভবাসীদের চূরিবান্দী ধার-ধারার প্রভাবে আড়াই ও পরাজিত মনের নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা কর তবে যে, একাধিক বিন্দুর পতন (যা অসাধারণ হৃদয়ের দৃষ্টিকোণে একটি ধারাপতন) বিলুপ্ত করে দেয় কুরআনের আল্লাহ উদ্দেশ্য।

কিন্তু সমাচারে এ পতনের হৃদয় বিষয়ক প্রচলনের কারণে এর ওপর কেবলমাত্র বিক্রিয়ার আরোপ করিম হয়েছে এবং এ ধরনের কথারাত্রি মূলত নিষ্কাশন সমাধির সত্ত্বেও ফালাক্ষা হয়ে কিছুই নয়।

একাধিক ক্ষুদ্রতাকে মূল্যতারকে অনিদ্রক মন করা কোনকালেই সঠিক হতে পারে না যার কারণ কেন-কোন অবহ্যাত এটি একটি নৈতিক ও আদ্যাপদ্য প্রয়োজন পরিবর্তিত হয়।

এর অনুমোদন না থাকে তাহলে যারা এক ত্রুটি হতে পারে না তারা বিশেষ সীমানার বাইরে এবং যেন বিশ্বাস করে তৎপর হয়।

নির্দেশ সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার মধ্যে যে অনিধি সাধিত হবে তা হবে একাধিক ত্রুটিকে অনিদ্রক এর চাইতে অনেক বেশি।

তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভূত করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমোদন দিয়েছে। তবে যারা মৃত্যুতারকে একাধিক বিন্দুকে একটি অনিদ্রকতার মন করেন তাদেরকে অনেক এইভাবে দেখা হয়েছে যে তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিষাদ করতে পারেন এবং একে বিরুদ্ধ করার পরাধার দিতে পারেন কিছু নিজেদের মন্দার্র রায়কে অনর্থ কুরআনের রায়ে বলে যোগ্য করার কেন অধিকার তাদের নেই।

কারণ কুরআন সুষ্পষ্ট ও স্বাভাবিক ভাবে একে বৈধ যোগ্য করেছে। ইশারা ইহুদিয়ে এর নিয়মও এমন একটি শাস্ত্র ব্যবহার করেন, যে থেকে বুঝা যায় যে, এর পথ বদন করতে চায়। (আরো বেশী জানার জন্য আমার "সুলাতের আইনগত মহাদের" প্রথিত পাঠার)
ওবেস্তলোয়ালাইন্তি হতি এডা বলগুলা বিনাক্ষ ফান ইস্তেম রেদা দেফায় এলিথার আম মামরার তত্তাকো ইস্তাফ ও প্যারাগার্ড য়িটকুরাতা ও কাঁশিনগুলো ফ্লোইসেন্থিফ ও মেন ফ্যাক্টোর্যা নিয়াকাল পেলসাফোরোগল দেফায় দেফায় এলিথার আম মামরার ফ্যাক্টোর্যা উল্লম্ব হোকে য়িলি হ্যাসোর টি জর্জিয়াল নিষিপ মূটার্ক ও বালেন ও লাকরো ও লাকরো নিষিপ মূটার্ক ও পরাঙ্ক বালেন।

য়াতি মঠ নতুন নিয়মে ফ্যাক্টোরোগল।

আর এখলেদির পরিকাঠ করতে থাকা, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়। তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগতার সরকার পার, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোদল করার দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি যেখানে ফেলো না। এখলেদির যে অভিলাষ সম্পদশালী হবে সে যেন পরেজেগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে যে যেন চুলিটি পদ্ধতিতে খায়। তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোদল করতে যাবে তখন তাদের লোকদেরকে সাফী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

মা-বাপ ও আত্মীয়-বন্ধনরা যে ধন-সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর নেনেদেরও অংশ রয়েছে সেই ধন-সম্পত্তিতে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-বন্ধনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশি। এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।

৬. এখানে মীরন্দাসী রুখানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী যুত্তবদিনী হিসেবে আসে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সরকার পরিবারের বাড়িতে মহিলাকে বিয়ে করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে একজন যুত্তবদিনী হিসেবে অনিতি বদলিয়ে বিয়ে করা। সামনের দিকে চতুর্দশ রুক্তে একবার বলা হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের একাধিক কী প্রয়োজন হয়ে
পড়া এবং সর্বনাম পরিবারের স্বার্থ মেয়েদের বিয়ে করলে তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তাদের মেয়েদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে, তাই তাদের ক্রিয়াশীলতারপক্ষে গ্রহণ করা। কারণ তাদের বাণিজ্য তুলনামূলকভাবে কম দারিদ্র আসবে। (সাধারণ দিকে সমস্ত ক্রিয়াশীলতার বিজ্ঞান সম্পর্কে আসো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

7. হযরত উমর রাদিদিলাল আল্লাহ ও কাহী গৌহইর ফয়সালা হচ্ছে। যদি কেনা স্বীকার করেন না, তাহলে তাদের প্রতি সম্পূর্ণ মহিলার মত করে দেয়। এবং তার অবিশেষ মাফ করে দেয় এবং তার আবার তা দাবি করে। তাই তার আদায় করার জন্য স্বামীকে বাছা করে হবে। কোন তার দাবি করাই একে প্রমাণ করতে যে, তার নিজের উপরে মহিলার সমৃদ্ধি অথবা তার অতিবিশেষ হাতে রাখা নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানান যত আমার স্বামী-স্ত্রীর অধিকার” বইটির ‘মহিলার’ অংশটি পড়ান)।

8. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উমরকে একটি পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে একটি হয়েছে। অর্থের প্রণালীর একটি মাধ্যমে। যে কোন অবস্থাতেই তা এমন ধরনের অন্যতম নির্দেশ প্রকাশ হবে যে তার ইসলাম পরিধানক্রম চূড়ান্ত নয়, যার এক সময়ের প্রতিগল্প ব্যবহারের মাধ্যমে তামাদুন্দি ও অধিনৈত ব্যবহারের এবং শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবহারকে ধরার পথে নিয়ে যায়। কোন বাড়ির নিজের সম্পদের জন্য তার মালিকাবাড়ি অধিকার থাকের দিকে। কিন্তু তা এই সময়ের সীমাবদ্ধ নয়, যদি তার সঙ্গে অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ইসলাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক বিপর্যয় থেকে দেয় তার কাছেতে তার কাছেতে তার অধিকার রূপে যত যন্ত্র করার দ্বারা না। মানুষের জীবন ব্যাপারের প্রধানতায় সামাজিক চাহিদা অপরিধান পূর্ণতা হবে।

তবে মালিকানা অধিকারের অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপরিধান এ বিদ্যা-নিদর্শ আরোপিত হবে যার উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তামাদুন্দি জীবন এবং সামাজিক অধিনৈত জন্য সূচক তত্ত্ব হতে পারে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক সমাজের মালিকানা শুধু পরিসেবা এদিকে অপরিধান নাগরিক রূপে হবে যে, নিজের সম্পদ সে যার হয়ে সোণ করে যে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর যুদ্ধের পরিসেবা এটা ইসলাম রাষ্ট্রের সূচক তত্ত্ব হয় হবে যে, যুদ্ধের সম্পদ ভ্রাতা যোগ্যতা রাখে না অথবা যার অন্তর্গত মালিকানা দায়িত্ব ব্যবহার করে, তাদের ধন বিনাশের সে নিজের পরিচালনায়নে নিয়ে নেয় এবং তাদের জীবন নিবারণের জন্য প্রযোজনীয় সামাজিক ব্যবহার করে দেয়।

9. অর্থাৎ যখন তারা সাবলক্ষ্য হয়ে যেতে থাকে যেন তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি পর্যায়ে বিকশিত হয়ে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়বস্তু আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্থন কর্মে দেয় তাকে তীব্র পর্যালোচনার দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

10. ধন - সম্পদ তাদের হাতে সোণ করার জন্য সুর্যের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সাবলক্ষ্য তার প্রিয়তার যোগ্যতা, অর্থাৎ অর্থ - সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। - প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উগ্রতার ক্ষুদ্রহ্ন্য একমাত্র। দিব্যরী শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহমতুভাবি আলাইহির মত হচ্ছে এই যে, সাবলক্ষ্য হবার পর যদি ঐ ঐতিহ্যের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবকে সর্বাধিক
ওয়াছো! আশীর্বাদ আপনার কাছে আসছে বিশ্বাস ও প্রয়োজন এবং অগ্রগণ্য মাঝে মাঝে মাঝে আসছে।

ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাঁচারার সময় আত্মীয়-বন্ধন, এতিম ও মিসরিনরা এলে তাদেরকেও তাদের সময়ের লোকেরা কথা বলে।

লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সত্তার পিছনে ছেড়ে যেতে দেয়া, তাহলে মরার সময় নিজেদের সত্তার ব্যাপারে তাদের কর্তব্য না আরাম্য হতো। কাজেই তাদের আশারকে ভয় করা ও নায়সংগত কথা বলা উচিত। যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা অগ্নি দিয়ে নিজেদের পেট পুরন করে এবং তাদেরকে অবশ্য জাহাজের মুখে অগ্নি ফেলে দেয়া হবে।

আরো সাত বছর পর্যন্ত অশেষ্ট করতে হবে। তারপর 'যোগতা' পাওয়া যাক বা না যাক সর্বস্ববাহী এতিমকে তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেই রাহমাহমুখারাহর মতে ধন-সম্পদ এতিমের হাতে সোপ করার জন্য অবশ্য 'যোগতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সকলকে এদের মত এ ব্যাপার শরীয়তের বিষয়সমূহের ফায়ারলাকারী কারাদার শর্যপাপ হওয়াই অভিজ্ঞতার অস্তিত্বী যুক্তত্ব। যদি কাজের সামনে একথা সুষ্ক হয় যাতে যে, সম্পর্ক এতিমের মধ্যে যোগতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখতুনার জন্য তিনি নিজেই কোন তালা ব্যবহার করবেন।

১১. অর্থাৎ সম্পত্তি দেখতুনার বিনিময়ে নিজের পারিষমিক ঠক তত্ত্বক পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে যত্ত্বক গ্রহণ করকে একজন নিরপেক্ষ ও মূর্ববোধক ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিষমিক হিসেবে সে তত্ত্বক গ্রহণ করবে, তা গোপনে গ্রহণ করবে না, বরং প্রকাশে নিয়ন্ত্রিত করে গ্রহণ করবে এবং তার হিসেবে রাখবে।

পারা ৪ ৪
তোমাদের সমানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ৪।

পূর্বদের অংশ দ্বিজ মেয়ের সমান। ১৫ যদি (মৃতের ওয়ারিস) দু'জনের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিতাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। ১৬

আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিস হয়, তাহলে পরিতাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার।

যদি মৃত বাচ্চির স্বামী থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রতেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। ১৭

আর যদি তার স্বামী না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের একভাগ দিতে হবে। ১৮

যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা হয় ভাগের একভাগ পাবে। ১৯

(এ সমস্ত অংশ বর করতে হবে) মৃত বাচ্চি যে অনিষ্ঠায় করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে অংশ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। ২০

তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সম্পত্তির মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এমন অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্য সকল সত্য জানেন এবং সকল কাজের মধ্যে ব্যবহৃত সম্পত্তি অবগত আছেন। ২১

পারা: ৪
১২. আযাতে সুপ্রিমাবাবে পার্থি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেও অথবার। সুইয়া, যত কাহাঁই হেক না কেন মীরাস অথবা বাঁটিত হয়ে হবে। একন কি মূত বাঁক যদি একাধিক শারীরিকের জেরে হবে এবং তার দানাণ্ড ওয়ারিস থাকে, তাহলে তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একাধিক ওয়ারিস অধিকরের ঠেকে যদি তার অংশ করে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিনি, এ আযাত থেকে একাধিক সুপ্রিম হয়েছে যে মীরাসের বিধান স্বাভাবিক-স্বাধীন, কৃষ্ণশিণী বা অন্য যেোন কোন সম্পত্তি হেক না কেন সব সেই টুকরো জরী হবে। চারা, এ থেকে আনা যায় যে, মীরাসের অধিকার তারা সুষুষু হয় যখন মূত বাঁকি কোন সম্পত্তি রেখে মরা যায়।

পাঠ, এ থেকে এ বিধান নিষিদ্ধ হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপলক্ষিতে সূক্ষ্মতম আত্মীয় মীরাস লাভ করে না।

১৩. এখানে মূত বাঁকির ওয়ারিসদেরকে সমান করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মীরাস বটনের সময় নিকট ও দুরের অধিকাংশ, নিজের গোষ্ঠীর ও পরিবারের গর্ভে মিলসিল বাক্সারা এবং এতিম হেলেমে যারা সেখানে উপস্থিত থাকে, তাদের সাথে হুহারী বাহবার করে না। শ্রীয়তর বিধান যত মীরাসে তাদের অর্থে নেই ঠিকই কিছু একুশান্ত পরিচয় দিয়ে পরিবর্তন সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দিয়া দাও। সাধারণ যেহেতু এইরূপ সংকীর্ণতা বাক্সারা যে ধরনের হুদয়বিদারক আচরণ করে ও নির্ম কথাবার্তা বলে, তাদের সাথে তেমনটি করা না।

১৪. হয়তো বলি হয়েছে, হওহাদ যুক্তর পর হয়তো সার ইবনে রুমিন শ্রী তার দুপথ শীঘ্র সাতক্ষেক্ষেকে নিয়ে নবী সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের সময়ে হারিয়েছে।

তিনি বলেন, "হে আযাতর রসূল। এরা সাদা মেয়ে, এরা তার বাপের অপনার সাথে হওহাদ যুক্তর যুক্তর সালামের সাথে হারিয়েছে। এদের ব্যাপারের বার্তা করুন আমার আযাতরাপীর করে নিয়ে এই বিষয়ে একটি দাও রাখেনী। এখন কবল, কে এ সহায় সম্পত্তির মেয়েদেরকে বিয়ে করবে?" তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আযাত নালিয়েছে।

১৫. মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মূলীক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের বিয়ে। সুইয়া, পরিবারের বালিকা ক্ষেত্রে শ্রীয়ত পুরুষদের ওপর অন্তর্যামীর দাম্পত্রের বৈষ্ণব হয়ে উদার দিয়েছে এবং অনেকগুলো অধিকাংশের দাম্পত্র থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইসলামের সর্বাধিক।

১৬. দুটি মেয়ের ব্যাপারেও এই একুশ বিধান কার্যকর। অত্যন্ত কোন বাকির যদি কোন পুরুষতাত্ত্বিক না থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা স্তন্য, কন্যাদের স্তন্য দুই বা দুঃসাগরের পৌরুষ না কেন, তারা সাধা বিজ্ঞান সম্পত্তির তিন তাদের দুভাগ পাবে।

অবশ্যই তিনপাণিয়ের একাধিক অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বেতন করা হবে। কিছু যদি মূত বাকির পূর্বাভাস একটি উপর থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অতঃ বিকাশসম্পত্তি সবই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুষ্ঠিতে সেই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। অব যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাত থাকে, তাহলে তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে।
১৭. অর্থাৎ মৃত্যু বাণিজ্যের সমস্ত থাকলে তার বাণ-মা প্রত্যক্ষে ছয়দিনের একাকাল পাবে। আর সমস্ত যদি সবগজয় হয় কন্যা বা সবগজয় পুত্র অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাণি তিনোনের দুই দণ্ডে এ ওয়ারিসরা শরীক হবে।

১৮. বাণ-মা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাণি তিনোনের দুই দণ্ডে বাণি ও অন্যান্য ওয়ারিস শরীক হবে।

১৯. তাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনোনের এক দণ্ডের পরিবর্তে ছয় দণ্ডের একাকাল করে দেয়া হয়েছে। একজনে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় দণ্ডের এক ধরনের করে নেয়া হয়েছে তা বাণির অংশ দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাণির দায়িত্ব বেঁধে যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাণ-মা জীবিকা থাকলে তার তাই-বোনরা কোন অংশ পাবে না।

২০. অসিয়োভ বিষয়টি যেহেতু অংশের আগে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যক্ষ বাণির জন্য এই যে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়োভ করা তার জন্য একাকাল জীবন। তবে বিষয়টির সূচনার দিকে যিনি মৃত্যুতের পরিবর্তে ছয় দণ্ডের পরিবর্তে ছয় দণ্ডের একাকাল করে দেয়া হয়েছে। একজনে যদি মৃত্যুর পরিবর্তে ছয় দণ্ডের পরিবর্তে ছয় দণ্ডের একাকাল করে দেয়া হয়েছে তা হলো যে ভূমিজ থেকে যে মৃতের স্থান অসিয়োভের চাইতে অন্যটি। অর্থাৎ কোন বাণি যদি মৃত্যুর পরিবর্তে ছয় দণ্ডের পরিবর্তে ছয় দণ্ডের একাকাল করে দেয়া হয়েছে তাহলে পরবর্তী সময়ের পর তিনোনের সমস্ত পরিবর্তে ছয় দণ্ডের একাকাল করে দেয়া হয়েছে।}

---

তাফসির কুরআন

পতা ১৪

www.banglabookpdf.blogspot.com
ও‌ল‌ک‌র ৰী‌ফ‌ জাতীয় আরো জান, আর নিম্নতম ফল নয়। যদি তার কোনটির ফল নয়, তাহলে তার অংশের তোমরা পাবে। অন্য কোন মানুষের সত্তার ধারক যদি সত্যিই তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে সুরা তারা রেখে গেছে তা আদায় করার সময়, তাদের সম্পত্তির চার ভাগের একটি তোমাদের। আর তোমাদের সত্তার না ধারক তারা তোমাদের পরিবার সম্পত্তির চার ভাগের একটি ভাগ পাবে। অন্যায়ে তোমাদের সত্তার ধারক তোমাদের অসংখ্য পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া সুরা আদায় করার পর তারা সম্পত্তির আট ভাগের একটি ভাগ পাবে।

আর যদি পুরুষ বা কীলোকের (যার মীরাস সত্যিই হবে) সত্তার না থাকে এবং বাগ-মাও সুরা না থাকে কিন্তু এক তাই বা এক ভাগ থাকে, তাহলে তাই ও ভাগ প্রতিটিকেই হয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে তাই-ভাগ একজনের কোনোটি হলে সম্মান-পরিবার সম্পত্তির তিন ভাগের একটি তারা সবাই শরীক হবে, ২৩ যে অমৃত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে সুরা মৃত্যু ব্যত্য রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি-তা অমৃতকার না হয়। ২৪ এটি আদায়ের পক্ষ থেকে নির্দেশ, আর আদায়ের সর্বক, সর্বদশী ও সহিষ্ণু।

২১. মীরাসে আদায় প্রলক্ষ আইনের পৃথক তত্ত্ব উল্লেখ করতে যারা সত্ম নয়, এ বাগানের যারের জন অন্তর পরিবারী থেকে যারা নিজেদের অপরিদিক মৃত্যুর সাহায্য করা।
(তাদের জান অনুযায়ী) আল্লাহর এ আইনের কৃতি দুর করতে চায়, তাদেরকে এ জাদুর দেয়া হয়েছে।

২২. অবাঁচ একজন শীর্ষ হোক বা একাধিক তাদের যদি সত্যের থাকে তাহলে তারা আট ভাগের একাধারে এবং সত্যের না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে। আর এ চার ভাগের এক ভাগ মুভ তাদের এক ভাগ সকল শীর্ষের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হবে।

২৩. অফশুনটি হাজ ভাগের পাঁচ ভাগ বা তিন ভাগের দুই ভাগ থেকে অন্য কোন উনারিস থাকলে তার অন্তঃপাত। অনাথায় অফশুনটি ঐ সমস্ত সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি� অপসার করতে পারবে।

এ আয়াতের ব্যপারে মুসলমানদের 'ঈজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে মা-শরীক তাই-নোনের কথা বলা হয়েছে। অবাঁচ মুভের সাথে তার আত্মীয়তা কেলমাত্র মালের দিক থেকে এবং তাদের বাপ অল্পরা। আর সহোদর এবং বিধিমেয় তাই-নোনের ব্যপারে, মুভের সাথে বাপের দিক থেকে যাদের আত্মীয়তা, তাদের সম্পত্তি বিধান এ সুরের শেষের দিকে বিস্তৃত হয়েছে।

২৪. অফশুনটি যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার মাধ্যমে হকদার আত্মীয়দের হক নষ্ট হয়, তাহলে এ ধরনের অফশুনটি হয় কৃত্তিকায়। আর নিষ্ঠুর হকদারদেরকে বক্সিত করার উদ্দেশ্যে কোন বাণ্ডিক যখন অর্থক নিজের শপথ এমন কোন খগের মুভর্তি দেয়, যা সব উপকূলের নেয়ার, অথবা হকদারদের নীরএস থেকে বক্সিত করার লক্ষ্য এমনি কোন কুইটচ চলে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের খগের কৃত্তিকায় হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের কৃত্তিকায় বিভিন্নতার কৃত্তিকার গোনাহ গলা করা হয়েছে। তাই হৈদরে বলা হয়েছে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অন্যক কৃত্তিকায় গোনাহ তড়িৎ তোলা শব্দ এর (যে নিস্তল বাণ্ডিক বাপ-মামা জীবিত নেই) ব্যপারে মহান আল্লাহ বিশেষ করে এ উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, যে বাণ্ডিক সত্তারসী নেই তাদের বাপ-মাজী জীবিত নেই, তার মধ্যে সাধারণ নিজের সন্তান-সন্তান না করার প্রবণতা কোন না কোন উচ্চারণের মৌখিকরা বলা হচ্ছে উচ্চ এবং সে দুরবীহী আত্মীয়দেরকে তাদের অটিকার থেকে বক্সিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

২৫. আল্লাহর জানের কথা উচ্চারণ করার প্রচেষ্টা এখানে দুটি করণ রয়েছে। এক, যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাঠকৃত্তি থেকে বাচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ যে অপর যেকভে নিখরঙ্ক করেছেন তা এক্সেরেই নিল্লুল। করণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ তালা হাজম। এই সঙ্গে আল্লাহর তৈরি ও সহস্ত্রাণ ক্ষত্রঃ কথা বলার করণ হচ্ছে এই যে, এ আইন প্রবর্তন করার ব্যপারে আল্লাহ কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। বরং তিনি এমন নীতি-নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যে মনে চলা মানুষের জন্য অতভাজ সহস্থ ও এর ফলে মানুষের কোন কৃত্তি অথবা সংক্রান্ত মুখ্যায় হয়ে না।
ত্যাগ হউক আল্লাহ ও সে নিয়ে আল্লাহ ও রসূল তাজাতে গিয়ে যায় ।

এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে বাক্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত

করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাক্যের প্রবেশ করবেন, যার নিশ্চিত করার আগামির

প্রবাহিত হবে, সেখানে তাকে থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর

যে বাক্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরানিক করবে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখা

অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আওনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে

চিরকাল, আর তার অ্যানা রয়েছে লাভ ও অপমানজনক শান্তি।

২৫ক.

কবর আল্লাহ রচিত মীরাজ আইন পরিবর্তন করে অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর তিতার

অ্যানায় যে সমস্ত আইনগত সুষ্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন এগুলো তেকে ফেলে, তাদের

জন্য এ অ্যানায় চিন্তন অ্যানায়র তথা দেখানো হয়েছে। এ সকল দিয়ে এই একটি অগ্র

তটী সৃষ্টকরী অ্যানায়। কিন্তু কবর আইনের সাথে বলতে হবে, একমন মরাত্মক তটী

প্রদর্শন করার পর মুসলমানরা পুরুষপুরুষ ইহদের কায়দায় নির্দেশনা আল্লাহর আইন

পরিবর্তন সাধন করেন এবং তার সীমারেখা তেকে ফেলার দুরসহস্র দেখিয়ে দেখিয়েছে।

এ মীরাজ আইনের ব্যাপারে যে নাফরানি করা হবে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুষ্পষ্ট বিদ্রোহের

শাস্তি। কেবল মীরাজ কবর হ্রাস দেবে মীরাজ থেকে বৃষ্টি করা হয়েছে। কবরের

কবর মীরাজ মূল পর্যন্ত পরিহার করে মীরাজ বর্তমানের সাথে মীরাজ বর্তমানের

সমান করে দেয় হয়েছে। কবরে মীরাজের ও পুরুষদের অংশ

সমান করে দেয়। আর বর্তমানে এদের পুরুষ বিদ্রোহে সাথে নতুন আর একটি

বিদ্রোহ হয় হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্র পাঁচাতের নির্দেশে মৃত্যুত কর

(Death Duty) প্রবর্তন করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং সরকার মৃতের একজন

ওয়ারিয়র। তার অ্যানা নির্দেশ করতে নাউমিরিয়া আল্লাহ তুলে গিয়েছিলেন। অনেক

ইসলামী নীতির ভিত্তিতে মৃতের পরিবার সম্পত্তি সরকারের হাতে প্রেরণ একটাই মাত্র

পথ। আর তা হচ্ছে, মৃতের যদি কোন নিকটবর্তী বা মৃতের অন্তর্গত না থাকে, তাহলে তার

যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি Unclaimed Properties-এর মতো রাষ্ট্রের বাইতুলমালে

দাখিল হয়ে থাকে। অথবা মৃত বাক্য তার সম্পত্তির একটি অন্তর সরকারের নামে অর্থস্থান

করে গেলে সরকার তা পেতে পারে।
রুক্ত ৩

তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা বিভিন্নরকম করে তাদের বিশেষ। তোমাদের নিজস্ব মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসব। যারা চার জন সাক্ষী দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাঁর জন্য কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (দুঃখেদের) এতে লিহত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাদের কর্তৃত্ব এবং নিজস্ব সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড় তাওবা কামুকারী ও অনুহারীলী। ২৬

২৬. এ দুটি আযাতে যিনি যা বিভিন্নরকম শাস্তি বর্ণনা করে হচ্ছে। প্রথম আযাতটি শুধু যিনি বিনারায়ন মহিলা সম্পর্কে। সেখানে তার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয় অবশ্য না পাওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখো। দ্বিতীয় আযাতটিতে বিনারায়নী পুরুষ ও বিনারায়নী মহিলা উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের উভয়কে কোন করো। অর্থাৎ উভয়কে মারাত্মক, কোড়া তাদের ভারসাম্য ও নিন্দা করো এবং তাদেরকে লাল্চিত ও অপমানিত করো। যিনি সম্পর্কে এটা হল প্রাথমিক ধর্ম। পরবর্তী পর্যায়ে সুরা দুর্দশ আযাতের নাম হয়। সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দেয়া হয়। কথা হয়, তাদেরকে একাধা করে বেলাশীকে করো। এ শাস্তি সর্বাধিক নিমিত্তে যে কোন নিয়মত সরকারের অধীনে থাকতে এবং আদালতে আইনের অনুগত করতে অত্যন্ত ছিল না, তাই ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই একটি অপরাধ দণ্ডবিধি তৈরী করে তার সময় থেকে তাদের প্রশ্নের করা কোনক্রমের রুদ্ধিতারকে কাজ হতে না। মহাম আল্লাহ তাউরকে ধীরে ধীরে অপরাধ দণ্ডবিধিতে অত্যন্ত করার জন্য প্রথমে যিনি সম্পর্কিত এ শাস্তি নির্ধারণ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে বিনিময়, যিনি বিনাকার ও চূড়ি শাস্তি নিষ্কাশন করার। অথবা যে রূপে এটি অনুযায়ী দণ্ডবিধি বিলোপ করে আইন প্রণয়ন হয় এবং তা নবী সালাহারা আলাইহি ওয়া সালাম ও খোলাফার রাজনীতিদের শাসনমার্গে সময় ইসলামী রাজ্যের প্রায় ছিল।

এ আযাত দুটির বাণিজ্যিক পর্যায় কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার মূর্তীকে বিভাগ করেছে। তিনি মনে করেছেন, প্রথম আযাতটি নিবাল হচ্ছে বিরাহিত মহিলাদের জন্য
চরম হপোন তায়ালে অন্যান্য জানানো হয় সে ব্যক্তির পক্ষে তার বিরুদ্ধে আমি তার ভাগ্য গবেষণা করি।

তবে একথা জেনে রাখুন, আলোর কাছে তাওয়া কবুল হবার অধিকার এক মাত্র তারাই লাভ করে যারা অজতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতি দৃঢ় তাওয়া করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তার অনুগামীর দৃষ্টি নিবন্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জনীন ও সর্বশেষ। কিন্তু তাওয়া তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওয়া করামাধ। অনুরূপভাবে তাওয়া তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় গর্ভস্বরূপ কাজের থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তারা আমি যুক্তি দানকারী চাইতে চাইতে রেখেছি।

এবং দীর্ঘকাল আয়াটটি অবিচারিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। কিন্তু এটি একটি দূরল ব্যাখ্যা। এর সমর্থনে কোন শক্তির জন্যে দীর্ঘকাল নেই। আর এর চাইতেও দূরল ব্যাখ্যা লিখেছেন আবু মুসলিম ইসলামজ্ঞ। তিনি লিখেছেন, প্রথম আয়াটটি নারীর সাথে নারীর অবেক সম্পর্কে এবং দীর্ঘকাল আয়াটটি পুরুষের সাথে পুরুষের অবেক সম্পর্কে গ্রামে নিয়ম হয়েছে। বিষয়ের ব্যাপারে, আবু মুসলিমের নয় জনীন ও প্রতিষ্ঠিতে দ্বীপে কেন্দ্র করে এ স্তরটি অনুধাবন করতে অক্ষম হলে যে, কুরআন মানব জীবনের জন্য আইন ও নৈতিকতার রাজক্ষেত্র তৈরী করে। কুরআনের কেবলমাত্র এই সমস্ত বিষয়ের অনুমোদন করে বেগুড়া রাজপথে সংগঠিত হয়। গলিখ ও পারে চলার সুক পথের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং সেখানে যেসব হোহ্টেল এবং চীনাটনীর সময়। দৃষ্টি হয় সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো যেটেই শাশ্চর্যের উপযোগী নয়। কুরআন এ ধরনের বিষয় ও সমস্যাগুলকে ছেদে দিয়েছে ইতিহাসের চূড়ান্ত। ইতিহাসের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান নিয়ম করতে হবে। এ কারণেই দেখি যায় নবী সালাহাকে আলাহিত ও সালাহাকের পর যখন এ প্রথা দেখা দিল যে পুরুষের পুরুষের অবেক সম্পর্কের জন্য কি শাস্তি দেয়া যায়, তখন সাহায্যের মধ্য থেকে একজন করে সূরা নিয়ে এ আয়াটের মধ্যে এর বিধিন রয়েছে বলে মনে করেননি।
চৌদ্দমাসির অনুবাদ

ির্মুভারি যাহাতে নালু নালু রহ্মান তোমাদের বদল করো তোমাদের জন্য হলাস নয়। ২৮ আর তোমাদের যে মহীনা তোমাদের দিয়েছো তার কিছু অংশ তোমাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসং করাও তোমাদের জন্য হলাস নয়। তবে তারা যদি কোন সুষ্ণ চর্চাহীনতার কাজে লিখ হয় (তাহলে অবশ্য তোমাদের কষ্ট দেবার অবিশেষের হয়) ২৯ তাদের সাথে সঙ্গে জীবন যাপন করো। যদি তাদের তোমাদের কাছে অথবায় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমার পছন্দ করা না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছে।

২৭. তাহোবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাব করার পর বানার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রধান নাকফরহান ও অবধার হয়ে প্রভুর দিক থেকে যুক্ত ফিরিয়ে নিয়েছে যে এখন নিজের কার্যকলাপে অন্যতম। যে প্রভুর অনুগাত করার ও তার হকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাদার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের পর থেকে প্রভুর যে অনুগাত দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুনে করার প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছে। মহর্ষি আল্লাহ এ আরামে নিয়ে, আল্লাহ এখানে করার তাদের একটা সেই বাদার জন্য উন্মুক্ত রেখেছে, যারা ইচ্ছা করে নয় কি অন্তরাল করে ভুল করে বসে এবং চোখের পর থেকে অন্তরাল পর্যন্ত সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের তুলনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এমন বানার তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহর্ষি বলে অন্যদের দিকে ফিরে আসে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখে পাবে।

"আমার এ দরজার আশাবত্ত হয় না কারা,
শোকতাতে তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসে।"

কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে সাধা জীবন বেগুনকাষ্টাভেনে গোনাব করতে থাকে
তারপর ঠক যখন মূছের ফেরোপলা সামনে এসে দাজ্জায় তখন আল্লাহ কাঙ্ক ক্ষমা
চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোন তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই। এ বিষয়টিকে নবী সালীহ আলাইহি ওয়া সালাহ একটি হাসিমে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"আলাইহ তত্ত্বণ পর্যন্ত বাদার তাওবা করল করতে থাকেন তত্ত্বণ মুহুর্ত আলামত দেখা না দেয়।" কাল্পনিক সময় উচ্চন্তীর হবার এবং জীবন গ্রহণের সব পাতা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর কিরে আসার সুযোগটা বা কেনায়? এতাকে কৌতুক যখন কি কি অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরমতী জীবনের মহামায়া প্রবন্ধ করে নিজের চোখের সামনে বিরক্তি অর্জন করে, দুনিয়ার সে যখিনিহ তে এসেছিল এখন সেখানে আসার বায়ার তার সম্পূর্ণ বিপ্লবী, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই তা আর থাকে না।

২৮. এর জর্জ হচ্ছঁ, বামীর মুহুর্ত পর তার পরবারের লোকো। তার বিধানকে মীরাদী সম্পর্কি মনে করে তার অবিভাজ্য ও যোগাযোগ হয়ে না বেয়ে। বামীর মনে গেল স্ত্রী ইন্দত পালন করার পর স্ত্রীহিতায় যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিড় করতে পারে।

২৯. তাদের চরিত্রহীনতার শ্রম দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গৃহণ করবে, তাদের সম্পাদ লুট করে যাবার জন্য নয়।

৩০. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন কষ্ট থাকে যে জন্য স্ত্রীর তার অপহর করে তাহলে এ কেবল স্ত্রীর তত্ত্বণ হতাশ হয় তাকে পরিত্যাগ করতে উদাস হওয়া উচিত নয়। কৃত্তির সময় তাকে অবস্থা দৈহিক ও সহিতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় সে দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয় না কিছুই কিছু তার মধ্যে অনন্য এমন কিছু গুণবালী থাকে, যা দম্পতি জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব পাতে করে। যদি সে তার এই গুণবালী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্ত্রীর রয়াজ যিনি প্রথম দিকে কোনো কৃষ্ণর অসুন্দর মুখীর দেহ হতাশ হয় পড়তেন, এখন দেখা যায় যেন তার চরিত্র মার্জের তার থেকে আত্মাহারা হয় পড়তেন। এমনভাবে অনেক সময় দম্পতি জীবনের শুধুতে স্ত্রীর কোন কথা ও আদর্শ স্ত্রীর কাছে বিবিরক্ত ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর বায়ারের তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে দৈহিক ধরনের এবং স্ত্রীর তার সত্যতা সঞ্চালিত বায়ারায় সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুভব করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশি। কারণে দামপত্তা সম্পর্ক ছিল করার বায়ারের ভাবহীন হয় মোটেই ভদ্রঞ্জনীর নয়। তালক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একত্র অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নবী সালীহ আলাইহি ওয়া সালাম বলেন।

অর্থাৎ তালক জায়েহ হলে দুনিয়ার সমস্ত জায়েহ কঠোর মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সরবাত্তে অপছন্দনীয়।

অন্য একটি হাসিমে নবী সালীহ আলাইহি ওয়া সালাম বলেন।

পারা: ৪
এসনতুরে আসিদাল রোজি মুকান রোজি ও আতিমির এহল্যান্ড কৃত্তার ফল নামে সিয়ায় মরাত্মো ও ইরামিয়ানা কর্কন হন ও কিছু পুল নেহি তাপে চুপকো হয় অন্ধের সকল মেটানো মানো অবোকর নির্দেশ নামালা।

সলাহ এক পালন নিইধ ও ফাঁসা ও বসাস বিলাস।

আর যদি তোমরা এক শীর্ষ জাগায় অন্য শীর্ষ আনার সংকর করেই থাকা, তাহলে তোমরা তাকে স্কুলিক সমাদ নিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফরিয়ে নিয়া না। তোমরা কি পথ্য অপবাদ দিয়ে ও সুস্থ জল করে তা ফরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকােকে অভিকার নিয়েছে।

আর তোমাদের পিতা যেসব শ্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনাকেই বিয়ে করা না। তবে আগা যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এ আসলে এটা একটা নির্দেশ প্রস্তুত কাজ, অপহরনীয় ও নিকট আহরণ।

তোলো বা নিত্বাকা ফানা হল লাহবের দোবান ও দুর্বাচারের।

"বিয়ে করা এবং তালাক নিয়া না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরূষ ও নারীকে পছন্দ করিন না যা অমরের মতো ফুলে ফুলে মুখ আহরণ করে বেড়ায়।"

৩১. পাকান্দ অর্থমূলক অর্থ বিয়ে। কারণ এটা আসলে বিশ্বাসের একটি মজবুত ও সত্যি অর্থমূলক ও চুক্তি এবং এরী বিশ্বাসীতার ও মজবুতীয় ওপর ভাস্ম করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সেপার্ড করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইইয়া এ অর্থমূলক ও চুক্তি করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিয়ম পেশ করেছিল তা ফিয়ে নিবার অভিকার তার থেকে না। (সূরা বাকারিয়া সুফি টাকটিও দেখুন।)

৩২. সামাজিক ও তামামকের সম্পর্কে জাহানিয়াতের হৃদয় পল্লিতালকে হারাম পান করে সাধারণতে লুকান্ত মরীয়ে অাশ্বে একাত্ত হো যে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।" এর ঝুটি অর্থ হয়। এক, অস্তা খ ও অভিনন্দন যুগে তোমার যে সমস্ত শুল করেছে, সেগুলো পাকায় করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শেষ হবে এই যে, এখন যখন নির্দেশ এসে বাবার পর তোমার নিজের কার্যকাল সমাপ্ত করে নাও।
চরম উল্লেখ অমেন্নকৃত ও অমেন্নকৃত অথচ আয়তী ও অমেন্নকৃত অথচ আয়তীর অরণ্যকৃত ও অমেন্নকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত এবং অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত স্মৃতিক ও আয়তীর ও অরণ্যকৃত 

৪ রুক্ত

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, ৩৪ কন্যা, ৩৫ বোন, ৩৬ মুহ, খালা, বালতি, ভাগিরী ও তোমাদের সেই সমস্ত মার্ক যারা তোমাদেরকে দুখ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুখ বোন ও তোমাদের ক্রীড়া মুক্ত এবং তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের কোন মানুষ হয়েছে, ৪০ সেই সমস্ত তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের ক্রীড়া তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের ক্রীড়া তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের ক্রীড়া তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের তোমাদের 

এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পন্রাপ্তি করো না। দুই, আগের যুগের কোন পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না যে, আগের যুগের বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাক্ষত্র কর দিয়ে তা থেকে উত্তুতি ফ্যাকলে সংবাদ ও তার ফলে যে দায়িত্ব মায়া চেষ্টা বেনে তাকে অনিবার্ততাতে রহিত করা হয়েছে। যেমন এখন প্রতিক্রিয়া করে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর জন্য এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভাজ সম্বন্ধের জ্যক্ষ গণ্য করা হয়েছে এবং নিজেদের পিতার সম্পদ সম্পূর্ণতাতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি লেনদেনের কোন পদ্ধতিকে হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, এ
পদ্মিতে আর অখে যতগুলো লেখন ছিলো সব বাড়িন্ত গণ হয়েছে এবং এখন এনে কোন বান্তি নো সম্পর্ক উপার্জন করেছে তা তার থেকে কেরল নেয়া হবে অথবা ঐ সম্পর্কে হারাম গণ করা হবে।

৩৩. ইসলামি আইন মতোরিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং আইন-শূন্য রফাতচুর্কপ এর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা রয়েছে। আরু দাদুস, নাসিম এবং মুনাফের আহমেদে এ হার্না বর্ণিত হয়েছে যে, নবি সালাহার আলাহিত ওয়া সালাম এই অপরাধীকর্দারকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পর্ক বাচানো করার শাস্তি দিয়েছেন।

আর ইবনে মাজাহ ইবনে আবাস থেকে মে রেওয়ানটিতে উক্তি করেছেন, তা থেকে অন্ত যায় নবি সালাহার আলাহিত ওয়া সালাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

মনে রেখা তার ক্ষমা করুন নিত্য ফাতেলো নিরাপত্তা নিয়ে তাকে।

"বে বান্তি মুহারম আত্মীয়ের মধ্যে থেকে কারো সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করুন।"

ফিকাঈদিদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমেদের মন্ত এখন বান্তিক হত্যা করা হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি বাচানো করা হবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শফেকির মন্ত যদি সে কোন মুহারম আত্মীয়ের সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনা শাস্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাকে কোন দুীতমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

৩৪. যা বলতে আপন মা ও বিয়ে উভয়ই নুরায়। তাই উভয়ই হারাম। এ ছাড়া বাপের মা ও মায়ের মা-এ এ হারামের আত্মীয়ের।

যে মহিলার সাথে বাপের অত্যধিক সম্পর্ক সহিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথমে যুগরের কোন কোন ফকির একে হারাম বলেন না। আবার কেউ কেউ হারাম বলেন। বরং তাদের মন্ত, বাপ মুখে কামনাসহ যে মহিলার গা পশ্চাৎ করেছে সে-এ পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের অত্যধিক সম্পর্ক সহিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুত্রের সাথে মা বা মেয়ের অত্যধিক সম্পর্ক ছিল অত্যধিক পর হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারের প্রথম যুগরের ফকিরদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ফকিরদের আলচানা অত্যধিক দীঘি। তবে সামাজিক চিত্ত-করলে একথা সহজেই অনুধিত করা যায় যে, কোন বান্তি যদি একজন কোন শীলোকের সাথে বিয়ে হয়ে অবাধ করে যায়, তবে তার বিয়ের ব্যবস্থায় নজর থাকে অথবা যায় মা বা মেয়ের ওৰাত তার নজর থাকে, তাহলে এটা কোন সুমিত ও সং সামাজিক উপায়ের ব্যবস্থা যেতে পারে না।

যে সমস্ত আইনগত চূলচূলির বিবর্ণিত মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং সম্প্রদায় ও দীর্ঘতা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আলাহের শীলোকের ব্যাখ্যা প্রকৃতি তা মনে নিতে মেতেই প্রকৃত নয়। সেজন্য কথায় পাঠিনিরক্ত কিন্তু একটি শীলোকের সাথে বাপ ও ছেলের অথবা একই পুত্রের সাথে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কোন প্রকার সূচ্য করায় এবং শীলোর একে কোন কমেই বরদাস্ত করতে পারে না। নবি সালাহার আলাহিত ওয়া সালাম বলেন।
মুন নোর আলং ফরুজ আমারে হুরম চিরুল্লিহ আমারে আত্মতাবাদে শিক্ষার যোগ্য ও অযোগ্য।

"যে যাকে কেন মেয়ের যোগ্য অংশ প্রতি তুষ্ট করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই তার জন্য হারাম হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন:

লা ইপতর লল্লুলে রঙ নোর আলং ফরুজ আমারে আত্মতাবাদে শিক্ষার যোগ্য ও অযোগ্য।

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে উভয়ের যোগ্যতা দৃষ্টপাত করে।"

এ হাদীসগুলো থেকে শিখে তার উদ্যোগ দিবারকে মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৫৫. নাতনি ও দৌহিত্রী কন্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে অবশেষ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের জন্য হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্য মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাবেল (র) মতে সে শীঘ্র কন্যার মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেকির (র) মতে সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে করা যায়; কিন্তু আসলে যে মেয়েকে তে নিজেরই শরীফ বলে আনে, তাকে বিয়ে করা তার জন্য শীঘ্র, এ বিষয়টি সুখ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেকে তারাকাত করে।

৫৬. সহদের বোন, মা-শ্রীরিক বোন ও বাপ-শ্রীরিক বোন—তিন জনই সমানভাবে এ নিদশের আওতাধীন।

৫৭. এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহদের ও বৈমারের বৈপিনীয়ের—ব্যাপারে কোন পর্যবেক্ষন নেই। বাপ ও মারের বোন সহদের, মা-শ্রীরিক বা বাপ-শ্রীরিক যে পর্যায়েরই হোক না কেন তারা অবশ্য পুত্রের জন্য হারাম। আনুমানিক তাই ও বোন সহদের, মা-শ্রীরিক বা বাপ-শ্রীরিক যে কেন পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের কন্যার মতোই হারাম।

৫৮. সমাজের উপরে মূল্যায়ন এ ব্যাপারে একই যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে শ্রীলোকের দুঃখ পান করে তার জন্য এই শ্রীলোকটি মারের পর্যায়ত্ত ও তার স্বামী বাপের পর্যায়ত্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত অনুভূতিতার হারাম হয়ে যায় ধূপ-মা ও ধূপ-বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয়তাতেও তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এ বিষয়টির উৎসমূহ রয়েছে নবী করিম সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের এ নিদর্শনটি:

যুদ্ধের মিন দৃষ্টান্ত মায়ের মিন তন্ত্র।

"বাঙ্গাল ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুঃখ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম।"

তবে কি পরিমাণ দুঃখ পানে দুঃখ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয় যায় সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে যে পরিমাণ দুঃখ
পান করলে একজন রোখাদারের রেখা তোঙ্গে যেতে পারে কোন স্থালের সেই পরিমাণ দুধ যদি পিতি লাগে। তবে হারায়ের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমদের মত ভিন্নভাবে বলেন যে এই হারাম বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হারামের কোন বয়স্ক পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয় যায় যে ব্যাপারেও মতানৈক রয়েছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় নির্দেশ মত পোষণ করেন।

একে শিষ্যের মাতৃদূষ্ট পানের যে বাতাসিক বয়স কাল, যখন তাকে দুধ ছাড়া নয় না এবং দুধকে তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। এইসময় দুধ ছাড়ানোর পর কোন শিষ্য কোন মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পানীয় হয়। উল্লেখ সালাম (রা) ও ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এই সময়ে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ, হাসান বসরী, কাতাবাহ, ইকবাল ও আযাবান এ মত পোষণ করেন।

দুই শিষ্যর দুই বছর বয়স কালের মধ্যে যে দুধ পান করলে হয় কেবল মাত্র তা থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি হযরত উমর (রা), ইবনে মসাউদ (রা), আবু হারাইয়া (রা) ও ইবনে উমর (রা) মত। ফকিরীর মধ্যে ইমাম শফেকী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইসরাইল, ইমাম মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাদীর এই মত গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফার একটি অভিমত এর সম্পর্কে বক্তা হয়; ইমাম মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে দূর্বল থেকে যদি একজন মাদুর মাসের সরু কালের বিধান কার্যকর হবে।

তিনি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুকারের বিধান অভিমত হচ্ছে, দুধপানের মেয়াদ আরও বড় এবং এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

চার যে কোন বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বয়স নয়, দুধই আসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিষ্য জন্য যে বিধান তার জন্যও সেই একই বিধান জরী হবে। হযরত আলী (রা) এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এর সমর্থনে অপরূপ নির্দেশ অভিমত বিভিন্ন হয়েছে। ফকিরীর মধ্যে উরুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, সাইদ ইবনে সাদ ও ইবনে হামদ এই মত অবলম্বন করেন।

৩৯. যে মহিলার সাথে শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শফেক ও ইমাম আহমদ রাহেমুলল্লাহ তার হারাম হওয়ার অভিমত বক্তা করেন। অন্যদিকে হযরত আলীর (রা) মতে কোন মহিলার সাথে এককে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না।

৪০. সৎ-বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মহান আল্লাহ নিষেধ এই সম্পর্কের নাসিকা বর্ণনা করার জন্য এই শর্তকৃত যেহেতু
আর (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে এমন সব মেয়ে ছাড়া বাকি সমস্ত সথ্বাত্তী তোমাদের জন্য হারাম। ২৫৭ এ হচ্ছে আল্লাহর আইন। এ আইন মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এদের ছাড়া বাদ বাকি সমস্ত মহিলাকে অব-সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা তোমাদের জন্য হালান গণ্য করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, অবাধ যৌন লালসা তৃণ করতে পারে না। তারপর যে অন্ধকার জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে হাস করে, তার বদলে তাদের মোহরান ফরয় হিসেবে আদায় করা। তবে মোহরানার চুক্তি হয় যাবার পর পারন্দোপরক রেজামনির মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যদি কোন সমৃদ্ধ৷া হয় যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জানী।

করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম সমীকরণের প্রায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ-মেয়ে সৎ-বাপের জন্য হারাম।

৫১. এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোন বাক্য যাদের পক্ষে পুত্র হিসেবে গণ্য করে, তার বিধা বা তাদের প্রাপ্ত স্ত্রী ঐ বাক্যের জন্য হারাম নয়।

কেবল মহিলাদের কর্তৃত্বের সাথে পুত্রের স্ত্রী বাপের জন্য হারাম। এবারে পুত্রের নারী প্রপুন্ত ও দৌহিত্রের সাথে দালান ও নানার জন্য হারাম।

৫২. নবী সালাহার অলাইহি ওয়া সালামের নির্দেশ, খালি ও তাপীনি এবং খুশু ও তাইবিকেও এক সাথে বিয়ের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি মনে রাখা দরকার।

নেট হচ্ছে, এমন ধরনের দুই মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যদি একজন যদি পূর্ণ হতে তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো।

৫৩. অর্থাৎ জাহেদী যুগে তোমাদের জুড়ুম করতে। দুই বেনেকে এক সাথে বিয়ে করতে।

সে ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এখন তা থেকে বিভিন্ন থাকতে হবে। (টীকা ৩২ দেখুন) এর তিনটিতে এ নির্দেশ দেয়া হয়, যে বাক্য কুফারির
চার : যে মোক্তিকে যার ভাগে দেয়া হবে একমাত্র সেই তার সাথে সংগঠন করতে পারবে। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবহার নয়। সেই মোক্তিকে যে সমাজ জন্য সে তার মালিকের বৈধ সমাজ হিসেবে গঠন করা হয়। সর্বোপরি, আপনি প্রত্যেক সমাজের বিনীত হয় এই সমাজের আইনগুলি অধিকার করে।}

ঘাঁটু : যে মোক্তিটি এভাবে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, তাকে তার মালিক যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে অন্য সময় বেদাদন নিতে পারবে কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার তার থাকবে না।
আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বরূপ পরিবারের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ নেই তার তোমাদের অধিকারুক্ত মুমিন দাসীদের মধ্যে তাকে কাউকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবশ্য খুব ভালোভাবেই জানেন। তোমরা সবাই একই দলের অন্তর্ভুক্ত।৪৫ কাজেই তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করা এবং চর্চিত পদধীর্ঘতা তাদের মোহাজরা অদায় করা, যতে তারা বিয়ের আকৃতির মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্দেশ্য না হয় এবং মুক্তিযুক্ত লুকিয়ে প্রেম না করে মার্গ দেয়। তারপর যখন তারা বিয়ের আকৃতির মধ্যে সংরক্ষিত হয় যায় এবং এরপর কেন্দ্র বৃহত্তার করে তখন তাদের জন্য সংসার পরিবারের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্থের শাস্তি দিতে হবে।৪৬ তোমাদের মধ্য থেকে সেইসব লোকের জন্য এ সুবিধা৪৭ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করলে তাকাড়ার বাঁধ তেজ পড়ার অণজা থাকে। তবে সব করলে তা তোমাদের জন্য তালে। আর আল্লাহ স্বামীকে ও করণীয়।

হয়ঃ শরীয়ত শ্রীরের সংযত ব্যাপারে যেমন চুরমায়র সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সাধীদের ব্যাপারে তেমন কেন সংযত নির্ধারণ করে দেয়নি। ধনী লোকেরা বেশোর বাণী কিনে কিনে মাত তারে ফেলবে এবং বিলাসিতার সাথে গা ভালুকে দেবে, এটা শরীয়তের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আসলে যুদ্ধের অনিষ্টে অস্থায় ছিল এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ না করার মূলীভূত করান।
নায়: যুদ্ধশিক্ষার মধ্যে থেকে কৌন মেয়েকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেবার পর পুনরায় সরকার তাকে ফেরত নেবার অধিকার রাখে না, তিনি কৌন কৌন মেয়ের অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার হারায় ফেলে।

দশ: কৌন সনাগতি যদি নিষ্কর্ষ সামরিকভাবে তার স্তন্যকরে বলদি মেয়েদের মধ্যে নিজেদের ভুক্তা ফুকার অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে স্তন্যমত্র মধ্যে ভাগ কর দেয়, তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ একটি অবিধ কাজ। বিনামূল্যে এর কৌন পার্থক্য নেই। আর বিনা ইসলামী আইন অনুমানী একটি অপরাধ। এবং আর এটি কানিয়ার জন্য আমার 'তাফহিমত' ২য় খণ্ড ও 'রাসায়নী ও মায়ারম' ১ম খণ্ড দেখুন।

৪৫। অ্যাল্ব সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে মর্মাঙ্গ থেকে পার্থক্য দেখা যায় তা নিষ্কর্ষ আপেক্ষিক। নয়াতো আসলে সব মুসলমান সমাজ। তাদের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য করার মতো যদি কৌন বিয়ে থাকে তাহলে নেটি হচ্ছে ইমান। আর ইমান কৌন উচ্চ ও সক্রিয় পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। একজন ক্রীদামীর ইমান ও নীতিকর চরিত্র দিক দিয়ে একজন সহজ মহিলার চাইতেও তাকে হতে পারে।

৪৬। আমাদের দৃষ্টিতে এখানে একটি জটিলতা দেখা যায়। খারেলী ও 'রাজম' তথা একরাতাপ মৃত্যুর শুভ্য অধিকারীর অন্য লোকেরা এ থেকে সুখে গবেষণ করেছে। তারা বলেঃ খারেলী বিবাহিত মেয়েদের বিয়ের শুভ্য ইসলামী পরিয়ে যায় রাজম হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্ধেক শুভ্য যা ক্রীদামীদের দেখা হবে, তা কি হতে পারে? কাজেই এই আমাদের চাহিদা সুসাত্ত সুসাত্ত দিয়ে যে, ইসলামে রাজমের শুভ্যই নয়। কেবলু তারা আসলে কুরআনের শব্দকবীর ওপর গতীবদ্ধভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। এই রূপান্তরে 'মৃত্যুনাশন' (স্থরিত মহিলা) শত্রু দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে, 'বিবাহিত মহিলা', যারা শান্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার লাভ করে এবং অন্যটি 'সহস্র মহিলা', যারা বিবাহিত না হলেও পরিবারের সহায়তা লাভ করে। আলোচনা আমাদের 'মৃত্যুনাশন' শত্রু ক্রীদামীর মুক্তিবিদ্যায় সহায়তা মহিলাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম অর্থে নয়। আমাদের উল্লেখিত বিবাহবিদ থেকে একটি সুপ্রস্তাব প্রবর্তিত হয়েছে বিপরীতভাবে ক্রীদামীদের জন্য 'মৃত্যুনাশন' শত্রু প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে সুপ্রস্তাব বলা হয়েছে, যখন তারা বিয়ের সরকার ব্যবহার করবে (ফাইদালি)। কুবলমাত্র তখনই তাদের জন্য বিনা করলে উল্লেখিত শাস্তি ব্যবহার।
প্রিয় সারাজাহান লিপিবদ্ধ লক্ষ্য ওমি-ল্যান্ড সীলালীন সে চোলকার ও কোলকার স্বায়ে উল্লেখ করিতে পারে নন। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চান। তিনি তাদের প্রতি ধরম সহকারে তাদেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চান। আর তিনি সর্বজ্ঞ ও অন্য মাধ্যমে 'হাঁ', আল্লাহ তার রহমত সহকারে তাদেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চান। কিন্তু যে নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চান তারা ছাড়িতে নিজেদের হালকা করিতে চান। কারণ কারণ মানুষকে দূর করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, এখন বিনাকালে প্রকৃতিসম্পন্ন করলে একজনের চূড়ান্ত সৃষ্টি হয়ে ওঠে না, 'সর্বত্র মহিলারা দুটি সংবিধি ব্যবস্থা লাভ করে।' একটি হচ্ছে, পরিবারের সংবিধিত ব্যবস্থা। এর পরিবারের সংবিধিত ব্যবস্থা। এর ফলে তারা পরিবারের সংবিধিত করে একটাকে বাড়ান সংবিধিত ব্যবস্থা লাভ করে। বিপরীত পক্ষে কীর্তিচারী যতদিন কীর্তিচারী অবস্থায় থাকে ততদিন 'মূহুলিড' নয়। কারণ কেন কোন পরিবারের সংবিধির ব্যবস্থা লাভ করেনি না। তবে হাঁ, বিনামূল্য পর সে কেবল মায়ের সংবিধির ব্যবস্থা লাভ করে এবং তাও অসম্পর্ক। কারণ স্বামীর সংবিধির ব্যবস্থার আওতায় অসাধ্য পরামর্শ করুন তারা মালিকের সেবা ও চাকরী থেকে মূল্য লাভ করে না। এবং সর্বত্র মহিলারা সমাজে যে মন্ত্রণা লাভ করে যে ধর্মের মর্যাদায় তারা লাভ করে না। কাজেই তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয় তা হবে সর্বাঙ্গ পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অধিকার, সর্বাঙ্গ পরিবারের বিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অধিকার নয়। এ হেতুও এখান থেকে এককালে জানা গেছে, যে, সূরা নূর-এর আয়াতে কেবলমাত্র অবিবাহিতা সর্বত্র মহিলাদের যিনার শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এর মোকাবিলায় এখানে বিবাহিতা কীর্তিকীর্তিকদের শাস্তি অর্থে বলা হয়েছে। আর বিবাহিতা সর্বত্র মহিলারা তো অবিবাহিতা সর্বত্র মহিলাদের তুলনায় কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য। কারণ তারা দুটি সংবিধি ব্যবস্থা ভেদে ফেলে। যদিও কুরআন তাদের ব্যাপারে রজনের শাস্তির বিধান সৃষ্টি করেছে তবুও অত্যন্ত সৃষ্টিবাগে
সূরা আদ নিসা

পারা ৪ ৫

সদিকে ইঙ্গিত করেছে। এ বিষয়টি স্কুল বুদ্ধির লোকদের দৃষ্টির অগাছার থেকে মেদে পারে কিন্তু নবীর সৃষ্টি ও সৃষ্টিকৃত দৃষ্টির অভ্যাসে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

৪৭. অর্থাৎ সরাসরি পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে কেন কৃত্তিদাসীর মালিকের অনুমোদনকে তাকে বিয়ে করার সুবিধা।

৪৮. সূরা শুরু থেকে নিয়ে এ পার্থে যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা নাযিলের পূর্বে সূরা বদকারের সামর্থ্য ও সংস্কৃতিক জীবনের সমস্যালী সমাধানের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সমাধানকৃত একটি ইঙ্গিত করে বলা হয়, মনাব সত্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীকরণ ও তাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ অনুসারীরণ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। আল্লাহ তাঁর অধিস্থ অনুগ্রহের বৃদ্ধের উপর তাদেরকে জাহিদীয়ের অবস্থা থেকে বের করা সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেন।

৪৯. এখানে মুনাফিক, রক্ষণশীল ও প্রাচীন পত্তি যুদ্ধ এবং মুহারর উপকরণ ইসলামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে শত শত বছরের প্রতিচ্ছয় জাহিদী মশলা এবং গোপীরতি এবং রমলশীলের বিচিত্র যে সরকার অভিযান চলাচল মুনাফিক ও রক্ষণশীলের কাছে তা ছিল অষ্টং অতিক্রিয়। তারা এটাকে কোনোমোই শান্তিভূক্ত করতে পারিল না। মূলত পরিপূর্ণ সম্পদে মেয়েদের অংশ নাথ শেষ বাড়ির বাড়ি থেকে বিবাহের মুক্তি পাওয়া এবং অষ্ট শেষে হবার পর যে কেন বাধতে বিয়ে করার ব্যাপার তাদের স্বাথিন ক্ষমতা লাভ, সৎ-মাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া, সুই বেঁচে একই সাথে জীবনে ঘুষ করাকে অবহেলা বাধা করা, পালকপূর্তকে উন্নতাধিকার থেকে করা ঘটে নাম পালকপূর্ত তাদের দেয় জীবনে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা এবং এই ধরনের আলো এই সমস্তায় মূলক কর্মজীবনের প্রত্যেকার ওপর বয়াবৃদ্ধি ও বাষ্প-দানের রীতি-রূপান্তরের প্রতি অধ্যাত রূপান্তরকে বিচারকে করতে হবে। দীর্ঘদিন থেকে এই বিধানগুলোর বিরুদ্ধে নানান কথাবার্তা চলছিল। দুই লোকের নিয়ে সালাহ আলাইহ ওয়া সালাম ও তার সংস্কৃত মূলক দাওয়ায়ের বিরুদ্ধে এই বিধান করানোর বাধাক করে লোকদেরকে উন্নত করে চলছিল। যেমন, ইসলামী শরীয়তের যে ধরনের বিষয়ে হারাম গণ্য করেছিল তেমনি হবার কোন বিয়ের ফলে ইতিপূর্বে যে বাধ্যক জন্য হোনা ছিল তাকে এই বলে উন্নত করা হয়েছিল, "নিন জনাব, আজ যে নতুন বিধান স্থানে এসেছে তা দৃষ্টিতে তো আপনার বাণ ও মায়ের সার্ক অবহেলা গণ্য হচ্ছে।" এভাবে সেখানে আলাহার বিধানের আওতায় যে নির্দেশ লোকেরা তার পরে প্রতিস্ফূত্তা সূচিত করিয়েছিল।

অন্যদিকে ছিল ইহুদী। শত শত বছরের আয়োজনীয় সৃষ্টি শরীয়তের বিষয়ের মধ্যে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতের পায়ে নিচেরদের মনগড় আইন-বিধানের একটি মোটা চামড়া কাটিয়ে দিয়েছিল। শরীয়তের মধ্যে তারা অস্ত্র বিধিযুক্ত, সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব বৈতরণিক করেছিল। বহু হালাল জিনিসকে তারা হারাম করে নিয়েছিল। অনেক করণার্থের কুসংঘরণ তারা আল্লাহর আইনের অত্যক্রম করে নিয়েছিল। এখন কুরআন যে সহজ সরল শরীয়ত পেশ করলিনি তার মূল্য অনুধাবন করার উল্লম্ব ও অনুশাসনের মান-মানস ও রূপের সম্পূর্ণ বিবেচনা ছিল। কুরআনের বিধান থেকে তারা অনুষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেন।
হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যতম করে নিয়ে আসা না।

পড়তো। একটি বিষয়ের ওপর শত শত সমূহ উখান করতো। তাদের দরী ছিল, যদি কুরআন তাদের কটির সমন্বয় ইহ্যদাহ ও তাদের পূর্বপুরুষদের যাবার কাজপ্রাপ্ত কৃষ্ণকাব্যে ও পুরুষকাব্যতাদের অকারণ তোলা মূলে বলা হয়। যেহেতু তাদের একটি কথায়ই অক্ষর কিছু হতে পারে না। যদিও, রবীদীর নিয়ম ছিল, যা তাদের কথার ওপর তোলা মূলে মন করা হত। তাদের রাখা করা যায় কারণ থেকে না। তাদের হাতের পানি পান করতো না। তাদের সাথে এক বিচারায় বসতো না। এমনকি তাদের হাতের পানি লেগে যাওয়াকে মকরফ মন করা হত। এই ভাবে যে মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘর নিজেরা ‘অন্যের’ হয়ে থাকতো। ইহ্যদাহের সংগ্রেহে এসে মনীন্দ্র আনসাদের মধ্যে এই রোহিয়ার চাঁদ হয়ে গিয়েছিল। রসূলুদ্দীন সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম মদিনায় এলে তাকে এ ব্যাপারে গলা করা হয়। এবং তুমি খাঁকার ২৮ বছরের দল আত্মা নামাই হয়। এই আরামের প্রয়োজনের বন্ধু সালাহার

পারস্পরিক রোহিয়ার অর্থ হচ্ছে, কম দৈন চাপ বা ধর্ম ও প্রতিরোধ মাধ্যমে লেননের হবে না। যে জুহ ও সুদর মধ্যে আত্ম রোহিয়ার থেকে কিছু অস্ত এই রোহিয়ার প্রেটার থাকে অক্ষমতা। প্রতিপাদ নেতা অক্ষমতাকে করণে বাধা ও অনন্যতাপ্রে হয়ে চাপের মুখে যুদ্ধ ও সূদ দিয়ে রাজি হয়।

মনীন্দ্র মধ্যে বা অন্যতম দৃষ্টিকোণে রোহিয়ার মন হয়। কিছু অস্তে ক্ষুধাতে অর্থাদর্শনের
যে ব্যক্তি জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি করে এমনটি করবে তাকে আমি অবশ্য আওনে নিষেধ করবো। আর আল্লাহর জন্য এত কোন কঠিন কাজ নয়। তোমরা যদি বড় বড় সোনার থেকে দুরে থাকে, যা থেকে দুরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছেট-খাটা ক্ষতি করার কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবা৫ এবং তোমাদের সমান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

প্রত্যেক ব্যক্তিই একমাত্র সেই বিজ্ঞীন হবে এই ভাষার অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণ রাজি হবে। পরামর্শের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করব না। প্রতারণাও ও জালিয়াতের কারাবাদেও বাহত রেজামদিনই দেখা যায়। কিন্তু এখনের রেজামদির পূর্বেই এই তুলন ধরণ কাজ করে সে এর মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াত নেই। বিচার এর ফল যদি জানতে পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতকে করছে তাহলে সে কখনোই এতে রাজি হবে না।

৫৫. এ ব্যক্তি আগের বাক্যের পরিপূর্ণ হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। একে যদি আগের বাক্যের পরিপূর্ণ মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অনেকের অর্থ-সম্পদ আবহাওয়ার বিভিন্ন কারণে অনেকে নিজেরা ধরেন পুথি নিষেধ করার নামতএ। এর ফলে সমাজ ব্যবহার বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনপরিচিত পরিবর্তন থেকে হারামওর ব্যক্তি নিজের রক্ষা পেতে পারে না এবং আরো তা এর কারণে মানুষ কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়। এক প্রথমকে হতা করে যা।”

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের শুভকাম্য। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ক্ষমা নিহত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তার অনুরাগ ও করণ হাত আর কিছুই নয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি সংক্রিয়ার নিয়ম এবং সংক্রিয়ার দৃষ্টির অধিকারীও নই। ছোটখাটা তুলু-ধরনের অধিকারী না। তোমাদের অম্লনাম্য যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটা অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করা হবে এবং তোমাদের
রিক্তভাবে অপরাধের অভিযোগ আনাই হবে না। তবে যদি তোমরা বড় বড় অপরাধ করে থাকা, তাহলে তোমাদের রিক্তভাবে মামলা চালানো হবে এবং তাতে ছোটখাটো অপরাধগুলোর ধর্তরূপের মধ্যে গণ্য হবে, যেখানে পাকা বলা করা হবে।

এখানে বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহ মধ্যে নিষিদ্ধ পার্থক্য বুঝে নয় উঠিত। কুরআন ও সূরাতের মধ্যে আমি যদিও চিহ্ন-ভাবনা করতে পেরেছি তাতে আমি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি (তবে যথার্থ সত্য একমাত্র আল্লাহ জানেন) যে, তিনি কারণে কোন কাজ বড় গোনাহের পরিণত হয়।

একবিংশ অধিকার হণ করা যে অধিকার আল্লাহর, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজের হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশি হবে তার অধিকার হওয়া ঠিক তত বেশি বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহের 'ফুলুম'ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরকে জুমুম বলা হয়েছে।

দুইবিংশ অধিকারের ভা না করা অথবা আল্লাহর মোকাবিলায় আতুর্জীবন করা, এ চাই মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তার নাফরমানির করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন এবং জেনে বুঝে একজন কাজ থেকে বিভিন্ন কাজ করার জন্য তিনি হরম দিয়েছিলেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ শান্তিসাধন, আহ্মদ, দুঃখান্তি ও আবাহনীর মাননী সৃষ্ট হয়ে গোনাহটি ঠিক সেই পর্যায়ের কৃত্তিন ও মারদাত্ত হবে। এই অর্থের প্রকৃতিতে গোনাহের জন্য 'কীকুত' (কাফেসে) ও 'মাসিয়েত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনবিংশ যে সমস্ত সম্পর্কের সৃষ্টি ও বিলীনতার শেষ মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্মাণ করে সেগুলো বিবৃতি ও ছিন হয়। এ সম্পর্ক বাণী ও অল্লাহর মধ্যে এবং বাণী ও বাণীর মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিল করলে শান্তি ও নিরাপত্তা যত বেশী শৃঙ্খল হয় এবং যার বাণীতে যত বেশী নিরাপত্তার অস্থায়ী যতে যাতে পারে, তাকে ছিল করা, কেবে কেবা ও নত করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনি ও তার বিতর পর্যায়ে সম্পর্কে চিন্তা করেন। এ কাজটি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবহারের বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় গোনাহ। কিছু এই বিতর বহু গোনাহের বাণীতে একটি অন্যটির চাইতে বেশী মারদাত্ত। বিবাহিত বাকির যিনি করে অবিবাহিত বাকির যিনি করার তুলনায় অনেক করিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনি করে অবিবাহিত মহিলার সাথে যিনি করার তুলনায় অনেক বেশী দৃষ্টিত। প্রতিবেশীর গৃহের সাথে যিনি করা অন্যতমীর গৃহের সাথে যিনি করার তুলনায় অনেক বেশী খারাপ মাহমুদ মহিলা যেন মায়া এই, যেনে বেশীর সাথে যিনি করা অন্য অন্যীর মহিলার সাথে যিনি করার তুলনায় অনেক বেশী পাপ। অন্য কোন আল্লাহর যিনি করার তুলনায় অনেক বেশী পাপ। ওপরে বলিত কারণের তিতুড়ি এই দৃষ্টিনিবেদনগুলোতে একই কাজের বিতর বহুধর মধ্যে গোনাহ হবার এক যে প্রতিকৃত সম্পর্কের চুক্তি হবে। যেখানে নিরাপত্তার অপর যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সমন্বয়ের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিনি করা যত বেশী বিপরীতের কারণ বলে বিবেচিত হয়, যেখানে যিনি করা তত বেশী বড়ো গোনাহ। এই অর্থের প্রকৃতি গোনাহের জন্য 'ফুলুম' ও বিপরীতার ব্যবহার করা হয়।

পারা : ৫
আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাছে অনন্য দেন তার মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাংক্ষা করা না। যা কিছু পূর্ববার উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবেন সেই অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়াদ উপার্জন করেছে তাদের অংশ ছেড়ে দেই অনুযায়ী। হাঁ, আল্লাহ কাছে তার ফল এবং মেহরাবানীর জন্য দেয়া করতে থাকে। নিচুতাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জন্য রাখেন।

আর বাপ-মা এবং ওজনদের পরিতৃপ্ত ধন-সম্পত্তিতে আমি তাদের হকদার নির্ধারণ করে নি। একবার তারা যাদের সাথে তোমাদের চর্চা ও অংশীদারী আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিচুত জেনে রাখা আল্লাহ সব জিনিসের রূপাবর্গকরণকারী।

পারাগ ৫

৫৪. এই আয়াতে বিরাট জ্বরকূপী নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। এটি সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে সমাজ জীবনে মানুষকে বিখুল শক্তি ও নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হবে। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সমান করে তৈরী করেনি। বরং তাদের মধ্যে অসংখ্য দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেউ সুগৃহী, কেউ বুঝী, কেউ ভুগোল, কেউ কর্মভোগী, কেউ শক্তিশালী, কেউ দৃঢ়শ্রদ্ধ। কেউ প্রঘণ সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যাক্ষের অধিকারী, আবার কেউ মনুষ্যতাবাদের পদ্ধতি করে কাজ করে। কাজের শাস্তিক ও মানসিক শক্তিতে কেন একটি শক্তি বেশী দেয়া হয়েছে এবং কাজের কাছে দেয়া হয়েছে ও কাজের কাছে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাজের অনুশীলন এবং অনুষ্ঠান যোগ্য পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হয়।

এ তাত্ত্বিক ও পার্থক্যের তত্ত্বতেই মানুষের সামাজিক-সংস্কৃতি বৈতরিতমিত হয়েছে। আর এই বৃদ্ধি ও যুক্তিসম্পত্তি। কিন্তু যেখানেই এই পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমায় ছাড়াই মানুষের তার পর নিজের মূল সার্থক ভাবের যোগ্য চাপের যে সাধাে এক ধরনের বিপরীত দেখা দেয়।

আর যেখানে আত্মে এই পার্থক্যকেই বিস্তৃত করে দেবার জন্য প্রদর্শন করার প্রচেষ্টা চালাতে হয় যেখানে আর এক ধরনের বিপরীত দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা দেখা যায়। নিজের চাবুকের আসার পেছে দেখে না অস্তর
পুরুষ নারীর কর্তা ৫৬ এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপার
শেষতু দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ বায় করে।
কাজেই সতী-সাধী শ্রীরা আনুগ্রহপ্রাপ্য নয় এবং পুরুষদের অনুপযুক্ততায়
আল্লাহর হেফত ও তত্ত্বাদিন তাদের অধিকার সর্বাধিক করে থাকে।৫৮ আর
যেসব শ্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে বুঝাও,
শ্রীরূপে তাদের থেকে অনুজ্ঞা থাকে এবং তাদেরকে মাঝের করো।৫৯ তারপর
যদি তুমি তারা তোমাদের অনুভূত হয়ে থাকে তাহলে অথবা তাদের ওপর নির্ভর
চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপর
আচ্ছন, তুমি বড় ও শ্রেষ্ঠ। আর যদি কোথাও তোমাদের বামী-শ্রীর সম্পর্ক
বিগত যাবার আশঙ্কা দেখে দেয় তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন
সালিশ এবং শ্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নিধারিত করে দাও। তারা
দু'জনের সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিলের
পরিবেশ সূচি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।৬০}
হয়ে পড়ে। মানুষের এই মানসিকতা তাই সমাজ জীবনে হিসাব, বিষয়, বেঁচেরেখা,
শক্তি, ধরন, সংখ্য ইত্যাদি সৃষ্টি মূল। এরই ফলে যে অনুন্ধ সে বেঁধে পড়ে অর্জন
করতে পারে না তাকে অবধি পথে লাত করার জন্য উঠে পড়ে পালে। এই মানসিকতা
থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ এই আত্মে নির্দেশ দিয়েছেন, তার বক্তব্যের উদেশ্য হচ্ছে,
তফহীমুল কুরআন

পৃষ্ঠা ১২৯

সূরা আনু নিসা

অন্ধের প্রতি তিনি যে অনুভূত করেছেন তুমি তার আকাঙ্খা করে না। তবে আগ্রহ কাছে অনুভূতের জন্য দোয়া করে। তিনি নিজের আন ও প্রজা অনুসারী তেমার জন্য যে অনুভূতি উপেক্ষা মনে করেন, তাই তেমাকে দান করেন। আর তিনি যে বলেন, "যা কিছু পুরস্কার উপার্জন করছে তাদের অংশ হবে সেই অনুভূতি আর যা কিছু মেয়েদের উপার্জন করছে তাদের অংশ হবে সেই অনুভূতি।" এর অর্থ যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, পুরস্কার ও মেয়েদের মধ্যে থেকে যাকে আগ্রহ যাই কিছু দিয়েছেন তাকে ব্যবহার করে যেমন কিছুই নেই কিংবা গোনাহ অর্জন করে সেই অনুভূতি আর্কন অন্য কথায় সেই জীবনের নিজিদের মধ্যে থেকেই আগ্রহ কাছে সে অংশ পাবে।

৫৫. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, যাদের মধ্যে বস্তু বা রাজ্যের চূড়া ও অংশীকার হয়ে মেরা, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ে মেতো। এভাবে যে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হতো, সেরা পালক পিতার সম্পত্তির ওয়ার্স হয়ে মেতো। এই আয়াতে জাহেদাইতে এই পদটি বাতিল করে করা হয়েছে, বীরেন্দ্র তো আমার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তবে যাদের মধ্যে তেমাদের চূড়া ও অংশীকার আছে তাদেরকে তেমোরা নিজেদের জীবনসাময় যা চাও দিতে পারা।

৫৬. কৃষির মূল শরীফ হচ্ছে, 'কাওয়াম'। এমন এক বাংলিকে 'কাওয়াম' বা 'কায়ম' বলা হয়, যে কোন বাংলিকে, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসায়ীর ব্যবহার সাধারণভাবে পরিচিত, তার হেফাজত ও তত্ত্বাধান এবং তার প্রয়াজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বীকৃত হয়।

৫৭. এখানে সমান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শর্তী ব্যবহার করা হয়নি যেহেতু যেমন সাধারণের আমাদের ভাবায় হয়ে থাকে এবং একই বাংলিকে এ শর্তী করার সাথে সাথেই এর এই অর্থ স্বগুণ করে। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আগ্রহ তাদের এক পক্ষের (অর্থাৎ পুরস্কার) প্রকৃতিগতভাবে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও জুড়ে দান করেছেন যা অন্য পক্ষের (অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিতেও প্রথম পক্ষের চেয়ে কম দিয়েছেন। এ জন্য পরিবারের ব্যবসায় পুরস্কার 'কাওয়াম' বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রকৃতিকে রূপ দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে, পরিবারের জীবনে ক্ষেত্রে তাকে পুরস্কার হেফাজত ও তত্ত্বাধান থেকে উইডিট।

৫৮. হৃদ্যসে উল্লেখিত হচ্ছে, নবী সালাহার আলাহি ওয়া সালাম বলেছেন, "সেই বাংলিকে সর্বত্র, যাকে নেবে তেমার মন আনন্দে তবে যাও। তুমি তাকে কোন আদেশ করলে সে তেমার অনুগত করে। আর তুমি ঘরে না থাকলে তেমার অনুপ্রণীতে তেমার ধ্য-সম্পদ ও তার নিজের হেফাজত হয়েছে।" এ হৃদ্যসটি এই আযাতের চমৎকার ব্যাখ্যা পেঃ হয়। কিন্তু এখানে তালালে একথা রুপ দিয়ে হচ্ছে যে, স্ত্রীর জন্য নিজের বাংলিকের অনুসারীদের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী হচ্ছে আগ্রহ অনুগত। কারণ এমন বাংলিকে যদি তার স্ত্রীকে আগ্রহ নামেরার গোরুম দেয় অথবা আগ্রহ অর্থে কোন ফরম থেকে তাকে ভিতর রাখার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অনুগত করে অষ্টি করা স্ত্রীর জন্য ফরম হচ্ছে দাড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী বাংলিকের অনুগত করে তাহলে সে গোনাহার হবে। বিপরীত পক্ষে বাংলিকে নামক নামাত পড়ে বা নকল ব্যবহার রাখতে নিষেধ করে তাহলে বাংলিকের কথা মেনে চলা তার
জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদাত করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৫৯. তিনটি কাজ একই সংখ্যা করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিল এই তিনটি ব্যাখ্যা অবর্তন করার অনুমতি রয়েছে। এখন এগুলোর বাস্তবায়নের প্রয়োজন। এ কেত্তে অবশিষ্ট দোষ ও শান্তির মধ্যে অনুপাতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। এখানে হাকিম ব্যবধান করে যায়, এখানে কেঠুর ব্যবহার অবর্তন না করা উচিত। নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাম সেখানেই গীর্জার মারাত্মক অনুমতি দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একাধিক অনিষ্ঠা সহকারে এবং লাচার হয়েই। আবার তারপরও একে অপরে করেন নি। তবুও কেনা কোন আলম এমন হয়ে থাকে যে সেখানে মারাত্মক না করল সেগুলো থাকতে না। এ অবস্থায় নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে যা চেয়ে যেত না, নির্দেশভাবে মেরে না এবং এমন জিনিস দিয়ে মেরে না যা, যা শীতল দেগ রেখে যায়।

৬০. দু'জন বলতে এখনো দু'জন সালিশকে বুকানো হয়েছে। আবার শ্যামী-শ্রীকেও বুকানো হয়েছে। যে কোন খোঁড়া বিবদারের অর্ধে মীমাংসা হতে পারে। তবে বিবদার পক্ষ দু'টি মীমাংসা চায় কিনা এবং যারা সুঝোত্তরে থাকে সালিশ করেন তারা আত্মরক্তার সাথে উড় পক্ষের মধ্যে মিলিত করে দিতে চান কিনা, এরি ওপর মীমাংসার সর্বত্রু নিষ্ঠার করে।

৬১. এ আয়তে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, শ্যামী-শ্রীর মধ্যে সম্পর্কের অনবি সেখানে দিলে বিবদার থেকে সম্পর্ক ছিল হবার পর্যায়ে মীমাংসা বা ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়বার আগেই ঘটেছে তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য এ পদ্ধতি ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, শ্যামী ও শ্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন কেনক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিবদারের ব্যবায়ে অনুসন্ধান চালাবেন। তারার এক সাথে বসে এর সমাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই সালিশকে নিযুক্ত করবে? এ প্রথমে আদালত অনুষ্ঠান রেখেছেন। এর ফলাফল হয়েছে, শ্যামী-শ্রীর চাইলে নিজেদের অনুভূতির মধ্যে নিজেরাই একজন কেনক নিয়ে দু'জন বাহার করে আনতে পারে। তারাতে তাদের বিবদার নিশ্চিত করবেন। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। আবার ব্যাপারটি যদি আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিয়েছে কোন সিদ্ধান্ত নেভে আবেক পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে দিতে পারে।

সালিশের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকিরদের একটি বল থাকে, এই সালিশের চড়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসার চাইলে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের মত, ঢুঁত্ত মিটমাট করার বে সগতি ও সত্যতা পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা সুরাখিন করতে পারে। এই সুপরিশ মেনে নেয়া না মেনে যাওয়ার ইচ্ছিতার শ্যামী-শ্রীর আছে। তবে শ্যামী-শ্রীর যদি তাদেরকে তালক বা খুলা তালক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বীয় হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের ফাইয়াসালে মেনে নেয়া শ্যামী-শ্রীর জন্য আর্জির হয়ে পড়ে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমের এই মত পোষণ করেন। অন্য দলের মত, উভো সালিশের ইতিবাচক
যাইহো আল্লাহ এবং প্রসিদ্ধ শিফা, যারা মুসলমানদের সাদৃশ্য দিয়ে আমি তারা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্ধী করে। তার সাথে কাউকে শর্করা করো না। বাপ-মা’র সাথে তালো বাবার করো। নিকট আত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথে সম্প্রভাব করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাধী, মুসলিম এবং তোমাদের মালিকানাধীন পাণ্ডিত ও গোলামদের প্রতি সর্বাধিক ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে বেঁচে রাখা, আল্লাহ এরা কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মহারণকারী টুকে সরা আন করা এবং নিজের বভূত করে। আর আল্লাহ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুহ্রে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছে সেগুলো গোপন করে।

সিদ্ধ দেবার এবং খুঁড়া মিঠাট করে আবার একসাথে মিলিমিলে চালার ফায়সালার করার ইহুদিয়ার আছে কিন্তু ভারী-স্ত্রী এবং অন্যদের মত পৃথক করার।

হাসান কবরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সন্ত্রাস ফকির এই মত পূর্ণ করে।

ভূতল একটি দলের মত, এই সাদিকি স্ত্রী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার পূর্ণ ইহুদির রাখা। ইবনে আবুস, সাদিক ইবনে জুবাইর, ইবরাহিম নাককি, সাবি, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন এবং অন্যান্য ফকির এই মতের প্রথম।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলিয়া (রা) ফায়সালার বেশ নিজীর আমাদের কাছে পৌঁছেছে; তার তো তারা যারা তারা তার সাথে সাথে সাথেই অবস্থান পক থেকে তাদেরকে নিজেদের ফায়সালা করার গায়ক করার প্রাশাৎন কমতা দান করতেন। তাই হযরত আলিয়া ইবনে অবু তলেব এবং তার স্ত্রী হযরত ফতেমা বিনতে উত্তরাহ ইবনে রাবিউর মামলা যখন হযরত উসমানের উদালতে দায়ের করা।
৬২. মূল ইবাদত বলা হয়েছে : "আসসা-হিরু বিল জানবে।" এর অর্থ অন্তর্গত বক্তা-বান্ধব হতে পারে আবার এমন লোকও হতে পারে যে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে কোন এক পর্যায়ে সংখ্যা দিতে যারে। যেমন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন এবং পথে কোন বাণিজ্য আপনার সাথে চলছে অথবা কোন লোকাবন্ধন আপনি সাধারণ এবং অন্য কোন জনগণদায়ক আপনার পাশে বসে রয়েছে। অথবা সফরের মাঝপথে কোন বাণিজ্য আপনার সাথে সংগঠন হয়ে গেছে। এই সাময়িক সংখ্যা প্রত্যক্ষ ডায় ও শাক্তি বাণিজ্যের পথ বর্তমান অধিক ও দাঁড়িত অপর করে। যার ফলে সে খাদ্যস্বর তার সাথে সদ্যজ্ঞান করে এবং তাকে কষ্ট দিতে বিতর থাকে।

৬৩. রাজ্য যদি এমনভাবে থাকে যাতে মনে হয় অল্লাহ তার ওপর কোন অনুগাম করেননি, তাহলে এই হয় অল্লাহর অনুগামকে গোপন করা। যেমন কাউকে অল্লাহ অনুগাম দান করেছেন কিন্তু সে নিজের সাথে তুলনায় অনেক নিম্নমানের জীবন যাননি। নিজের নির্মাণকে বিরহ দেওয়া অনুগামকে সাহায্য করে না। সংক্ষেপে অর্থ-সম্পদ বাড়ি অথবা অন্য বিষয় দিন করে না। দৃষ্টান্তের কোন লোক তাদের মনে মনে, এ সাধারণ বড় গরিব। এটা আসলে অল্লাহর প্রতি মারাত্মক পরামর্শের অক্ষুন্নতা। হিসেবে বলা হয়েছে, নবী সালামালা আলাইহিও ওয়া সালাম বলেছেন:

"আল্লাহ যখন কোন বান্ধবে নেয়ামত দান করেন তখন তিনি সেই নেয়ামতের চিহ্ন বান্ধব ওপর প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করেন।"
খাঁ, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান অন্তর্ভুক্ত এবং যা কিছু আল্লাহ
তাদেরকে দিয়েছেন তা-থেকে বায় করতো, তাহলে তাদের মাধ্যমে এমন কী
আকাশ তোঙ পড়তো? যদি তারা এমনটি করতো, তাহলে তাদের নেকার অবহ্ষ
আল্লাহকে কাছে গোপন থেকে যেতো না। আল্লাহ কারা ওপর এক অর্থ পরিমাণও
জুরু করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দুঃখ
করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরুষকার প্রদান করেন। তারপর চিহ্ন
করা, যখন তা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাফতি
আনেবার এবং তাদের ওপর তামাক (অর্থাৎ মুহাম্মদ সালাহাই আলাইহি ওয়া
সালামকে) সাফতি হিসেবে দাঁড় করারো ৬৪ সে সময় যারা রসূলের কথা মাননি
এবং তার নাফশানি করতে থেকে তারা কামনা করতে, হায়। যামাল যদি ফেটে
যেতে এবং তারা তার মধ্যে চেল যেতে। নেব্জান তারা আল্লাহর কাছ থেকে
নিজেদের কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

অর্থাৎ তার যাওয়া-দাওয়া, বসবাস করা, বেসামরিক করা, বেসামরিক করা,
কৃত্রিম ইত্যাদি প্রতিটি কেটে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রকাশ হবে হবে।

৬৪. অর্থাৎ হে যুগের নবী তার যুগের লোকদের বাড়ালের আল্লাহর আদালতে
সাফতি দিবেন। তিনি এই মরম সাফতি দেবেন, হে আল্লাহ। জীবনের সোজা-সরূপথ এবং
চিতা ও করমদের সঠিক ও নির্দিষ্ট পথে যে শিখা তুমি আমাকে দিয়েছিলে তা আমি
এদের কাছে পোষ্টের দিয়েছিলাম। তারপর এই সাফতি মুহাম্মদ সালাহাই আলাইহি ওয়া
সালাম তার যুগের লোকদের বাগাও পেশ করবেন। আর কুরআন থেকে জানা যায়,
তারা আগমন কাল থেকে নিজে কিয়ামত পর্যন্ত সাধা-কালাই তার যুগ। (আলে
ইমরানের ৬৯ টিথা সেখান)
যাইহো আল্লাহ! আমরা অনেক সময় সকালে শুরুর পর তাকে শোনাইলাম এবং সকালের স্থানেই ত্যাগ করলাম। তাই তাকে মেন্ডর না করা পর্যন্ত তাকে যেতে যেতে না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হয়, তাহলে অপরিচ্ছয়তা হয়। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয় পড়া, তবে তার কথা বলুন না। তাই তার পথ অগ্রসর করুন এবং রাত্রিভুক্ত খাবার নিয়ে এসে তার কথা বলুন। তাই তিনি তার দৈর্ঘ্য নিয়ে এসে তার কথা বলুন।

৬৫ এটি মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশটি সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস।

৬৫. এটি মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশটি সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। এখানে কেবল একা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস।
ব্যবহার করা হারাম এবং অন্যান্যকে নেশাপূর্ণ অবস্থায় নামায় পড়া দিগন্ত এবং আরো অনেক বড় পোশাক।

৬৬. এ জন্যই নবী সালাহার আলাইহী ওয়া সালালাম নির্দেশ দিয়েছেন, যখন ব্যক্তির প্রশ্ন সুন্দর অবক্ষণ হয় এবং নামায় পড়তে গিয়ে সে বসবাস তদন্ত হয়ে পড়ে তখন তার নামায় রেখে গুরুত্ব পড়া দরকার। কোন কোন লোক এই আযাত থেকে এই মর্য প্রমাণ পেলে করেছে যে, যে ব্যক্তি নামায়ে পড়ে আরো সাধনের অর্থ বোঝে না তার নামায় হবে না। কিন্তু এটা আসলে একটা অথবা কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনের প্রশ্নলীলীও এর সমর্থন করে না। কুরআনে 'হাতা তাফকাহ' বা 'হাতা তাফাহাম মা তাফকুনুন' (অর্থাৎ নিঃসন্দেহ লাভ না করা অথবা বুঝতে না পারা) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, 'হাতা তালাম মা তাকুনুন।' অর্থাৎ নামায়ে এক ব্যক্তিকে এককের সজ্জা থাকতে হবে যে, যে নিজের মুখে কি মধ্য, তা তাকে অবশ্যই জানতে হবে। যে নামায় পড়তে ডাকিয়ে যেন গনগল গাইতে শুরু না করে দেয়।

৬৭. কুরআনে উল্লেখিত মূল শহ হচ্ছে, 'জুনুনান'। এর মানে হচ্ছে, দুর হয়ে যাওয়া, দুষ্ট এবং সমর্পণত্তীত। এ থেকে 'জনুনি' (অপরিচিত) শব্দটি বের হয়েছে। শরীয়তের পরিবর্তে জুনুর বা জানাবাত অব্য হচ্ছে, যৌন প্রয়োজন পৃষ্ঠ করার এবং বরস মধ্যে সীমায় হবার ফলে 'নামাণ্ডল' বা 'নাপায়ে' সৃষ্টি হয়। কারণ এর ফলে মানুষ তাহারাত বা পরিণত শুনুয়া হয় পড়ে।

৬৮. ফুসীহ এবং শুফাইলিসের একটি দল এই আযাতের অর্থ ভাবে গ্রহণ করেছেন যে, জুনুনি (নাপাক) অবশ্যমাত্র মসজিদে না যাওয়া উচিত। তবে কোন কাজে মসজিদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তেমন পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসুর, আনাস ইবনে মালিক, হাসান বসরী, ইব্রাহিম নাসি প্রমুখ ফুসিহগণ এই মত অবরোধ করেন।

কিন্তু এক দলের মতে এর অর্থ হচ্ছে সফর। অর্থাৎ যদি কেউ সফর যায় এবং এ অত্যস্ত নিজে জুনুনি হচ্ছে তাহলে তার সফর করতে পারে। আর মসজিদের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে এই যে, জুনুনিতে অন্য অন্য করে মসজিদে বেস থাকা যায়। এই মত অবরোধ করেন হযরত আলী, ইবনে আবু সাঙু, সাইদ ইবনে জাহার এবং অন্যান্য কবি কিছু।

তাই এ ব্যাপারে সাধারণের একটি মত, যে, কোন মাত্র যদি তার সফর অন্যান্য জুনুনি হচ্ছে তাহলে তার পক্ষে পেটল করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে তায়াসুম করে নামায় পড়তে পারে। কিন্তু এর শব্দটি এ বিষয়টি গ্রহণ করেন হাদীস থেকে এর দ্বিতীয় দলটি এ ভিত্তি রাখেন কুরআনের উপরেরক আযাতের ওপর।

৬৯. এখানে কুরআনের মূল শহ হচ্ছে 'নামাস'। 'নামাস' অর্থ সম্পর্ক। ফুসিহগ এই 'সম্পর্ক' শব্দটির অর্থ হবে যাপারে মসজিদের মত অবরোধ করেন। হযরত আলী, ইবনে আবুসা, আবু মুনা আশারারি, উমাই ইবনে কা'ব, সাইদ ইবনে জাহার, হাসান বসরী এবং বিকর ইমামদের মতে এর অর্থ হচ্ছে সবাই। ইমাম আবু হফিজ, তার শাগুরদুম এবং ইমাম সুফিয়ান সোরীবা এই মতটি অবরোধ করেন। এর বিপরীত মত গ্রহণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুর ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এ ছাড়াও কোন কোন বোঝা যায় যে, হযরত উমর ইবনে খাতাবেরও এই অভিমত ছিল। অর্থাৎ তিনি এর অর্থ কেবল মাত্র 'সম্পর্ক করা' বা 'হাত লাগানো' নিয়েছেন। ইমাম শাফেইঈ এ মতটি গ্রহণ
আল্লাহ তাঁর নিকটে লিখিত রয়েছে যে, তুমি বলবে। তাঁর পাশে নেই কোনো পত্র বা লিখিত। তাঁর কাছে একটি কাগজ নেই। আল্লাহ তাঁর নিকটে লিখিত রয়েছে যে, তুমি বলবে। তাঁর পাশে নেই কোনো পত্র বা লিখিত।

করেছেন। আবার কোনো কোনো ইমাম যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে অবস্থায় যাকার যে 

70. এই নির্দেশটির বিপরীত অবস্থা হচ্ছে এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো অন্য কোনো 

তাঁদের পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো কোনো 

পারা : ৫
যারা ইহুদী হয়ে গেছে, ৭২ তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শদেক তার স্থান থেকে ফিরিয়ে দেয়নি এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের জন্য নিজেদের জিহা কূটনীতি করে, আমরা শুনলাম এবং আমরা আমাদের করলাম। আর সুনাম না শোনার মতোই এবং বলে রহস্য। ৭২ অথব তারা যদি বলতো, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম এবং চোখ ও আমাদের প্রতি লক্ষ করো।” তাহলে এটা তাদেরই জন্য হতো এবং এটাই হতো অধিকতর সত্তার পরিচয়। কিন্তু তাদের বাতিল প্রতিরোধের কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অতিশয় পড়েছে। তারই তারা কখনই ঈমান এনে থাকে।

তায়ামুমের অন্য মাতিতে হাত যখন অপরিহার্য নয়, যে জায়গার ওপর ধুলো পড়ে আছে এবং শুকনো মাটি সহিত যেকোনো জায়গায় হাত ঘনে নেয়া যা অন্য যথেষ্ট বিকাশ হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, এভাবে মাতিতে হাত ঘনে সেই হাত ঢেকার ও হাতের ওপর বুলালে তাহারাত তথা পাক-পরিত্যাগত অর্জিত হয় কিভাবে? কিভাবে? আমার এটি মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি এবং নামাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কৌশল বিষয়। এরা যে লাভগুকি অর্জিত হয় তা হচ্ছেঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানি বহনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে না হলেও মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি জাগিতে থাকবে। শরীরের পাক-পরিত্যাগত যে আইন প্রবর্তন করেছে সে বর্তমান তা মেনে চলবে। তারা মন থেকে নামাজ পাড়ার মেয়া হাতের অবস্থা ও নামাজের পাড়ার মেয়া না হবার অবস্থার মধ্যকার পাকবহুল কথন বিদ্যুতু হবে না।

৭২. আত্রী কিতাবের আলেম সমাজে সম্পর্কে কূর্তজন অনেক ক্ষেত্রে এ বিধান পেশ করেছে যে, “তারকেকি কিতাবের আলেমের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।” এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথম তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ হারিয়ে ফেলছিল। তারপর আল্লাহর কিতাবের যা কিছু তাদের কাছে ছিল তার প্রজনন এবং তার উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য।
হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নামিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদঃ ৯৯ কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেয়ারা বিক্রত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবার-ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অতিশীত করার আগে ৯৮ এর প্রতি ঈমান আনা। আর মনে রাখো, আল্লাহ নির্দেশ প্রতিজ্ঞাপূর্বক হয়েই থাকে। আল্লাহ অবশ্য প্রতিরক্ষক মাফ করেন না। ৯৯ এ ছাড়া অন্যান্য যাতে গোনাহী হক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। ৮০ যে বাটি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শীঘ্র করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।

তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যারা নিজেদের আত্মাত্বী ও আত্মপরিত্বর বড়ই করে বেড়ায়? অথচ শুকি ও পবিত্রতা আল্লাহ যাকে চান তাকে দেন। আর (তারা যে শুকি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের ওপর বিদ্যাগত জুড়ে করা হয় না। আরাহাদ দেখো তো, এরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে একটই কৃতিত্ব হয় না। এদের স্পষ্ট গোনাহী হবার ব্যাপারে এই একটি গোনাহের যথেষ্ট।

বিষয়ে তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত আল্লাহ কেন্দ্রীত্ব হয়ে গিয়েছিল শারীরি বিবর্ধ, বিবিধ ও নিদর্শনবীর খুটিনাটি আলাদা এবং আকাদি-বিশালের দাসবিদ্ধ জটিলতার মধ্যে। এ কারণেই তারা দীনের ভাতপথ ও
সারস্বত সাথে অপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে যথার্থ দীনদায়িত্ব চিহ্নিত ছিল না। অর্থাৎ তাদেরকে ধর্মীয় আলেম ও জাতির নেতা কলা হতো।

৭২. ‘যারা ইহদী’ না বলে বলেছেন, ‘যারা ইহদী হয়ে গেছে’। এর কারণ প্রথম তারাও মুসলমানই ছিল, যেমন প্রতিকৃত নবির উমাত আসলে মুসলমান হয়। কিন্তু পরে তারা কেবলমাত্র ইহদী হয়েই রয়ে গেছে।

৭৩. এর দ্বিতীয় অর্থ হয়। একবার তারা আলাদায়িত কিন্তে দেখা হয়েছে করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ যাকাবার সাহায্যে কিতাবের আয়ত্তের অর্থের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আমাদ। তিনি, তারা মুহাম্মদ সালাহাদ আলাইহি ওয়া সালাম ও তার অনুসারীদের সাহস্ত্রে এসে তাদের কথা শুনে এবং সেখান থেকে তাদের কথা সাধারণ মানুষকে ইসলামী দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

৭৪. অর্থাৎ তাদেরকে অদ্বার বিদ্যমান দূরন্ত হলে তারা উচ্চধর্মে বলে ওঠে, “সামা’না” (আমরা গৌরবী) এবং নীচু পৃথক বলে, “আসাইনা” (আমরা অমান্য করলাম)। অর্থাৎ তারা “আতারা” (আমরা অনুপ্রাণিত করলাম) শব্দটি এমনকি নিজেদের কথা বাকী আপনাকে প্রতিপালিত করে উক্তি করে যায় তেলা “আসাইনা” (আমরা অমান্য করলাম) হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ কথাবার্তার মাঝখানে যখন তারা মুহাম্মদ সালাহাদ আলাইহি ওয়া সালাম কেন কথা বলে চায় তখন বলে, “ইসুমুম” (নূরুন)। আমাদের সাথে যাতেই বলে ওঠে, “গাইরা মুসামাদিন।” এই “গাইরা মুসামাদিন” শব্দের দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হতে পারে ৪ অর্থে এরনি একজন সমান্তরাল বৃহস্পতি, যাকে তারা ইসলাম বিশেষতে কোন কথা উচ্চারণ করা হয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে ৫ তেমনকে কোন কিছু শুনাবে এমন গৌরবে তেমন নই। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আলাদায়িত তুমি যেমন বিশ্বাস হয়ে যাও।

৭৬. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১০৮ তিকা দেখুন।

৭৭. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আলেম ইমরানের ২ তিকা।

৭৮. সূরা বাকারার ৮২ ও ৮৩ তিকা দেখুন।

৭৯. একথা করার কারণ হচ্ছে এই যে, আলী কিতাবগুলো নবি ও আসামানি কিতাবের অনুষ্ঠির দাবী করে তারা পিকারের মধ্যে ছড়ে দিয়েছিল।

৮০. এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শীঘ্র করবে না এবং বাদবাকী গোনাহ নন্দার কথা থেকে ধরে দিয়ে গণ্য করে। বরং এ কথার মূল হয়েছে যে, সিকিরের গোনাহকে তারা মূলধন গোনাহ মনে করে এসেছে। অর্থাৎ এটি সর্বোচ্চ বড় গোনাহ। এমন কি অন্য সম্পত্তি গোনাহ মন্দ হতে পারে কিন্তু এই গোনাহটি মাফ করা হবে না।

পারা ৫
আমি তাদেরকে দেখি, যাদেরকে কিন্তু অন্য অচেতন ও তাদের অসহায় হয় তাদের কাফেরদের সম্পর্কে বলি, ইমানদারদের তুলনায় এই তো অধিকতর নিত্য পথে চলছে। এই ধরনের লোকের ওপর আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আর যাদের অন্য ও আলাদা লান্ত বর্ণ করেন তারা তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। রাতি পরিচালনায় তাদের কোন অংশ আছে কিন্তু তাই হতো, তাহলে তারা তাদের অন্যদেরকে একটি কানাকড়িও দিতে না।

ইহুদী আলেমরা শরীয়তের ছোট ছোট বিষয়ে নিষেধ পালনের ওপর খুব করী ওরূপ দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোটটাতে বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই বাচাইয়ে অতিবাহিত হতো। তাদের ফলকাণ্ডে এই খুচুটাতে বিশ্লেষণের কিছু কাজ করেছিলেন ইসলামদের মধ্যে। কিন্তু তাদের সে কোন নিঃসৃষ্টি ছিল একটি হলকা ও ছোট গোনাখ। তা হল এই গোনাটির হাত থেকে বাংচার জন্য তারা কোন প্রকার চিহ্ন ও হচ্ছে চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুসলিম কার্যকর থেকে বাংচার জন্য কোন উদ্দেশ্য তারা নেননি। মুসলিমদের সাথে বাংচার এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতায় তাদের কাছে কর্তিক মনে হয়নি।

৮১. ‘জিবুত’ মানে অস্ত, অমূলক, ভিতরভিতর ও অক্ষয়কর জিনিস। ইসলামের পরিভাষায় যাদু, টোনা, টেটকা, ভাগ্য গণনা, জেকভিজ, তাত্ত্বিক ইত্যাদির কুমিল্লার ও অন্যান্য জাতীয় প্রকার কথা ও ক্রিয়াকর্মকে জিবুত বলা হয়েছে। যাদুইসে বলা হয়েছে।

নিয়মনিরপেক্ষ ও বিপরীত পরিণাম

অথবা পাঁচ ধরনে থেকে আন্দের ভালো-মনে অভ্য বহিতে, তারা পুনর্বাচন পদচ্যুত থেকে কৌতূহল দুর্নীতি মূলক ভালো-মনে ধরণে নেয়া এবং এই ধরনের কাজভূক্ত

পারা ৪ ৫
তাহলে কি অন্যদের প্রতি তারা এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুরাগ দানে সমৃদ্ধ করেছেন?
85 যদি এ কথা হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জেনে রাখা দরকার, আমি ইবরাহীমের সহানদেরকে কিংবা হিমাত দান করেছি এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজত্ব।
86 কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ এর ওপর ইমান এনেছে আবার কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
87 আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তো জাহানারের প্রজ্বলিত অনুযায়ী যথেষ্ট। যারা আমার আন্তঃতালা মেনে নিতে অধীকর করেছে তাদেরকে আমি নিষ্ঠাবাদিদের অগণন মধ্যে নিক্ষেপ করবো।
আর যখন তাদের চামড়া পুঁজু গলে যাবে তখন তার জায়গায় আমি অন্য চামড়া তৈরী করে দেবো, যাতে তারা খুব ভালোভাবে আমারের স্বাদ গ্রহণ করে পারে।
আল্লাহ বিপুল কর্মকার অধিকারী এবং তিনি নিজের কাজের ফলাফলের বাস্তবায়নের কোনও খুব ভালোভাবেই জানেন।

অন্যায় অনুমানভিত্তিক সৌভাগ্য বা দুর্গন্ত চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত এর অত্যন্ত হুমকী।” কাফেই আমাদের ভাষায় আমারা যাকে কুসংক্রান্ত বলি এবং ইব্রাহীমীতে যাকে বলা হয় Superstitions সেটিই আসলে চিহ্নিত।

৮২. এর বার্ষিক জন্য সূরা বাকারার ২৮৬ ও ২৮৮ টিকা দুটি দেখুন।

৮৩. ইহীদী আলেমদের সবাধিকারী এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুহাম্মদ সালামাল্লাহ অলাইহী ওয়া সালামার ওপর যারা ইমান এনেছিল তাদেরকে তার আরেক মূর্তির চাইতেও বেশী গোপন মনে করতো। তারা বলতো, এদের চাইতে এই মূর্তিকরাই তো বেশী সত্য পক্ষে অনুসারী। অথচ তারা স্পষ্ট দেখেছিল, একবিক রয়েছে নিত্তেজালী তায়হীদা, যার মধ্যে শিরীখান কাকার গল্পেও দেই এর অন্যদিকে নিত্তেজাল মূর্তিপূজা, যার নিদর্শন ও প্রতিবাদে সম্মান বাইবেল উক্ত করা।

পারা ৪ ৫
ও এ জীবনলহে মুক্তি লাভের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রীতিতে জ্ঞান লাভ করে নেয়।

আর যারা আমার আয়তগুলো নিয়ে পড়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হবে যারা নিয়মনিষ্ঠে কর্মকাণ্ড প্রবর্তিত করে। সেখানে তারা তাদের জীবনের চিন্তাধারা, তারা সেখানে পরিপূর্ণ জীবনে লাভ করে এবং তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো যে হিসাবে যাত্রা করে।

হে মুনিমান! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমাত্য তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবো নির্দেশ দিয়েছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় আদল ও নায়ন্নিতি সচারাত ফায়সালা করো। ৮৮ আল্লাহ তোমাদের বুদ্ধি উন্নতি উপদেশ দান করেন। আর অবশ্য আল্লাহ সবকিছু প্রশান্ত ও দেখেন।

৮৪. অর্থাৎ কে সত্য পথে আছে আর কে সত্য পথে নেই, একথা বলার কথ্মা তারা কোথায় থাকে পেলাও? আল্লাহর রাজত্বের কেন অংশ কি তাদের অধিকার এসেছে? যদি এমন হতা, তাহলে অন্যরা তাদের হাত থেকে একটি কানাকড় পেত না। কারণ তাদের মন বড়ুই সংক্রান্ত, সত্যের স্বতন্ত্রতার পর্যন্ত দিতেও তারা অবাধ। এর বিত্তায় অর্থ এই হত পারে: তাদের হাতে কি কেন দেশের রাজ ক্ষমতা আছে যে, অন্যরা তাতে অংশগ্রহণ করতে চায় এবং তারা ওদেরকে তা থেকে কিছু নিয়ে চায় না? এখানে নিষ্কর্ষ অবিভক্ত জীবনের প্রশি ওঠে। আর এ ব্যাপারেও তারা কার্যকর করেছে।

৮৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের অনুমতি তন্দ্রা থেকে নিজেরাই আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও পূর্বক্ষেপের অংশ বলেছিল, অন্য লোকেরা যখন তা লাভ করত হয়নি এবং অন্যদের নিজেদের জনগণের মধ্যে এক মহান নবীর আত্মাবাদের মাধ্যমে এমন এক অন্যায়বিক, নৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিভুক্তি ও বাধ্য জীবনধারার উত্তর হলো, যার অনাবার্ত গর্ভগতি হচ্ছে উত্থান, উন্নতি ও অগ্রগতি তখন তারা হিংসার ব্যবহার শুরু পড়ে মরেছে। আর এই হিংসার কারণগুলো তাদের মূখ থেকে একে কথা বের হচ্ছে।

৮৬. 'বিস্তৃত রাজত্ব' মানে দুর্যোগের নেতৃত্ব ও নির্বাচনী। আল্লাহর কিছু তাদের আমাদের জন্য লাভ করার এবং নেই জন অনুযায়ী কাজ করার অনিবার্য ফল রচনা পৃথিবীর জাতিদের নেতৃত্ব দান করার এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
যাইহে এই হেন অনুগতা ও আরো অনুগতা করে রসূলের আর সবের শান্তি ও কফতার অধিকারী। এরপর বদি তাড়িত মার কন্যা স্বজ্ঞানের পার হিট দেখায় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

সূরা আনু নিসা

চে ঈমানদারগণ! অনুগতা করো আল্লাহর এবং আনুগতা করো রসূলের আর সাদা সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দারিদ্র ও কফতার অধিকারী। এরপর বদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

৮৭. মনে রাখতে হবে, এখানে বনী ইসরাইলের হিসাব ও বিদ্যমান বক্তব্যের জবাব দেয়া হচ্ছে। এই জবাবের অর্থ হচ্ছে, তোমারা হিসাব সত্য পড়ে পড়ে নিয়ে কেন? তোমরা ইসরাইলের সত্য। আর এই বনী ইসরাইলে তো ইসরাইলের সত্য।

৮৮. অর্থাৎ বনী ইসরাইলের যেসব খারাপকে লিখ হবে গেছে তোমরা সেখানে যেকোনে দেখে দেখো তাদের কুটি। বনী ইসরাইলের একটি মৌলিক দোষ ছিল এই যে, তারা নিজেদের পনের বিধান মৌলিক অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদস্থতি (Positions of trust) এমন সব লোকের কাছে দেয়া গুরু করেছিল যা অন্যের সৃষ্টি, সংক্রান্ত, দুর্লভ, দুর্লভিত্তিরায়, যেমন ও যেমন। ফলে অনুরূপ নেতৃত্বের সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়েছে।

মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাইলের মতো আচরন করা না। বা তোমরা যেখানে লোকের কাছে অন্যান্য শপথ করার কথা আছে কেবল তাদের হতে আত্মনিঃসংস্কার না। বনী ইসরাইলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দুর্লভ এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও নান্দনীতির প্রায়কাত্ত বিপুল হয়ে গিয়েছিল। বাক্যায়ন ও জাতীয় ব্যবস্থাতে তাদের নিষিদ্ধ যুদ্ধ বিবাদের কাজ করে চলতো। সত্যিকারে সেখানে সুস্পষ্ট হৃদয়ের শিখ হতো। ইনসাফের গলা ছুরি চলাতে কখনো একটু কুটি বোধ করতে। না। সে যুগের মুসলমান তাদের বস্ত্রসংকুচিত করিতে অভিজ্ঞতা হতে কলমের লাফ করে ছিলো। একদিকে তাদের সামনে ছিল মুহাম্মদ
তাফসিমুন কুরআন

১৪৪
সূরা আনু নিসা

সাদাতালাহ আলাইহি ওয়া সালাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পূর্ণপরিত জীবনধারা। অন্যদিকে ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মৃত্তিকা পুজো করে ছিলো।

তারা কন্যা সত্তাতে জীবন করে দিতো। বিমানঝড়ে সবকিছু চারিদিকে তড়িৎ করতো। উল্লাস অবশ্য কামনা ঘরের চারিদিকে তড়িৎ করতে। এই তাফসিমু আলি কিতাবার এদের মধ্য থেকে প্রথম দৃষ্টির ওপর দ্বিতীয় দৃষ্টি সংগ্রহ করত। তারা একত্রে বেলে একটু লজ্জা অনুভব করতে না যে, প্রথম দৃষ্টির তুলনায় দ্বিতীয় দৃষ্টি অধিকতর সম্পাদক পক্ষ চলে।

মহান আল্লাহ তাঁর এই বইযা ফিকির বিবেচনায় সত্ত্ববাদী উৎসাহের জন্য পর এবার মুসলমানদের উপরে দিয়েছেন, তোমরা তাদের মতাধিকরণ হয়ে না। কারণ সাথে বক্তাদের হয়ে বক্তাদের হয়ে পরামর্শ করে না কেন সব অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়নিষিদ্ধ কথা বলতে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফাযাসালা করবে।

৮৯. এ আয়াতটি ইসলামের সম্পর্কে ধীর্মি, সামঞ্জস্য, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বর্তমান। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতত্ত্বের একটি অঞ্চল থাকতে পারে। এখানে নির্মিত মূলনিষিদ্ধের স্থায়ীত্বের প্রতিকৃতি করে দেয়া হয়েছে।

এক জন ইসলামী জীবন ব্যবহারে অনুরূপ লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

একজন মুসলমানের সর্বশেষের পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বাক্স। এর পরে সে অন্য কিছু মূলনিষিদ্ধের মূলনিষিদ্ধ জীবন এবং মুসলমানদের সমন্বেশ এবং মুসলমানদের সমন্বেত উভয়ের ক্ষেত্র এবং বিশ্বাস যে আল্লাহর অনুগতা ও বিশ্বাসের সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য অনুগত ও অনুস্মৃতি একজন মাত্র যেই পৃথিবী হবে যখন তা আল্লাহর অনুগত ও অনুস্মৃতির বিপরীত হবে না। যদি তাঁর অধিকার এবং অনুষ্ঠান হবে। অন্যথায় এই অনুরূপ এবং মৌলিক অনুগত বিবেচনায় প্রতিটি অনুগত সূচনা করে তবে দূরে নিক্ষেপ করবে। একটিতেই নবী সাদাতালাহ আলাইহি ওয়া সালাম নির্মুলক বক্তব্য করেন।

লা তাতাতা لِمُخْلَقِي فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থঃ “স্ত্রীর নাফরমানি করে কোন সৃষ্টির অনুগত করা যাবে না।”

দুই জন ইসলামী জীবন ব্যবহার সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের অনুগত। এটি কোন ক্ষেত্র ও যুগান্ত অনুগত না। বরং আল্লাহর অনুগততার একটি একমাত্র সাবধান ও কর্মসংস্পর্শ। রসূলের অনুগত এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ অম্লের কাছে পৌঁছাব তিনি একমাত্র বিশ্বাস ও নির্দেশরোপ মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের অনুগত করার পরেই আল্লাহর অনুগত করতে পারি। রসূলের সন্নদ্ধ ও প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর কোন অনুগত প্রমাণ হতে পারে না। আর রসূলের অনুগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিচারের নামস্বরূপ। নির্মুলক হাদিসে এই বক্তব্যটিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

মনِّ أطاعَنِي فَقَدْ أطَعْتُ اللَّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصِيَ اللَّهُ

“যে ব্যক্তি আমার অনুগত করলো সে আমার আল্লাহর অনুগত করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আমার আল্লাহর নাফরমানি করলো।”

পারা ৪ ৫
একটাই কৃত্তিক সামনের দিকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও দ্বিখণ্ডিতে পেশ করা হয়েছে।

তিনি উপরের স্থানের দুটি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আঘাতদায়িত্বের মুসলমানের হয়ে যায়। নেট হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর' যা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে মনে তদৃস্যাবধি তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃদ্ধি ও চিন্তাগুরু ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উল্লম্বয়ে করোম বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব হতে পারেন, তবে তাদের শাসনকর্ম পরিচালনাকারী প্রশাসন হতে পারেন, অথবা আদলের বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা সামাজিক বিষয়ে গোষ্ঠ, মহীশূন্য ও আহ্বানের নেতৃত্বদানকারী শেখ সরারাদ হাজারা হতে পারেন। নেটরা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়ে মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অন্য আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিনোদন সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা-বিপজ্জন ও বিপ্লবলয় সৃষ্টি করে যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দায়িত্ব হতে বাধা, ও উদ্যোগের বিস্তার ও সামাজিক বিষয়ে গোষ্ঠ, মহীশূন্য ও আহ্বানের নেতৃত্বদানকারী শেখ সরারাদ হাজারা হতে পারেন। নেটরা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়ে মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অন্য আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তাদের সাথে বিনোদন সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা-বিপজ্জন ও বিপ্লবলয় সৃষ্টি করে যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দায়িত্ব হতে বাধা, ও উদ্যোগের বিস্তার ও সামাজিক বিষয়ে গোষ্ঠ, মহীশূন্য ও আহ্বানের নেতৃত্বদানকারী শেখ সরারাদ হাজারা হতে পারেন। নেটরা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়ে মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অন্য আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন।

السُّمَّعُ والطّاعَةُ عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ فِي مَا أَحْبَبَ وَكُرَّ مَا أَمْلَى ِ

بِمَعْصِيَّةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سُمَّعَ وَلَا طَعَّةٌ (بَخَارِي وَمُسْلِمُ)

"নিজের নেতৃত্বের কথা শোনা ও মনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, যা তার

পছন্দ হেক বা না হেক, যে পর্যন্ত না তাকে নাফরামারির হত্যা দেয়া হয়। আর যখন

তাকে নাফরামারির হত্যা দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়।

(বখারী ও মুসলিম)

لاَ طَعَّةَ فِي مَعْصِيَّةٍ إِنَّمَا الْطَّاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ (بَخَارِي وَمُسْلِمُ)

"আলাহ ও রসূলের নাফরামারির ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে

শুধুমাত্র 'মারফ' বা বৈধ ও সংক্রান্ত।" (বখারী ও মুসলিম)

يَكُونُ عَلَيْكَ امْرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتَنْكَرُونَ فَمَنْ أَتَّكِرَ فَقَدْ بَرَى وَمَنْ كَرَىً

فَقَدْ سَلَمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضَىٰ وَتَبَاغِثُ فِئَالْوَا أُقَاتِلُهُمْ؟ فَالَّذِينَ

مَاتُواٰ (مُسْلِمُ)

তা-২১৯—
পারা ৪ ৫
নবী সালামালাইহি ওয়া সালাম বলেছেনঃ "তোমাদের ওপর এমন সব লোকের শাসন কর্তৃক চালায় যাদের অনেক কথায় তোমরা 'মানক' (বৈধ) ও অনেক কথায় 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে বাক্য তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অস্বীকার প্রকাশ করেছে, সে দায়িত্ব হয় পেয়েছে। আর যে বাক্য তা অপসর্গ করেছে, সেও বেঁচে পেয়েছে। কিন্তু যে বাক্য তাদের সত্যি হয়েছে এবং তার অন্যসর্বের করেছে সে পাকড়াও হবে।" সাহাবীগণ বিজ্ঞেয় করেন, "তাহলে এ ধরনের শাসিতদের শাসনালায় কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?" নবী সালামালাইহি ওয়া সালাম জবাব দেনঃ "না, যতদিন তারা নামায় পাড়ে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না)।" —(মুসলিম)

এখানে নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলাম হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুপ্রাচীত অন্যায় যায়ে যে, তারা অহংকার ও রসূলের অনুগত থেকে রক্ষার হেতু থেকে বিচারে পেয়েছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংঘাত করা ন্যায়সঙ্গত হবে। নবী সালামালাইহি ওয়া সালাম বলেনঃ

শার আইমাতেকম আল্লাহ তাব্বালা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং নিষেধ করুন, এবং তাদের নিষেধ করুন। তাদের প্রতি লাইভ বর্ধন করে থাকুন এবং তাদের প্রতি লাইভ বর্ধন করি থাকুন। সাহাবী আদর্শ করিন, এ আল্লাহর স্বত্ত্ব যে তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাত্র তুমি পারবে না। জবাব দেন না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায করে থাকবে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায করে থাকবে।"

এই হাদিসটি ওপর বিদিত হইতে অত্যন্ত সৃষ্টির করা তুলে দেয়েছে। ওপরের হাদিসটি থেকে ধারণা হওয়া যে, যতদিন তোমরা বাক্য জীবনে নামায পড়তে থাকে ততদিন তোমরা বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদিসটি থেকে একথা জা যায় যে, নামায পড়তে মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করায়। এখানে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নির্মিতব্যে নামায পড়তাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সঙ্গে তাদের অনাদীনের যে রাষ্ট্র ব্যবহার পরিত্যাগ হচ্ছে সেখানেও কমিয়ে আইমাতে সালাত তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাগুলো থাকে জন্যে বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবহার তার আসল প্রকৃতি দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলাম। অন্যদিকে যদি এটিতে না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তেজাদের শাসন ব্যবস্থার উপরের মুল জন্য প্রচুর ও সংঘর্ষ চলাচল মুসলমানদের জন্য বেশি হয়ে যাবে। একটিতেই অন্য একটি হাদিসে এবারে বর্ণনা করা হয়েছেঃ নবী সালামালাইহি ওয়া সালাম।
আলাইহি ওয়া সালাম আমাদের থেকে অন্যায় আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অজ্ঞাত নিয়েছেন:

آنَ لَا تَمْعَالِعَ الْأَمْرَ الَّهِيَّةَ أَلَّا أَنْ تَرْوَى كَفْرًا بَوَاحًا عِندُكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيّهِ


বুখারী ও মুসলিম

ছায়া চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্পষ্ট ও চূড়ান্তভাবে স্পষ্টকর হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই বলে, ইসলামী জীবন ব্যবহার আল্লাহর হক্ক ও রসূলের সুনাম হয়ে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও শাসনদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিচার দেখা দিলে তার সুনামার জন্য কুরআন ও সুনামের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুনাম এ ব্যাপারে যে ফাযাসলা দেবে তার সামান মাত্র নত করে দিতে হবে। একটি জীবনের সকল ব্যবহার কুরআন ও সুনামের সুনামেকে বিশেষ সেখানে যে নীরব বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুরআন ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ অলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে তাকে সেটি আসলে একটি অনেকগুলো ব্যবস্থায় নেয়।

এ প্রস্তাবে কেউ কেউ সম্ভাব্য প্রকাশ করে থেকে ঠাকরেন যে, জীবনের গাঢ়তাত্ত্বিক বিষয়ের ফাযাসলার জন্য কুরআন ও সুনামের দিকে ফিরে যাওয়া কিছুতে সম্ভব হবে না? কারণ মিউনিসিপালিটি, রেলওয়ে, ভারতীয় ইন্তারি অথবা বিষয়ে সংক্রান্ত কোন নিয়ম–কানূনের উর্ধ্বতন সেখানে নেয়। কিন্তু এ সংখ্যাটি তাদের মূলনীতি স্থিতিশীলতায় অনুযায়ী না করার কারণে সুন্দর হয়েছে। একে কোনো মুসলমানকে একাকী কফরে থেকে যে বিষয়টি আচরণ ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কফরের অনুমোদন না দিতে হবে। এর মুসলমান মূলনীতি ও বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও কোন কোন প্রত্যক্ষ আচরণ আছে বলে নেয় না এবং নিজেকে সে এর মূল্য নিয়ে চেষ্টা না করে। বিশ্বাস করা যে মুসলমানের তার প্রতিটি ব্যাপারে সূরাহ আল্লাহ ও তার নবী (সালাহাই আলাইহি ওয়া সালাম) দিকে ফিরে যায়। সেখানে কোন নিদর্শন পেলে না তার অনুমোদন করে। যা কোনো নিদর্শন না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই সেই বৈধতাতে পক্ষপাত এবং করার সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের বৈধতায় মূলনীতি একথার ওপরই স্বীকৃতি হয় যে, এই ব্যাপারে শরীরাত রূপান্তর পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে না দেয় একথা কথায় তেমন নিশ্চিত করে তাই এ ক্ষেত্রে কর্মের বৈধতা প্রদান করেছেন।

পারা ৪৫
আর তোমাদের যে তুমি যিনি অনওয়ানে যিনি আল্লাহর হয়তানে তোমাদের চিন্তাকারে তোমাদের প্রতিযোগিতায় নামল করা হয়েছে এবং সেই সব কিছুতের প্রতি যে তোমার পুরো নামল করা হয়েছে; কিন্তু তারা নিজেদের বিশ্বাসের কারণ করায় যারা তাদের দুর্ভাগ্যের দিকে ফিরিতে চায়, অথচ তাদেরকে তাদেরকে অপরিকার করার হক্ক দেয়া হয়েছে।

চে নবী। তুমি কি তাদেরকে দেখানি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে,
তারা ইমান এর নেছে সেই কিছুতের প্রতি যা তোমার পুরো নামল করা হয়েছে এবং
সেই সব কিছুতের প্রতি যে তোমার পুরো নামল করা হয়েছে; কিন্তু তারা
নিজেদের বিশ্বাসের ফায়ারেল করায় যারা 'তাওয়েদের দিকে ফিরতে চায়, অথচ
তাদেরকে তাদেরকে অপরিকার করার হক্ক দেয়া হয়েছে। — শহীদ বাদশাহ
tাদেরকে পথ হতে করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে যাত্রা নিয়ে যেতে
চায়।

১০. কুরআন মাজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিংবদন্তি মাত্র যার একই সঙ্গে
এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক এবং তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির
বিবরণ দেয়া হয়েছিল এই বিতোয় বাক্যে তার অপরিনিহত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা
হয়েছে। এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপাদানের চাহিদ যে মূলনীতি মেনে চলা
ইমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করে এবং অন্যদিকে এই
মূলনীতিগুলো উপলব্ধি করে এ দুটি পরস্পর বিপরীতির জিনিসের কথা। একব সমঝোতায়
হতে পারে না। বিতোয়ত, এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ
করার মাধ্যমে মুসলমানদের কল্পনা নিহত। কেবলমাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে
দুইয়ায় সত্য-সংলগ্ন পরের প্রতিযোগিতা রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা
পরকালে সহজকার হতে পারে। যে ভাবে ইহুদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থাও পরের
মন্ত্র করা হচ্ছিল এই উপদেশ বাইরে একটি তার শেষ হয়ে উঠেছে। এভাবে অভ্যন্তর
সৃষ্টি আইনগত মূলনীতিগুলোকে সরত করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে হলো বলা হয়েছে,
তাদের পূর্বীয় উমাত দীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যেতে অপরাধের
পর্যায়ে নিষ্কিং হয় হয়েছে যা থেকে মুসলমান শিক্ষার হয়েছে। যখন কোন অন্তর্দীপি
আল্লাহর কিংবদন্তি ও তার রসূলের হিতিযোগ পেছনে ফেলে দিয়ে এমন সব নতুন ও
মনোরমাদের আগ্রহ করতে থাকে, যারা আবার ও রসূলের হক্ক মেনে চলে না এবং
নিজেদের ধর্মীয় নতুন ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও মুহাজরের নন্দ এবং প্রমাণপত
জিনিস না করায় তাদের অনুভূতি করতে থাকে যখন তারা এই বদলী ইসলামদের
মতামত অসং ও অনিপ্পড়ি কাজে নিঃসরণ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন সব
দোষ-প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হতে থেকে নিকৃতি লাভ করা কোনও মতেই সম্ভব হয়।

পারা : ৫
আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসে সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাবি
করেছেন এবং এসে রসূলের দিকে, তখন তোমাদের দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা
তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। ১২ তাদের যখন
তাদের কৃতি অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফল বর্ধন তাদের থেকে কোন
বিপদ এসে পড়ে? তখন তারা কসম খেতে খেতে তোমাদের কাছে আসে ১৩ এবং
বলতে থাকেঃ আল্লাহর কসম, আমরা তো কেবল মঙ্গল চেয়েছিলাম এবং উভয়
কার্যের মধ্যে কোন প্রকারে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল আমাদের
বাসনা।

১১. এখানে ' তাওত' বলতে সুপ্তভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর
আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফাযাসালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে
বুঝানো হয়েছে যার আল্লাহর সাবেকতা কমতার অনুসারী হয় না এবং আল্লাহর কিছুক্ষন
চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) হিসেবে নীতিতে দেয় না। কাজেই যে আদালত
তত্ত্বের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফাযাসালার জন্য তার কাছে
উপস্থিত হওয়া যে একটি ইমাম বিরুদ্ধে কাজ, এ ব্যাপারে এ আইনের ব্যবস্থা
একবারে সুপ্তপ ও দ্বিতীয়। আর আল্লাহ ও তাতে কিন্তু সুপ্ত ইমাম আনার
অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী এ ধরনের আদালতকে বিচ্ছেদ আদালত হিসেবে দীর্ঘকাল
করে অধিকৃত আনানো প্রত্যেক ইমামদার ব্যক্তির কর্তব্য। ফাযাসলের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি
ইমাম আনা ও তাতেকে অধিকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংশাঙ্গীভাবে
যুক্ত এবং এর একটি অন্যটির অনিবার্য পরিপূর্তি। আল্লাহ ও তাওত উভয়ের সাথে
এই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুপ্তপ মুনাফিকের।

১২. এথেকে জানা যায়, মুনাফিকদের সংলগ্ন রীতি ছিল, যে মামলার ব্যাপারে তারা
আশা করতো যে, ফাযাসালা তাদের পক্ষে যাবে সেটি তারা নিয়ে আসতো নবী সালাহ
আলাইহি ওয়া সালামের কাছে কিন্তু যে মামলাটির ফাযাসালা তাদের বিপক্ষে যাবে বলে
তারা আশাক করতো সেটি তার কাছে আসতে অবিচার করতো। বর্তমান কালের বহু
মুনাফিকের এই একই অবস্থা। দীর্ঘকালের ফাযাসালা যদি তাদের অনুকূল হয় তাহলে
তারা নত মস্তকে তা মনে নেয়। অন্যথায় যে আইন, প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ ও
ওঁ ত্বক্তে তুমি বলেছ যে তুমি অহরর লেখচুড়া তুমি সুবর্ণ তুমি মূলের উপর তুমি প্রশস্তে তুমি উপর তুমি যাত্রা তুমি মূলের চেয়ে তুমি প্রশস্তে তুমি উপর তুমি যাত্রা তুমি মূলের চেয়ে তুমি প্রশস্তে তুমি উপর তুমি যাত্রা তুমি মূলের চেয়ে 

লাভ হয়। ১৪ আর যদি তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে যার ফলে তারা নিজেদের ওপর জ্বল করতে। তখন তোমার কাছে এসে যেতে এবং আল্লাহর কাছে কর্ম চাইতে আর রসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতে, তাহলে নিসনেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারি ও অনুগ্রহশীল হিসেবে পেতে। না, তে মূহুমাদ! তোমার রবের কস্ম, একে কখনো মুঁরিম হতে পারে না যতক্ষণ এদের পরামর্শিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোন ক্ষতি ও দিঘি হান দেবে না, বরং সংস্কারকরে মনে নেবে। ১৫

আল্লাহের মাধ্যমে তারা নিজেদের মন-মাফিক ফায়সালা লাভে আশা রাখে, তাই কেলো তারা আহ্রায় নেয়।

১৩. সহস্রত এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন মুসলমানরা তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ সম্পর্কে আনতে পারে এবং তার অনাদি করার ও শাস্তোষের অন্তর্ভুক্ত হবে হক করে হচ্ছে যে নিজেদের কাশরের নিঃশীতা দিতে হবে তারে।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্য আসন না যে, কেবল তাঁর রিতলাতের প্রতি ইমান অন্তর্ভুক্ত হতে তারপর ইমানের যে কাহারো অনুগ্রহ করায়। বরং রসূলের আরসনের উদ্দেশ্য এই হয় যে, জীবন যাপনের জন্য যে আইন কানুন তিনি আনেন

পারা : ৫

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওলো আমায় অশ্রু স্নেহে লেখিয়া আমায় ভেবে তোমরা আমার প্রতি শিরোমণিদান করতে প্রার্থনা করিলে। ১৫ এই তাদেরকে সে সুখ দেয় যে যদি তারা করিতে প্রেরিত হয় দুঃখীর জন্য অভিভাবক হয়ে ও অভিভাবক দুর্দম ও অমিলতাত্ত্বিক প্রয়াণ। ১৬ আর একটি করে আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক বড় পুরুষর দিতাম এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম।

দুর্গনির্ধারিত সমস্ত আইন কানন বাদ দিয়ে বিদান মাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বিধান দেন সেপক্ষে বিধান তাড় করে একমাত্র তাকেই কর্তব্য করতে হবে। যদি তারার এক কাজের স্বীকৃতি না হয়, তাহলে তার নিষ্ঠুর রসূলকে রসূল মেনে নেয়া অধিকার হয়ে পড়ে।

১৫. এই আয়াতে দেয়া নির্দেশটি কেবল মাত্র রসূলের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত এটি কর্তব্য হবে। নবী সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর হেদায়া ও প্রশংসনের ভিত্তিতে যে পত্তিতে তিনি কাজ করেছেন, তা উল্লাহীতে মুহম্মদের জন্য চূড়া হয়েছে ফারসালকরী সদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সনদটি মানুষ ও নান্যান কোন বাক্তির মুমিন হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। নবী সালাহু আলাইহি ওয়া সালাম হাদীসে একাধিকটি এভাবে বক্ত করেছেন।

লা যোমন আহ্মদকে হেবা হওয়া নিন্দা শীতে আল্লাহে প্রার্থনা করো।

“তোমাদের কোন বাক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে পাথুরি প্রবর্ধন করলে তার অধিকারী হবে এবং আমি যে হবে না তোমাদের কাছ থেকে কোন বড় রুখ্ত তাকে ও কুরআনীর অনুমতি কেনকেই বলে পারে না। তাদের কাছ যদি প্রাণান্ত বা যাবতী পরিন্যাস করার প্রবৃত্তি যাবার হয় তাহলে তার পরে সংসার সত্ত্বক পড়বে এবং ঈমান ও আনুগত্যের পরিবর্তে কুফী ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করবে।

পারায় ৪৫
সূত্র আনু নিসা

যে যাকে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরুষীর করেছেন নিজে, সন্তান, শরীর ও সমকামগীলদের মধ্য থেকে।

93. মানুষ যাদের সংগে লাগ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কাতিড় না চমকার সংগে।

100. আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুহার এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য এমনকী আল্লাহর আনু যেতে যায়।

97. অর্থাৎ যদি এরা সদ্মেহ সংক্রমন ও বিধার পথ পরিহার করে নিষ্ঠা ও একগততার সাথে রসূলের অনুগততার পথে এগিয়ে চলেছে এবং কোন অসংবাদ দেদূরল্যাম না হয়, তাহলে এদের জীবন অহিরতা ও অনিম্লজ মুক্ত হতে পারে। এদের চিঠ্টা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতাই সেদের সবিকাশে একটা স্বায়ত্ত ও সুদৃঢ় বুদ্ধিয়েরের ওপর প্রতিফলিত হতে পারে।

98. অর্থাৎ যখন তারা সংঘাত পরিহার করে ঈসাম ও নিশ্চিত বিশাস সহায়তার সাথে রসূলের অনুগততার করার ফায়সালা করে যখন আল্লাহ অনুহার হয় তাদের সামনে প্রচেষ্টা ও সংঘাতের সরল-সোয়া পথ উচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তখন নিজেদের শক্তি ও মেহং যে পথে বেঁধে করেন তাদের প্রতি পদক্ষেপ আসান মনোয়ন মনোয়নের দিকে চলে এগিয়ে যাবে যে পথটি তাদের পরিহার দেখতে পায়।

99. সন্তান বলতে এমন যাকে বুঝে যে পরম সত্যায়িত্ব ও সত্যদর্শী। তার মধ্যে সত্যতা ও সত্যহিততা পূর্ণিমায়া বিবাহিত থাকে। নিজের অচার-অচরণ ও সেদের সে হামশা সুপশ্চ ও সরল সোয়া পথ অনেকদিন করে। সে সবসময় সত্য দিয়ে হুম ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও নায়িকারবানী যে কোন বিষয়ের বিখ্যাত সে পর্যবেক্ষ সমান অনেক অটিত্তু নিয়ে রুখ দিয়ে দীঘাই। এ কেরে সমাননাম দূর্বলতারও দেখার না। যে এমনই পরিচিত ও নিজস্ব চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অন্যতম, বন্ধ-শত্রু, অপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্মজ্জ ও নিয়ম সত্যসীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুই অশান্ত করে না।

পারা: ৪ ৫
হে ঈমানদারগণ। মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রযুক্ত থাকে। ১০১ তাপর সুরহা দিয়ে পৃথক পৃথক বাহিত্যে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ে অথবা এক সাথে। হায়, তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে লাগিয়ে পড়তে গড়িমিসি করে। ১০২ যদি তোমাদের পক্ষে কোন একজন মুখমিত এসে পড়ে তাহলে সে বলে আল্লাহ আমার প্রতি ভুয়াই অনুশীল করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি। আপন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুশীল করা হয়, তাহলে সে বলে—এবং এমনভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রতিরূপ সম্পর্ক ছিল না,—হায়। যদি আমি তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরূদ্ধ সাফল্য লাভ করতাম। (এই ধরনের লোকদের জীবন উচ্চ) আল্লাহর পক্ষে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আল্লাহর বিনিময় দুর্নিয়ার জীবন বিক্রয়ে দেয়। ১০৩ তাপর যে বৃদ্ধি আল্লাহর পক্ষে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা বিজয় হবে তাকে নিচ্ছাই আমি মহাপূর্বকরাদান করবো।

শহীদ শহীদের অস্ত অর্থ হচ্ছে সাফি। শহীদ বলতে এমন বৃত্তি বুঝায় যে নিজের জীবনের সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার ঈমানের সত্যতার সাথে প্রদান করে। আল্লাহর পক্ষে লড়াই করে প্রাণ উৎসর্গকরেও এ কারণেই শহীদ বলা হয় যে, সে প্রাণ উৎসর্গ করে এবং তোলা করে দেয় যে, সে যে তিনিদের পক্ষে ঈমান এনেছিল তাকে যথাযোগ্য সাফা দিলে সত্য মনে করতো। এবং তা তার কাছে এর কেবল প্রিয় ছিল যে, তার জন্য নিজের প্রাণ অকারে বিলিয়ে দিতেও দিখা করেন। আবার এমন ধরনের স্বাভাবিক।
তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পক্ষে অসহায় নরনরী ও শিব্দের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্ভরীত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করেছে, হে আমাদের রব। এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা আল্লাহ এবং তোমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সহায়কারী তৈরি করে দাও। ১০৪ যারা ইমানের পক্ষ অবদর্ণন করেছে তারা আল্লাহর পক্ষে লড়াই করে। তারা কুফরির পক্ষ অবদর্ণন করেছে তারা নড়াই করে তাওতাদের পক্ষে ১০৫ কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়া এবং নিষ্ঠিত জেনে রাখা, শয়তানের কৌশল আসলে নিতাক দুর্বল। ১০৬

ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতকি নির্ভরীত হয় যে, তারা কোন বিষয়ে সাফ্ফ দিলে তাকে নিদিধেয়তা ও সাধ বুঝল হীরাকর করে নেয়া হয়।

সালেহ বা সংস্কর্ষিত বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকাঙ্ক্ষা-বিখ্যাত, ইচ্ছা, সংক্রম, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই সূচনা নিজের জীবনে সং ও সুন্তীর্থ অবদর্ণন করে।

১০০ অথবা দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের স্বপ্ন লাড় করে এবং আখেরতেও এদের সাথী হয় তারা কোন পৌরাণিক সম্পন্ন হয়। যদিও কোন ব্যক্তির অনুজ্ঞির মরে দুর্লভ ভিন্ন কথা, নয়াতে অসত্য ও দৃষ্টিকরা লোকদের সাথে দুনিয়ার জীবন যাপন করা আসলে একটি ফ্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আখেরতে তারা যে পরিসমাপ্তি সুন্তীর্থী হয়ে সেই একই পরিসমাপ্তি ভাবী হয়ে আখেরতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা বিপীল। তাই তো আল্লাহর নেক্সথার বাণীর হামেশা এই আখেরা গোপন করে যে, তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও যেন তাদেরই সাথে থাকে।
১০১. উদ্দেশ্য এ অংশটি এমন এক সময় নামিল হয়েছিল যখন ওহেদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোষ্ঠীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ অপসরি চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ধরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নামান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। উদ্দেশ্যে বিস্তার হয়েছে গেছে। উদ্দেশ্যে শর্ত শর্ত করে দিয়েছে। উদ্দেশ্যে জায়গায় আক্রমণের প্রয়োজন চলছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাদ বিবিধতাখন্ড করা হয়েছিল। তাদের প্রচারকরণের দীর্ঘ প্রচারের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব দিয়ে থেকে দিয়ে হত্যা করা হতো। মদিনার বাইরে তাদের জানালের কোন নিরাপত্তা ছিল না।

এ অবস্থায় এরনে সিদ্ধান্ত আয়ত যাতে ইসলামের তীর্থ ছুবে না যার সেনামুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সম্মান পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।

১০২. এর এক অর্থ এর হতে পারে যে, নিজে তো গতিমন্ত করেই এমন কি অন্যদেরকেও হিমত করে দেয়, তাদের বুক ভরে তুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বদন করার জন্য এমন ধরনের কথা বলতে থাকে যার ফলে তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বলে থাকে।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার বার্ধ পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের কাজ নয়। এটি এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আহারের পূর্বপুনর আহ্বান রাখে এবং নিজেদের পারিবারিক প্রাচুর্য ও সুমিষ্টির সমাজ সত্তবাদ ও সব ধরনের পারিবারিক বার্ধ একমাত্র আল্লাহর জন্য তাগ করতে প্রত্যয় হয়ে যায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হার, তাদের রব যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয় যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের তায়চু ও কুরআনী সরলী হয়ে গেলেও আহারেরও যে বিষয় না যায়।

১০৪. এধানে এমন সব মজলিম শিখ, নারী ও পুরুষদের দিকে ইহুদি করা হয়েছে, যারা মকান ও আলাদের অন্যদের সাথে ইসলাম রহম করেছিল কিন্তু তাদের হিসাব করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জ্বলন-নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য ছিল না। এদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার জ্বলন চালানো ছিল। ফলে এদের তাদেরকে এই জ্বলনের সাবেক থেকে উদ্ধৃত করে নিয়ে যায়, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যয়।

১০৫. এটি আল্লাহর একটি দ্বিধান্তী দৃষ্টিন্দৃষ্টি। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ইমানদারদের কাজ। ধরনাঙ্ক ও সত্যকার মূর্ম্মন এই কাজ থেকে কখনো বিচার থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী ও আলাদাহারীদের রাজত্ব ও কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পক্ষে লড়াই করা হচ্ছে কাফেরদের কাজ। কোন ইমানদার বাক্তি এ কাজ করতে পারে না।

১০৬. অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বালোক শর্ত নি এবং তার সাধ্য বিপুল প্রয়োজন নিয়ে এগিয়ে আসে এবং অবস্থায় কোনো অবস্থায় করিয়ে কিন্তু তাদের প্রতি ও কোনো দেখে ইমানদারদের জীত হওয়া উচিত নয় অবশ্য তাদের সকল প্রয়োজন ও কোনো ব্যর্থতায় পর্যালোচিত হবে।
তাফসীরুল কুরআন

সূরা আন্ন নিসা

11 ফাতুর্রাহমন

তোমারা কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায় কামের করো এবং যাকাত দাও? যেন তাদেরকে যুদ্ধের হয়তো দেয়ার তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঙ্গা ছিল যে, তারা মানুষের এমন তর করে যেমন আল্লাহকে তর করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশি।

107 তারা বলছে হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এই যুদ্ধের হয়তো কান্না কেন লিখে দিলে? আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না কেন? তাদেরকে বললে তুর্কহারা জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে তীর্থ মানুষের জন্য আখেরাতেই উদ্ধত। আর তোমাদের ৩পর এক চুল পরিমাণ অথবা জুলুম করা হতে নামে।

108 এই আযাটটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজস্ব পরিসরে মুখ্যত ও নির্দেশ হয়।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার অতির হয়ে পড়ছিল। বারবার বলতো আমাদের পরে জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্মাণ চালানো হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে। গাঢ় গাঢ় করা হচ্ছে। আমারা আর ততদিন সবর করে না। আমালের মাঝামাঝি করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর করো এবং নামায় ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংস্থাধান করতে থাকা তখন তার এই সবর ও সহিংসতা অবলম্বন করার হয়তো পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টভোগ হতো।

কিন্তু এখন লড়াই করার হয়তো দেয়ার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল শাতনের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপরীতে অত্যন্ত হয়ে পড়ছিল।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যদি নিজেদের নামায়, রোয়া এবং এই ধরনের নির্মাণকাটু ও বৃহত্তমীর কাজের হয়তো ছিল এবং যুদ্ধ করলে প্রাণ দান করার প্রথম সামনে আসেনি ততদিন এরা খাটি দীনদান ও ইমানদান ছিল। কিন্তু এখন সতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই এরা তীব্র ও অত্যন্ত হয়ে পড়ছে।

পার্শ্বঃ ৫
আর মৃত্যু, সে তোমারা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাওই না, তোমারা কোন মজবুত প্রসাদে অবস্থান করলেও।

যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন ক্ষুদ্র হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদলীতে।১০১ বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকের কী হয়েছে, কোন কথাই তারা বোঝে না।

হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপর এবং কাজের বদলেই আসে।

হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষাৎ থেকে।

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, প্রথমে তো লুটপট করার ও নিজের ব্যবহারের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবার সবসময় কোষমুক্ত থাকতো এবং রাত্যতি যুক্ত-বিয়োজ্য ছিল তাদের কাজ। সেসময় তাদেরকে রক্ষণত থেকে বিরত রাখার যন্ত্র তোমরা নামায় ও ব্যাঘাতের মাধ্যমে নফসের সম্প্রতি করার হকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন আল্লাহর জন্য তোলায় শাবার হকুম সেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা ব্যবহারের লড়াইর ক্ষেত্রে নিজে ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইর ক্ষেত্রে তারা হয় গেছে বুদ্ধিমান কাজের গুরুত্ব। নফস ও সহাকরার বিচরণ লড়াই করার জন্য হয়ে টিচিতে তরবার বলুসে উত্তাহ, আল্লাহর পক্ষে তরবার চালাচালার প্রেরণ হয় হতে নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন ধরনের লোকের আচরণের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এখানে আল্লাহর মধ্যে এমন ব্যাপক অর্থব্যবস্থা বক্তা ব্যবহার করা হয়েছে যা একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম।
যে যাত্রি সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করলো সে আসলে আল্লাহরই অনুগত করলো। আর যে যাত্রি মুখ্য ফিরিয়ে নিলো, যায় হেক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাবারদার বানিয়ে পাঠাইনি।

তারা মুখে বলে, আমরা অনুগত ফরমাঙ্গদার। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের একটি দল রাতে সমবেত হয়ে তোমার কথার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সম্পন্ন কানকথা লিখে রাখছেন। তুমি তাদের পরোয়া করো না, আল্লাহও তোমার তর্ক করো, তর্ক করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারা কি কুরআন সমর্পকে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে হব বর্ণনাগত অসংগতি কূলীন পেতো।

১০৮. অর্থাৎ যখন তোমার আল্লাহ দীনের খেদমত করবে এবং তার পথে প্রাপ্তি পরিমাপ করতে থাকবে তখন আল্লাহ কাছে তোমাদের প্রতিদান নতুন হয়ে যাওয়ার কোন সজ্জাবনাই নেই।

১০৯. অর্থাৎ যখন বিজয় ও সাফল্য আসে তখন তাকে আল্লাহ অনুরূপ গণন করে থাকে এবং একথার সূত্র যাওয়া যে, আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমেই এই অনুরূপ করেছেন। কিন্তু নিজেদের দুর্ভাগ্য ও তুলের জন্য কোথায় পরাজয় বরণ করে থাকলে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া পা পিছিয়ে অসতে থাকলে তখন নবীর বাজে়। সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মূল হতে চাও।

১১০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী। তাদের কাজের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তোমার কেবল এতটুকু কাজের দায়ত্ত দেয়া হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর নিদর্শ ও বিধিনিষেধ তাদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। এ কাজটি তুমি স্বাধিকৃত সম্পাদন করেছে। এখন তাদের হত্যে ধরে ভূতলস্থি সত্য-সরল পথে পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। তোমার মাধ্যমে যে হিদায়ত পৌঁছানো হচ্ছে তারা
তারা যখনই কোন সংসারজনক বা তীর্থপ্রদ ক্ষবণ ঘটতে পায় তখনই তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামাতের দায়িত্বীত লোকদের নিজের পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরশীত হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক নিদর্শ গঠন করতে পারে। ১১১ তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুশাসন ও অক্ষত্ত না হতে তাহলে (তোমাদের এমন সব দুর্বলতা ছিল যে) মুসলিম কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে।

কাজেই হে নবী! তুমি আল্লাহ পথে লড়াই করো। তুমি জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কারো জন্য নারী না। অবশ্য ঈমানদারদেরকে লড়াই করতে উদ্যোগ করো। আল্লাহ পিয়র কাফেরদের শক্তির মতো উঁচু করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে বজ্রাত এবং তার শক্তি সবচেয়ে কেবল কঠোর।

যদি তার অনুসন্ধান না করে, তাহলে তার কোন দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে না। তারা কেন নাকরামানি করেছিল, এর জবাবদিহি করার জন্য তোমাকে পাকা করা হবে না।

১১১. মুমাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকদের যে আচরণ সম্পর্কে শূন্যের আয়তগুলোতে সতর্কতাবান উক্তির কারণ হয়েছে, তার প্রধান ও অসাধারণ কারণ ছিল এই যে, কৃত্তব্য এ আল্লাহ পক্ষে থেকে সমৃদ্ধ হবার ব্যাপারে তাদের মনে সম্পত্তি ছিল। তারা একটা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যিই রসূলের ওপর অসাধারণ হয় এবং এই যে মহিমাবান আল্লাহ, এগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে। তাই তাদের মুমাফিক আচরণের নিয়ন্ত্রণ করার পর এখন বলা হচ্ছে, তারা কুত্তার সম্পর্কে চিহ্নিত-ভাবনাই করে না। কেননা এই প্রথা নিজেই সাহসি দিচ্ছে যে, এটি আল্লাহ ছাড়া আর
আল্লাহ সে জিনিসের প্রতি নজর বার্তেন।

আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে তাকে পাড়ায় জবাব দাও অথবা কম্পক্ষে তেমনিই বা। ১১৪ আল্লাহ সব
জিনিসের হিসেবে এই কারণ থেকে। আল্লাহ তিনিই যিনি ছিলা আর কোন ইলাহ নেই।
তিনি তোমাদের সবাইকে নেই বিয়ামেরের দিন এক করবেন, যার আসার
নামে কোন সনেহ নেই। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে চাইতে বেশী সত্তা আর কার কথা
হতে পারে। ১১৫

কারো বাণী হতেই পারে না। কোন মানুষের কথাতে নেই বছরের পর বছর ধরে বিতর্ক
সময়ে বিতর্কের প্রতিটিতে বিতর্ক বিষয়ে ভাষা লিখি ধারণ এবং প্রথমে থেকে কথো
পর্যন্ত তার সমস্ত কথা সাধারণ পুস্তকায়, তারুণীপৃষ্ঠ ও এক বর্ণের মূল মালায়
পূর্বতন হবে। এর কথা অর্থ অথচ অন্তর সংযোগ হবে। এর মধ্যে নৃত
পরিবর্তনের কথাতে কোন নাম নিশানাতে পাওয়া যাবে না। আর এই সংজ্ঞাতের বিষয়ের
ব্যাপারে পুনর্বিচ্ছেদ করার কোন প্রচেষ্টা কথনা উপস্থিত হবে না। এই ধরনের
কথার সকল দেয়া কোন মানুষের জন্য কোন কাহারী সম্ভব হয়।

১১২: এ সময় সারা দেশে জন্মী অবস্থা বিবাহ করিয়া। তাই চারিদিকে নানাত ধরনের
মূল ছড়িয়ে পড়িল। কথনা নিতিনন্দ অতিরিক্ত আশা করবার হব এলে পৃথীবী। এর
ফলে হঠাৎ মধুর ও তার আশীর্বাদে তীব্র চুদায়ে পড়তো। কথনা দূর্নীতি কোন
মূল বিশেষ বিষয়কে গেপন করার জন্য সত্যবিচ্যুত ধরা পালন তো। এ তো শুনু সাধারন
মানুষ নিশ্চিত ও গাফেল হয়ে পড়তো। এই তৃপ্ত ছবার ব্যাপারে নিরদৃষ্ট হাঞ্জামাবাজ
নোকেরা বড়ই উদাসী বোধ করতো। তাদের কাছে ইসলাম ও জাতিতীতের এই
সংখ্যার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এই ধরনের দায়িত্বীয় ওজন রতনার পরিণতি
কত সূদুর প্রসারী হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণায় ছিল না। তাদের কাছে কোন কথা পড়লেই হলো, তারা তাই নিয়ে আরেকাই জীবিত হয়ে দিতে থাকতে। এই আযাতে এই ধরনের লোকদেরকে তিরিক্ষ করা হয়েছে এবং তাদেরকে কেটে ভাঙ্গার সতর্ক করে দিয়ে গুরুত্ব ছড়ানো থেকে বিতর্ক থাকার এবং কোন কিছু শল্যে তা সংগে সংগেই দায়িত্বমূলক কাজে গেলে নিয়ে পরিপূর্ণ সীমাবদ্ধ অবস্থায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ এটা যার যেমন পদচ্ছ এবং যার যেমন ভাব। কেউ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালায় এবং সতর্ক করে উদ্দেশ্য রাখার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে—এর পুরুষরাও সে পায়। আবার কেউ মানবকে বিভাবিত করা না, তাদেরকে নির্দেশ ও সহায়তা করার এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি বিদ্যমান করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রহ থেকে বিতর্ক থাকার জন্য নিজের সরকারের নিয়োগ করে—এর শাস্তিতে সে পায়।

১১৪. সে সময় মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবাছিল। আর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে অবশ্য যেমন দাড়াইয়ে এর যে কোথাও মুসলমানরা যে অন্যদের সাথে অসত্ত্বায় না কর, এর অশ্রু দেখা দিয়েছিল। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা তোমাদের সাথে সমানতর ব্যবহার করবে তোমারা তাদের সাথে তোমরা সমানতর বা যদি চাইতেন তো সমানতর ব্যবহার করবে। ভর্তা ও রুচির লোকের জন্য ভর্তা ও রুচির লোকের মধ্যে দাঁড়ান। বরং তোমাদের কর্তৃত্ব হচ্ছে তোমরা অন্যদের চাইতে অহিয়ান জনানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ো যে আহরণ দলটির মাটি গরিয়েছে, যার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি বিকৃতি মুখ্যতা করা এবং রূপ ভয়হার ও তিনি বাক্যের সাথে তাদেরকে বিদ্রোহ করা শোনা পায় না। এতে নফস পরিপূর্ণ হয় কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাদের অভিব্যক্তি তা পুরোপুরি নির্দেশ করে যায়।

১১৫. অর্থাৎ কেউ মুহূর্ত ও নানিকর যা কিছু করছে তাতে আল্লাহর কর্তৃক ও সাধারণতঃ কান পরিত্যাগ হয়ে যাবাছি। তার এক আল্লাহ এবং নিরক্ষ ও সাধারণতঃ কিংবা-সম্পর্ক ইলাহি হওয়া এমন কিছু ব্যক্তি নয়, যাকে উন্টে দেবার কর্ম করা নেই। তারপর একজন তিনি সাধারণ মানব হয়ে একে করতে করতে তাদের প্রতিকূল তার কর্মগুলি দেখিয়ে দেন। তার ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারবা না। কাজেই আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহকারী আচারকালীন লোক যে তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রোহ নিয়ে পারে এবং তাদের সাথে অসত্ত্বায় করে ও তিনি বাক্য শেলে তাদেরকে বিদ্রোহ করা হতে দেখে নেয়, আল্লাহ এর কোন প্রয়াসে নেই নোংরা।

এটা হচ্ছে এই আযাতটির সাথে এপরের আমাদের সম্পর্কের বিষয়। কিছু পেছনের দু'-তিন রক্ত থেকে যে বর্ণনা ধরাবাহিকতা চলে আসছে এই আযাতটিতে তার বর্ণনায় সম্পর্ক ঘটেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আযাতটির অর্থ এই দুঃখানা, দুর্নিয়ার জীবনে প্রকাশ বাধ্য তার ইচ্ছেতে পথ চালনা পারে এবং যে পথে ইচ্ছে হয় তার প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড নিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ ধারাবাহিক আছে। কিন্তু সবশেষে একজন সবাইকে আল্লাহর সামনে হাতি হতে হবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু থাকবে না। সেখানে সবাই নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ফল চক্ষু দেখে নেবে।

তা-২/২১—  পার্শা ৪ ৫
ফিলাক্স হয়েছে দুঃখিত যাহা অর্কাথায় প্যাথমায় প্রায়শঃ।
অথ আলাহ যাহার দুঃখনা করে তার যে কোন পথে থাকে সেই কথার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না।

১১৬. এখানে এমন যে মুসলিমদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা মকান ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু হিজ্জাত করে দারলে ইসলাম না এসে যথার্থতা নিজেদের কাছে লোকদের মধ্যে অবহিত হয়। তাদের কাছের গোষ্ঠী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মেসব কাজ করত। তারাও তাদের সাথে কমবেশি সেবার কাজে অংশ নিত। তাদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়টি মুসলমানদের জন্য আসলে আত্মীয় ছিল না। কেউ কেউ বলছিল, যাই হোক না কেন, তারা তো মুসলমান, কালো পড়ে, নামাজ পড়ে, বোয়া রাখে, বুরুজন তেলাওয়াত করে। তাদের সাথে কাফেরদের মতো কবর কোন করে খেতে পারে? এই রুক্তে মহান আলাহ মুসলমানদের মন্তব্যের মধ্যে হৃদয় মীর্ধনা করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা সুপ্রস্ততামূলক রুক্তে নিতে হবে। অন্যথায় কুরআনের কেবল এই আয়াতটি নয় আর বিভিন্ন আয়াত, যেখানে হিজ্জাত না করার কারণে মুসলমানদেরকে মুনাফিকের মধ্যে গণ করা হয়েছে, সেখানে মুহাম্মাদ মদাসীরের অস্ত্রবান অবহিত হয়, আসল নবী সালাদাহ আলাইহি ওয়া সালাম যখন মদীনা তাইয়েব্যায় হিজ্জাত করে আসেন এবং যখন আরব দেশে এমন একটি হেচ অল্পই পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে একজন মুমিন বাপার জন্য তার দীন ও ইমামের দায়িত্ব করা সম্ভব হয় তান যেখানে, যে এলাকায় ও যেসব গোষ্ঠী মধ্যে ইসমাদরগণ কাফেরদের অধিক ইসলামী জীবন যাপনের সাধারণতা থেকে বিকির্ত ছিল, সেখানে থেকে তাদের জন্য হিজ্জাত করার ও মদীনার দারলে ইসলামে চলে আসার সাধারণ হিজ্জাত করা দেয়া হয়। সে সময় যাদের হিজ্জাত করার ক্ষমতা থাকা সেজন্য কেবলমাত্র একজন হিজ্জাত করেছিল না, যে, তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি, আঠায়-সজন ও নিজেদের বিষয়ক ক্ষেত্রে তাদের কাছে ইসলামের তুলনায় কীভাবে প্রতিপ্রস্তুত ছিল, তাদের সমাজেই মুনাফিক পণ্য করা হয়। আর যা যাদেরই একবারে অক্ষম ছিল তাদেরকে 'মুহতাতায়ীর' (দূরব্ল) গণ করা হয়। যেমন পরবর্তী ১৪ রুক্তে বলা হয়েছে।
তারা তো এটাই চায়, তারা নিজেরা যেমন কাজের হয়েছে তেমনি তোমারও কাজের হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমার সমান হয়ে যাও। কাজই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পক্ষে হিজ্রত করে আসে। আর যদি তারা (হিজ্রত থেকে) বিদেশ থাকে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও খরাও এবং হত্যা করে ১১৮ এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধু ও সহায়কারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

এখন একথা সুপ্রস্তুত যে, দারুল কুফারে অবহারকারী কোন মূল্যায়ন নেই হিজ্রত না করার কারণে মুসলিম কেবলমাত্র তখনি বলা মেনে পারে যখন দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ ধরনের মূল্যায়নকে স্বীকার করার আহবান জানানো হবে অথবা কমপক্ষে তাদের জন্য দারুল ইসলামের দরকার উন্মুক্ত থাকবে। এ অবস্থায় অবশ্য যেসব মূল্যায়ন দারুল কুফারে দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সজ্জাময় চালানো না আবার অন্য দিকে সমর্থ থাকা সত্তেও হিজ্রতের করে না তারা সর্বী মুসলিমকে বলে গণ্য হবে। কিন্তু দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে যদি আমরা না জানানো হয় এবং মুসলিমদের জন্য তাদের দরকার যদি উন্মুক্তই না থাকে, তাহলে এ অবস্থায় কোন হিজ্রত না করার কোন মূল্যায়ন মুক্তির হয়ে যাবে না। বরং এ অবস্থায় যখন সে মূল্যায়ন মুক্তির কাজে কেবলমাত্র তখনই মুসলিমকে গণ্য হবে।

১১৭. এদিকে যে কিমুরী নীতি, সুবিধাযোগ্যতা এবং আখ্যাতের ওপর দুনিয়াকে অভাবী ফেলেন কমনীতি তারা অবহতি করেছে, তার বদলে আল্লাহ তাদেরকে আবার সেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিক থেকে তারা এসেছিল। তারা কিমুরী থেকে চলে যাওয়া হয়ে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই এলাকায় এসে অবস্থান করার এবং একমুখী ও একধর হবার প্রয়োজন ছিল, ইসলাম ও ইসলামের বাহ্যের সাথে সংঘর্ষীয় প্রতিটি বাহ্যের পরিহার করার প্রয়োজন ছিল এবং আখ্যাতের ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল যার নিম্নের মনোযোগ দিতে নিজের দুনিয়ার বাহ্যের পরিহার করে পাওয়া। কিন্তু তা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছিল শেষে কিন্তু আবার সেদিকেই চলে যাচ্ছে। কাজই এখন তাদের বাপ্পারে মতবিরোধ করার আর কোন অবকাশই নেই।
বাংলা ফাতিহা কুরআন

পারা ৪৫

পানির দায়ে নির্দেশ হয়েছে যে, তোমরা এই নির্দেশের আওতানুক নয়, যারা এই দেশে কাজ করতে পার। ১৭২ এভাবে সব মুনাফিক এই নির্দেশের আওতাত্তুক নয়, যারা এক প্রদর্শনী চূড়িয়েছে। তাদের প্রদর্শনী আর আওতাত্তুক নয়, যারা তোমাদের কাছ আসে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে, না তোমাদের বিশ্বাসকে লড়াই করে, না নিজেদের জাতির বিশ্বাসকে লড়াই করে। আল্লাহ তাঁকে তাদের প্রদর্শনী ওপর চাপিয়ে দিতে এবং তাদের বিদেশে যুদ্ধ করতে। কাজেই তোমাদের যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং যুদ্ধ থেকে বিভক্ত থাকে তার তোমাদের দিকে সম্ভব ও স্বাভাবিক হত বাড়িয়ে দেবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে হতক্ষেপ করার কোন পথ রাখেননি। তোমরা আর এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা চাই তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে এবং নিজেদের জাতি থেকেও। কিন্তু যখনই ফিতারের সূচনা পাবে তারা তার মধ্যে আশ্রয় পাবে। এই ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে, তোমাদের কাছে সত্যি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে এবং নিজেদের হাত টেনে না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরা এবং হতা করা। তাদের ওপর হাত উঠাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সৃষ্টিতে অধিকার দান করলাম।

www.banglabookpdf.blogspot.com
তাফহিমের কুরআন

১৬৫

সুরা আনু নিসা

ওয়াছেন লেখক! আমার নিকটে একটি লেখা অ্যান্টিকোন রয়েছে যা এখন নিয়ম না হলেও এখন তার রূপক ছিল। 

যে তুলনার মূল রূপক হয়েছে তার মূল দিয়ে অনুমান করা যেতে পারে। এটি তুলনার মূল রূপক।

ফাইত হানিফুল তুলনা মূল রূপক।

নিয়ম দিয়ে তার রূপক দিয়ে হয়েছে আলেহানন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুহর্দ কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মগণ্যক ও শত্রুতমূলক কার্যকলাপকে কাজ করেছে তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে।

১১৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুহর্দ কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মগণ্যক ও শত্রুতমূলক কার্যকলাপকে কাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে।

১১৯. এখানে আওতামুক্ত না করার যে নির্দেশটি জারি করা হয়েছে তার সম্পর্ক "তাদের মধ্যে থেকে কাউকে নিজেদের সমাদ্ধি ও সাহায্যডায় হিসেবে গ্রহণ করা না" বক্যটির সাথে যোগ নয়। বরং এর সম্পর্ক হবে, "তাদেরকে যেখানেই পাও ধরা এবং হত্যা করা।" বক্যটির সাথে। এর অর্থ হবে, যেসব মুনাফিককে হত্যা করা মুহর্দ হবে, তারা যদি এমন কোন জাতির এলাকায় গিয়ে আপনাকে নয় তাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি করা মুহর্দ হবে।

পারা ৪ ৫
রয়েছে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রবেশ করে তাদের পচার্দ্দমন করা যাবে না। আর দারুল ইসলামের কোন মুসলমান কোন নির্দেশ দেশের এলাকায় যদি এমন কেন মুনাফিককে পাশ যাতে হতা করা আগ্রহ এবং তাকে হতাও করে ফেলে, তাহলে এটাও কোনক্রমে বৈধ হবে না। এখানে আলাদা মুনাফিকের রকমের প্রতি নয় বরং চুক্তির প্রতি সমান প্রদর্শনই লক্ষ।

১২০. ওপরে যেসব মুনাফিক মুসলমানদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এখানে তাদের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে এমন মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে যারা দারুল ইসলামের অধিবাসী অথচ দারুল হারব বা দারুল কুফরে অবস্থান করলেও ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্টত্বের তৎপরতায় তাদের অধ্যয়ন কোন প্রমাণ নেই। সে সময় এমন বহু লোকে ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের যথাযথ অক্ষমতার কারণে ইসলামের শরীর প্রতিক্রিয়া মধ্যে অবস্থান করিয়েছিল। অনেক সময় এমন দৃষ্টিতে দেখা, মুসলমানরা কোন ইসলাম দুর্মুখী গোষ্ঠীর ওপর অক্ষমতার চালাতে এবং এখানে তাদের অক্ষমতার হাতে কোন মুসলমান মারা যেতে। তাই মুহাম্মদ আরাফা এখানে তুলনায় মুসলমানের হাতে কোন মুসলমানের নিহত হবার বিষয় সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করেছেন।

১২১. বেহেতু নিহত ব্যক্তি একজন মুমিন, তাই একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে দেয়াই তাকে হত্যা করার কাফরার গণ্য করা হয়েছে।

১২২. নবী সালাহাদ্দিন আলাইহি ওয়া সালাহ রক্ষ বিনিময়ের পরিমাণ এক শত উট, দুই শত গর্ভ বা দুই হাজার ছাপ নির্ধারণ করেছেন। কেন ব্যক্তি যদি রক্তমূলক হিসেবে অন্য কিছু দিতে চায় তাহলে এই জিনিসগুলোর বিক্রয়মূল্য হেতু তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন নবী সালাহাদ্দিন আলাইহি ওয়া সালাহের মুখে নগদ মুদ্রায় রক্তমূলক দানকারীদের জন্য ৮ শত দীনার বা ৮ হাজার নির্দিষ্ট করা হয়। হত্যার উমর (রা) তার শাস্ত্রগুলোর বলে ৮ উটের দাম এখন বেড়ে গেছে। কারণেই এমন ব্যক্তি এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমূলক ১২ হাজার দিয়ে ইসলাম রক্ত মূল্য হিসেবে আদায় করার হবে।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, রক্তমূলক এ পরিমাণের জেন রূপে তুলনায় হত্যা করার অন্য নয় বলে তুলনায়ও তা নিহিত করা হয়েছে।

১২৩. এই আযাতটির বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেয়া হলো।

একঃ নিহত ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের অধিবাসী হয় তাহলে তার হত্যাকারীকে রক্তমূলক দিতে হবে এবং আলাহার কাছে নিজের গোলামহযাতর জন্য একজন গোলামকেও মুক্ত করে দিতে হবে।

দুইঃ যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয় তাহলে হত্যাকারী কেবলমাত্র গোলাম মুক্ত করে দেবে। তাকে কোন রক্তমূলক দিতে হবে না।

তিনঃ যদি নিহত ব্যক্তি এমন কোন দারুল কুফরের বাসিন্দা হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে, তাহলে হত্যাকারী একজন গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং এ ছাড়াও রক্তমূলক দান করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্তমূলক পরিমাণ তাই হবে, যা সে চুক্তিবদ্ধ হ্যাতের একজন অমুসলিম অধিবাসীকে হত্যা করলে চুক্তি অনুযায়ী দিতে হয়।
আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাক্তি হচ্ছে আহ্মাদ।

হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শপথ মনে পার্থক্য করা এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সংগে বেলে দিয়ে না যে, তুমি মুমিন নও ।

যদি তোমারা যাবজ্জীবন করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অনেক গুণমাদের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরা তা একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগম করেছেন। কাজেই তোমরা অনুশোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবিভক্ত।

১২৪. অর্থাৎ একাদিনের মধ্যে রায়া রাখতে হবে। মাঝখানে ফাঁক যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি শরীফ থেকে হাড় মাঝখানে একটি রোয়া ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে আবার নতুন করে রোয়া গুরুত্ব করতে হবে।

১২৫. অর্থাৎ এটা 'জরিমানা' যার বরং 'তাওর' ও 'কাফসারা'। জরিমানার লজ্জা, অনুরূপ ও অন্তর্সুবাইদের কোন অতর্কিত গ্রামশিক্ষা করার জন্য না। বরং সাধারণত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত করার বাধা হয়ে জরিমানা আদায় করতে হয় এবং এরপরও ধূমীতি অনুযায়ী ও তিনতার মনেতাব থেকেই যায়। বিশুদ্ধ পক্ষে মাঝে মাঝে চাঁদ, মাদা এবং মাদা-বন্ধু, সঙ্কট ও অধিকার আদায় করার মধ্যে নিজের মন-মানসের ওপর থেকে নিজের ভূমির প্রত্য ধূমী মুছে ফেলে এবং লজ্জা ও অনুরূপ সহকারে।
আল্লাহর দিকে তিনি যাবেন। এভাবে তাকে এই গোনাহের কথা ব্যাখ্যা করার অর্থ নাই বরং 
এই সংযোগে অভিপ্রেত হন যে এই ধর্মের ভূমিকা পূর্বাভ্যাস করার পরে তিনি তাদের সজ্জিত 
রাখতে পারবে। "কাফরার শান্তি অর্থ হচ্ছে, পাগলনকারী বস্তু!" কোন 
থ্যান কাফরার কাফরার প্রতি অর্থ হচ্ছে এই যে, এই নেকটিই তোর 
গোনাহের পর ছেয়ে যায় এবং তাকে তুলে খেলে। যেমন কোন দেয়ালের গায়ে দাঁ 
লেচে গেলে চুপকাম করে দাঁ মিটিয়ে দেয়া হয়।

১২৬। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আসসলামু আলাইকুম' বাক্যটি মুসলিমদের জন্য 
অতীত ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান জন্য একজন মুসলমানকে দেখিলে এ 
বাক্যটি ব্যাখ্যা করতো এই অর্থ, 'আমি তোমার দলবুক, তোমার বন্ধু ও 
বন্ধুকানী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই 
তুমি আমার সাথে শান্তি কর না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শান্তি 
কর্তা কোন আন্ধকারই নেই।' সনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সনাবাহিনীর শব্দ (Password) 
হিসেবে একটি শব্দ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং বাইরে এক সনাবাহিনীর লোক অন্য 
সনাবাহিনীর কাছ দিয়ে যায় না তার সাথে এই শব্দ ব্যবহার করতে হবে সে সর্বে 
সনাবাহিনীর লোক নয় এখানে সুপ্ত হয় যায়, ঠিক তেমনি সলাম শব্দকেও 
মুসলিমদের মধ্যে সানাবাহিনীর শব্দ হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিশেষ 
করে সেই 
সময় এই সানাবাহিনীর শব্দটি ব্যবহারের অভিযোগ আরা বেশী ছিল এজন্য যে, সে যেখানে 
আরার নতুন মুসলিম ও কাফারদের মধ্যে পোশাক, ভাষা এবং অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে 
কোন সুপ্ত পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষ প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন 
মুসলমানকে চিনে নেয়া যুব কুটিল ছিল।

কিন্তু যদিও বুদ্ধিমত্ত হয়ে দাঁড়াতো আরা জটিল। মুসলমানের যখন কোন 
শঙ্কানাদের স্বার্থ অক্ষরণ করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তবিবাল নীত 
এস যেতো তখন অক্ষরণকারী মুসলিমদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের 
দীর্ঘ ভাব। একজন জানাবার জন্য সে 'আসসলামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাহাএ' 
বলে চীৎকার করে উঠতো। কিন্তু মুসলিমরা তাতে সন্দেহ করতো। তারা যেন করতো, 
এ বাদ্য কাফার, নিন্দিত নিন্দিত জন্য বাড়ি নির্বিঘ্ন অবলম্বন 
করতো। এজন্য অনেক সময় তারা এ ধরনের নৈক্তিক হোস্ট করা বসতো এবং তার 
মালামাল গণ্য মিলিত হিসেবে লুপ্ত করে নিতো। 

বিষুব সনাবাহিনী ওয়া সলাম এই 
ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অতীত কর্তৃভাব তবিতকার ও শাসন করতেন। কিন্তু তবু এ 
ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মুহাম্মদের এই 
সমাধানে সমাধান দেন পেশ করতে।

ধারাতির বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করেছে 
তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হলকাবাবে ফায়ারায় করার কোন অসামান্য নেই যে, 
সে নিজের অর্থ বাচাতেও যেমন কিছু বলেছো। সে বাচাতেও হতে পারে, মিথ্যাবাদীতেও হতে 
পারে। প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার 
ফলে যদি একজন কাফারের মিথ্যা বলে প্রাণ বাচাতেও সত্যাত্ব থাকে, তাহলে তাকে 
হত্যার পরে তোমাদের হতে একজন নিরপার্ধ মুহমমদের মরা পড়ার তাত্ত্বিক সত্যাবাদ
যেসব মুসলমান কোন প্রকার অফমতা ছাড়াই ঘর বেস থাকে আর যারা ধন-প্রাপ্ত দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। যারা ঘর বেস থাকে তাদের তুলনায় জান্মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন। যদিও সবার জন্য আল্লাহ কদাচার ও নেকির ওয়াদা করেছেন তবুও তার কাছে মুসলমানদের কাজের বিদিময় বেস থাকে লোকদের তুলনায় অনেক কিছু ১২৮ তাদের জন্য আল্লাহর পথ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, মাগফেরত ও হরমত। আর আল্লাহ রূপই ফুমিশীল ও কর্মান্য।

থাকে। কাজেই তুলনময় একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভূলবশত একজন মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো।

১২৭। অর্থাৎ তেমাদাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফেরের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। জ্ঞান নির্ধিতের ভরা ইসলামের কথা বাধা হয়ে গেছিল রাখতে। ইমামের সৌভাগ্য অংশিকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহ অনুপ্রের তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধা থেকে শের করেছে। তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের খারাপ ব্যবহার করার যোগ্যতার দাত করেছে। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুরক্ষাধারণ নীতি অপর্যাপ্ত না করলে তোমাদেরকে যে অনুরূপ করা হয়েছে তার প্রতি ব্যাপ্তি কৃতজ্জ্ব প্রকাশ করা হবে না।

১২৮। জিহাদের নির্দেশ জারি করার পর যারা টালবাহানা করে বসে থাকে অথবা জিহাদের জন্য সাধারণভাবে যোগ্য দেবার এবং জিহাদ করা 'ফররয়ে অাইন' হয়েছে যারার পরও যারা লড়াই করতে গড়িমি করে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদ করা যখন 'ফররয়ে কিসায়' সে অবস্থায় মুক্তের
যারা নিজেদের ওপর জুমে করিলেন । ২৯ ফেরোয়ের তাদের জান কবর করার সময় ক্ষেত্র করলো । তারা কি অবশ্য ছিলো ? তারা জবাব দিল, আমার জবাব ছিল না । ফেরোয়ের করলো । আল্লাহর মহিমা কি প্রমাণ ছিল না ? তারা কি সেখানে হিজ্জাত করে অনাহারে যেতে পারতে না ? ৩০ জাহানার এসব লোকের আবার হিজ্জাত হয়ে যায় ।

ময়দানে যারা পরিবর্তে অন্যান্য কাজে বাস থাকে। প্রথম দুটি অবস্থা জিনিসের উদ্দেশ্য তাদের ময়দানে যাতে বিহিত থাকে একজন মুসলমান কেবল মুনাফিকই হতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ক্ষমায় এবং নৈকীর কোন ওয়াদা নেই। তবে যদি সে কোন যত্ন অক্ষমতার শিকার হয় তাহলে তারা পরাজিত হিসাবে । বিপরীত পক্ষকে শোধ করা হয়। আসল চিন্তা করা হয় যে, তারার কে অন্য হয় করতে চায়। তারা হামলার নির্দেশ নেয়-ইমামের এই অহারে যারা সাহা দেবে তারা অন্যান্য ক্যাপ্যাসিকে কাজে যাবো থাকবে তাদের তোলায় অন্য উভয় এবং যোগ বিধিনিয়ত হবে।

১২৯. এখানে এমন লোকের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম অবশ্য হতে প্রকাশ বাধ্যবাধ্যতা একটি জন্য এখানে পর্যন্ত নিজেদের কাজের গোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করিল। তারা আঘাত মুসলমানের ও আঘাত কাফেরের জীবন যাপন করেই।
সত্ত্বা ছিল। ওহে ইতিমধ্যে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে হজভত করে নিজেদের দীন ও আকীনা-বিহূস অনুযায়ী ইসলামী জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে সর্বপ্রথম হয়ে উঠছিল। এটিই ছিল নিজেদের ওপর তাদের জলুম। কেননা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপনের মোকাবিলায় এই আধা কুফরী ও এদের ইসলামী জীবনে যে জিনিসটি তাদেরকে সত্ত্বা ও নিষ্ঠা করে তুলেছিল সেটি যথাযথই কেন অক্ষমতা ছিল না। বরং সেটি ছিল নিহক অত্যন্ত সিদ্ধান্ত। নিজেদের দীনের ওপর তারা এভাবে আধিরান্ন দিয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য ১১৬ থেকে শেষ)।

১৩০। আবার যদি কোন স্থানে আল্লাহর বাসের প্রতিষ্ঠা থেকে থাকে এবং সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের বিধান কার্যকর করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে অবশ্য করতেই হবে এমন কি বাধাবাধক ছিল। সেই স্থান তাঁকে তারা এমন কোন বৃহস্পতি হানিরত হলো না কেন যেখানে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান মেনে চলা সর্বপ্রথম হতো?

১৩১। এখানে একথা বুদ্ধি হতে হবে, যে বাংলা আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অনুযায়ী জীবন যাপন করা কেবল মাত্র দুটি অবশ্য সৌদি হতে পারে। এক, যে ইসলামকে যে দেখে বিহূস করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগঠন চালালে তারা যখন তাদের আল্লাহ আল্লাহুম্মাস সালাম ও তাদের প্রাথমিক অনুষ্ঠান রূপ তখন অর্জন এসেছে। দুই, যে আসলে সেখান থেকে নেই হয়ে আসার কোন পথ পাইনি, তারই চরমাচর, অনিয়ম ও অসংবাদ সহকারে বাধা হয়ে সেখানে অবশ্য করতে। এই দুটি অবশ্য ছাড়া অন্য যে কোন অবশ্য দারুল কুফরী অবশ্য করা একটি হীরো চোখারও শায়িত। আর এই গোপনের সেকেলে এই ধরেন কোন ওয়র্ল্ড পেশ করা, যে, এই দুনিয়ায় আমারা হিজরি করে গিয়ে অবশ্য করতে পারি এমন কোন দারুল ইসলাম পাইনি আসলে মেটেই কোন ওয়র্ল্ড পৃথিবী ও শেখরীয়া ওয়ার বলে বিবিধিত হতে না। যদি কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে
ওয়া এলাহাত বা মারিয়াম বা মারিয়াম বা মারিয়াম বা মারিয়াম

| কোন কোন কোন কোন কোন 
| কোন কোন কোন কোন কোন |

| ১৫ রুহু' | অব্দাল ফাতুহব্বাদের পর এখন আর কোন হিজরাত নেই এ হাদিসটি থেকে অনেকে ভুল ধরণে নিয়েছেন। হাস্য এ হাদিসটি কোন চরিত্র 
| কর্ম নয়। যদিও সর্বদা অবস্থান পরিবর্তিতে সামনে রাখে আরবদেরকে একধর্ম বলার হয় এলাকা দারুল হারাব ও দারুল কুফরের অন্তর্গত ছিল। রাবুল মন্দিনার ও মনিনার আলাদা শিখে ইসলামের ধর্ম জানি। তদন্ত মুসলমানদের ব্যবহারভূমিতে হ্রাস দেয়া হয়েছিল যে চতুর্থ থেকে এসে 
| তাদের দারুল ইসলামে এক হতে হবে। কিন্তু মক্কা বিহারের পর অবস্থায় কুফরী 
| শিক্ষা ছেড়ে পড়া এবং প্রায় সমস্ত শেষ ইসলামী বাণী অধিন হলো, তখন নবী করিম 
| সালারাম আলাইহী ওয়া সালাতুল মুহাম্মদ এখন আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। তার এ 
| বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে সারা দুর্দিনের মুসলমানদের জন্য সব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত 
| হিজরাত ফরম হবার বিধান বাতিল হয়ে গেছে। 

| ১৩২। যেহেতু ওয়াকে চার রামতান নামায় ফরম সেসব ওয়াকে ফরম নামায সুই রাওয তাদের পড়তে হচ্ছে শক্তির সম্মেলন সংঘর্ষের কারণ। আর যুদ্ধের সময়ে করার ব্যাপারে কোন সীমান নিদিপ নেই। যুদ্ধের অবস্থায় তাদের নামায পড়তে হয়। জামায়তে পড়ত সুষুম্ন থাকবে জামায়তে পড়তে হয়। অন্যায় যাক্তিগততাবে 
| একর একর পড়তে হয়। কিকার দিকে মুখ করে পাড়া সংবাদ না হলে যে দিকে মুখ 
| করে পাড়া সংবাদে সেদিকে মুখ করে পড়তে হবে। সাত দিনের পিঠে বনে চলত আবহাও 
| পড়া পড়তে পারে। রুকু' ও নিজের করা সত্ত্ব না হলে ইমরান পড়তে হবে। প্রয়োজন 
| হল নামায পড়ত অবস্থায় হিজরাত হয়। কাপড়ে রক লেগে থাকতেন কোন ক্ষতি নেই। 
| এতে সব সহজ ব্যবহার পরক যদি অবহ্য নিয়ে রাখতে হবে যা নামায পড়া পড়তে 

| পারা ৪ ৫
সকলের না হয়ে থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে নামায় পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন ফলকের যুদ্ধের সময় হয়েছিল।

সকলে কি কেবল ফরম পড়া হবে, না সুমাত্তাও পড়া হবে—এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। নয়ন সালালাহ আলাহিম ওয়া সালালা থেকে যা কিছু অমূল্যতা তা হচ্ছে এই যে, তিনি সকলে ফরমরের সুনাত ও এশার বেতের নিমিত্ত পড়তেন কিছু অন্যান্য ওয়াকে কেবল ফরম পড়তেন। নিমিত্ত সুনাত পড়া তার থেকে ধ্রুবতি হয়নি। তবে নফল নামায় যখনই সুমাত গেছেন পড়তে নিতেন। এমনকি সাওয়ারীর পিঠে বসে নফল নামায় পড়তেন। এজন্যই হয়ত আবদুল্লাহ হয়েন উমর (রা) লোকের সকলে ফরমরে ফলা অনা ওয়াকে সুমাত গেছেন পড়তে মানে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উমায়া সুনাত ও নফল পড়া বা না পড়া উভয়টি আয়াত পাণ্ড পুনর্বাণ এবং বায়িক ইস্যার ওপর তা ছেড়ে নিয়েছেন। হাতানী মায়েরের সর্বজন সূধিত মাত্র হচ্ছে, মুসা হরস্কর যখন পথে চলান অবস্থায় থাকে তখন তার সুমাত না পড়তি উত্তম আর যখন কোন স্থানে অবস্থান করে থাকে এবং সেখানে নিশ্চিত পরিবর্তন বিচৰ করে, সে ক্ষেত্রে সুমাত পড়ছেই উত্তম।

যে সকলে কসর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কান কোন ইমাম শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা হতে হবে সঞ্চারিলাহ—আলাহর পথ। যেমন জহিদ, হজ্জ, উমরাহ, ইসলামী আলুক আতাদী। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আত এর ওপর ফেরায়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেষি ও ইমাম আহমদ বলেন, সকল এমন কোন উদ্দেশ্য হতে হবে যা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়গা হয়। হামাম ও নাফাতীরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেখেন সর্বকালে হয়ত কর হয়ত তাদের অনুমিতির সূধায় ভোগ করার অধিকার করের নেই। হাতানীদের মত, যে কোন সকলে কসর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বকালের ধরন সম্পর্কে বলা যায়, তা নিজেই সহায়তা বা আঘাতের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু সর্বকালের অনুমিতির ইপর তার কোন প্রতার পড়ে না।

কোন কোন ইমাম কোন ফতি নেই (ফিলিস আলিক জানাহ) বার্তাটি থেকে এ জানা নিয়েছেন যে, সকলে কসর করা জরুরী নয়। যথার্থ সকলে করার নিশ্চিত অনুমিতি দেয়া হয়েছে। বায়িক চাইলে এই সূধায় ভোগ করতে পারে আবার চাইলে পুনরায় সুমাত পড়তে পারে। ইমাম শাফেষি এ মাত্র প্রহর করেছেন, যদিও তিনি কসর করাকে উমর এবং কসর না করাকে উত্তম কাজ তার অর্থ করেছেন। ইমাম আহমদের মত কসর করা ওয়াজিব না হলেও কসর না করকে মাকরাহ। ইমাম আবু হায়তার মত কসর করা ওয়াজিব। একটি বর্ণনা মতে ইমাম মালিকেরও এই একই মত উত্তেজিত হয়েছে।

নবী সালালাহ আলাহিম ওয়া সালালা হামেশা সকলে কসর করেছেন, এটা হালিস্ত থেকে প্রমাণিত। কোন নির্ভরের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সকলে নবী সালালাহ আলাহিম ওয়া সালালা আলোক, উমর, তাদাব্বাদ আবার সাহাবীদের সাথে সত্য করেছিলেন। কোন কখনো তাদের সকলে কসর করা করে দেখিনি। এর সময় হয়ত ইবনে আবুস এবং আরো অন্যান্য সাহাবীদের নির্ভরের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব উত্তেজিত হয়েছে। হয়ত উমায়া মন্ত্র হজীরের সময় মীনায় চার রাকাত পড়লেন তখন সাহাবীবাদ তার বিচুতি প্রতিবাদ জানানো। হয়ত উমায়া মন্ত্র তখন এই জানা দিয়ে লোকের নিশ্চিত করেছেন। ইমাম মকায় বিবেচ করেছি।
আর যেহেতু নবী সালাল্হাত আলাইহি ওয়া সালাল্হ থেকে আমি শুনেছি, যে বাক্য কোন শহরে পারিবারিক জীবন গুরু করে সে মনে সেই শহরের অধিবাসী। তাই আমি এখানে কাপড় করিনি। এই দেওয়ায়ত্তোলার বিচারে হযরত আযাশা থেকে এমন দুই হাড়িস উড়া হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, করার বা পূুঃ নামায় পড়া উচিত ছিল।

কিন্তু এই দেওয়ায়ত্তোলার বিচারে হযরত আযাশা (রা) নিজের থেকে প্রমাণিত মতের বিরোধী। তবে একথা সত্য যে, সহর ও অ-সহরের মাঝামাঝি একটি অবস্থা রয়েছে। সে অবস্থায় একই অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের সুবিধা মতে কাপড় করার কথা পারে আবার কথা পুরো নামায় পড়ে নেয়া যেতে পারে। সহরের হযরত আযাশা (রা) এই অবস্থায় সরাসরি বলেছেন যে, নবী সালাল্হাত আলাইহি ওয়া সালাল্হ সহরে কাপড় করেছেন আবার পুরো নামায়ও পড়েছেন। আর কর্মধেরে এই সহরে কাপড় করলে কতটা নেই বাক্য এ ক্ষেত্রে কোন নতুন কথা নয়। ইতিপূর্বে সূরা বাক্সমার ১৯ শিক্ষা ও মারাত্মা পাশাপাশি দুটির মাঝামাঝি 'সাই সাই' কারণ নিদর্শন এই একই ভাষা দেয়া হয়েছে অথবা এই 'সাই' মানালি হয় অথবা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কার্যভাবনার অর্থসূত্র এবং ওয়াজি। অনেকে এই উদ্ধার ইসমেনে নেওয়ার মনে একটি অশ্লীল দুগ্ধ করাই ছিল এটি মূল লক্ষ্য। সে আশ্রুতি ছিল এই যে, এ ধরনের কাজে কোন গোষ্ঠী হবে নাতো যা এতে সওয়াবে কোন কমতি দেখা দেবে না তা। এ ধরনের অশ্লীল দুগ্ধ করার উদেশ্যেই এ হয়েছে এই বর্ণনাত্মক গ্রহণ করা হয়েছে।

কি পরিমাণ দূত্তের সফর হল যেতে কাপড় করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে 'মাহেরী ফিকার'-এর মত হচ্ছে, এর কোন পরিমাণ নেই। কম বা বেশি যে কোন দূত্তের সফর হোক না কোন তাতে কাপড় করা যেতে পারে। ইমাম মানিকের মতে ৪৮ মাইল বা এক দিন রাতের কম সময়ের সফরে কাপড় নেই। ইমাম ওহামাদও এই একই মত পেশাদর করেন। ইবনে আব্দ নবী (রা) এই মত পেশাদর করেন। ইমাম শাফেকের একটি বিশেষত এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) ১৫ মাইলের সফরে কাপড় আযাশা মনে করেন। "একদিনের সফর কাপড়ের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমরের (রা) এই মত ইমাম আওয়ারি ও ইমাম যুসুফ গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইসাক দুই দিনের বসরী দূত্তের সফরে কাপড় আযাশা মনে করেন। ইমাম আবু মুহাম্মদের মতে পারে এবং উদ্ধার পিঁচি চরে তিন দিন সফর করে যে দৃষ্টি অত্তিক্র করা যায় (অর্থাৎ প্রায় ১৮ ফরমাস বা ৫৪ মাইল) তাতে কাপড় করা যেতে পারে। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও হযরত উসমান রাতি আলাইহি আনাস এই মত পেশাদর করেন।

সফরের মাঝখানে কোনও অবস্থার কারণে কফতন পরিবেশন কাপড় করা যেতে পারে—এ ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মত পেশাদর করেন। ইমাম আহমদের মতে যেখানে ৪দিন অবস্থার কারণে ইম্যান থাকে সেখানে পুরো নামায় পড়ের হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেকের মতে যেখানে ৪দিনের বিশেষ সময়ের অবস্থার নিলিম থাকে সেখানে কাপড় আযাশা যায়। ইমাম আওয়ারির ২৫ দিনের ও ইমাম আবু হানিফার ১৫ দিনের অথবা তার চেয়ে বেশি দিন অবস্থার কারণ নিয়ত করলে পুরো নামায় পড়ে হচ্ছে দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে নবী সালাল্হাত আলাইহি ওয়া সালাল্হ থেকে কোন সুপার বিভাগকা বিদ্যমান হয়নি। আর যদি কোন স্থানে এক ব্যক্তি বাধা হয়ে আটক পড়ে এবং সবসময় তার যেখানে থাকে
ও এই নবী! তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (মুহাম্মাদ) তাদেরকে নামায পড়বার জন্য দাও। ১৩৪ তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত ১৩৫ এবং তারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারপর তারা সিদ্ধান্ত করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখানে নামায পড়েনি, তারা এক্ষণে তোমার সাথে নামায পড়বে। তারা তারা তারা তারা ১৩৬ কারণ কাফেররা সুযোগের অপরাহ্নে আছে, তোমার নিজেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারা তোমাদের ওপর অক্ষম আঘাত পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃত্তির কারণে কোন অনুরুদ্ধ করে অথবা অনুস্থ থাকে, তাহলে অন্থ রেখে দিন কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিষিদ্ধতায় জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য নামাযকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন ১৩৭

বে, বাধা দূর হলেই সে বায়োর দিকে রওনা হবে, তাহলে এমন স্থানে সে অনিশ্চিত কারণের জন্য করে নিতে থাকো। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরম একমাত্র। সাহাবায়ে কেরমদের থেকে এমন অনিশ্চিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে জানা যায়, তারা এ ধরনের অস্থায়ী দুই দুই বছর পর্যন্ত অনবর্তন করে প্রস্তুত এসেছে। এরি ওপর কিয়াস করে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাদিদ করিনীকে তার সমগ্র মেয়াদ ব্যাপী করার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩৩. 'যাহের' ও 'যারের' ফিকাহের অনুসারীরা এ বাক্যের যে অর্থ থাকে তার অর্থ থাকবে কেন কেন মুহাম্মাদ হাকবারহার জন্য আর শাস্তির অবস্থায় সে সফর করা হয়
তাতে কসর করা কৃত্তি বিক্রিয়। কিন্তু নির্জনেরা রেওয়ায়তের মধ্যে হাদিস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) এই একদিনের নিজের সালামাল আলাইহি ওয়া সালামের সাধারণ পেশ করলে তিনি এর জাবাবে বলেন ৪ 'সুন্দরা সুন্দরা লেগে তোমার' 
আর্ধাঙ্গ "এই নামায় কসর করার অনুমতি আলাইহি ওয়া সালামের পক্ষে থেকে 
একটি পুরুষগাম। আলাইহি 'তোমারের এ পুরুষটি শর্ম করে।" নিজে সালামাল আলাইহি ওয়া সালাম শান্তি ও ভয় উভয় অবস্থায়ই 
সফরের নামায় কসর করেননি। এখান প্রায় 'মুতায়াহিতি' বা সবচেয়ে নির্জরুম্তি সূত 
পরপরের বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে প্রমাণিত সত্য। ইবনে আলাম (রা) সুপ্রিম জামায় 
বলেন।

"নবী সালামাল আলাইহিও ওয়া সালাম মাজিনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। 
নবী সালামাল আলাইহি ওয়া সালাম মাজীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। সে 
সময় একদিনের মক্কায় আলাদা তোলা আর কখনও তার ছিল না। কিন্তু তিনি নামায় দুই রাকত 
পড়লেন।" এখান আর তরজমায় বসন্ত মঞ্চের মধ্যে 'বিশেষ করে' শব্দটি বাংলায় দিয়েছেন।

১৩৪. ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান বিন যিয়াদ এই শাদাবাই থেকে এ ধারণা 
নিয়েছেন যে, সালামত খওফ (তোমার নামায়) ককবেরছত নিজে সালামাল আলাইহি ওয়া 
সালামের যুগের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নবী সালামাল আলাইহি ওয়া সালামকে সরাসরি 
করে একটি খুকম দেয়া হয়েছে আবার নয় খুকমটি তার পরে তার স্মৃতিতের 
জন্য আগের মতই কার্যকর হয়েছে, কৃত্তি তোমার এর অংশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
কিন্তু 'সালামত খওফ'কে নিজে সালামাল আলাইহি ওয়া সালামের সাথে নিষিদ্ধ করার 
কারণ ছিল। এইডাবু অন্তর্গত নেতৃস্থানীয় সাহায্য থেকে একে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, তার নিজে সালামাল আলাইহি ওয়া সালামের পাশে 'সালামত খওফ' পড়ছেন। এ 
প্রথে কোন সাহাবীর মতবিরোধের উপরের পাওয়া যায়নি।

১৩৫. শাক্তর আক্রমণের তথ্য থেকে কিন্তু কাজ তাদিত হচ্ছে না, এমন অস্বাভাব 
'সালামত খওফের (তোমার নামায়) খুকম দেয়া হয়েছে। আর কাজ যখন তাদিত ছণছে 
তোমার অস্বাভাব হাসিমার মতে নামায় শিয়েখ দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম 
সুফিয়ান বোধমীর মতে রুকু'ন বা সিজার করা সব না হলে ইসার নামায় পড়া নিষে 
হয়। ইমাম শাক্তর মতে, নামায়ের মধ্যেও কিন্তু যুক্ত করা যেতে পারে। নবী 
সালামাল আলাইহি ওয়া সালামের সাহায্যে যে, তিনি খালেদের যুগের সময় চার ওয়ায়ের 
নামায় পড়েননি। তারপর সুরোগ গেয়েছে তরুণদের অনুসারী চার ওয়ায়ের নামায় এক 
যুগে পড়েন। অথব খুকমের আগেই 'সালামত খওফের' খুকম এসে গিয়েছিল।

১৩৬. অনেকটা যুক্তর অস্বাভাবিক ও পর 'সালামত খওফ' পড়ার অনুসারী নির্লজ্জ করে। নবী 
সালামাল আলাইহি ওয়া সালাম বিভিন্ন অস্বাভাবিক সময়ের প্রতিটি এ নামায় পড়েছেন। 
কিন্তু নয় অবস্থা বা পরিস্থিতি ঐ প্রতিদিনের মধ্য থেকে বোধ হয় অনুমতি দেবে 
তৎকালীন ইসলামী দলের প্রধান এই প্রকারের নামায় পড়েছেন।

পারা ৪।৫
বাদামি প্রতিষ্ঠানের স্থলে তা জানেন, তাহলে তাতে যদি সে স্থল নিয়মগতভাবে উন্নত থাকে তাহলে তার জন্য যুদ্ধ শেষ হয় না। আর তার আল্লাহর কাছে এমন হিজরা আপনি করার যে তারা আশা করেন যে তারা আশা করে না। ১৩১ আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জানী ও রুক্মিনী।

এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে : সেনাদের একটি অংশ ইমামের সাথে নামায় পড়তে এবং অন্য অংশটি তখন দুর্বলের মোকাবিলা করতে থাকে। যখন এক রাকাত পূর্বে হয়ে যাবে তখন প্রথম অংশটি সালাম ফিরে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতটি পূর্বে করবে। এভাবে ইমামের দু'রাকাত এবং সৈনিদের এক রাকাত নামায় হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে : সেনাদের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়ে চলে যাবে তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের পেছনে এক রাকাত পড়বে। এরপর উভয় অংশই পালাক্রমে এসে নিজেদের বাকি এক রাকাত একা একা পড়ে নেবে। এভাবে উভয় অংশের এক রাকাত পড়া হবে ইমামের পিছনে এবং এক রাকাত হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এর তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে : ইমামের পেছনে সেনাদের একটি অংশ দুই রাকাত পড়বে এবং তাদের সাথে দুই সালাম ফিরে চলে যাবে। সেনাদের তৃতীয় অংশ ইমামের সাথে তৃতীয় রাকাতে শরীফ হবে এবং তার সাথে আর এক রাকাত করে পড়ে সালাম ফিরবে। এভাবে ইমামের চার ও সেনাদের দুই রাকাত হবে।
অন্তর্ভূত কুরআন

সূরা আন নিসা

১৬ ফরমা

হে নবী! আমি সত্য সহকারে এই কিতাব তোমার প্রতি নামিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সাদৃশ্য পথ দেখিয়েছেন সেই অন্যায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিধান তৎকালীনদের পক্ষ থেকে বিতর্ককরী হও না। আর আল্লাহর কাছে কমায় আবেদন করো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পক্ষ করোণায়। যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত ও প্রত্যাহার করে,১৪১ তুমি তাদের সমর্থন কর না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেননা।

চতুর্থ পদ্ধতিই হচ্ছে সেনদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়ো এবং ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাতৃত্বে তখন মুক্ততাদের নিজেরাই এক এক দ্বিতীয় রাকাত তাদের সহ পড়ো সালাম হয়ে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এমন অবস্থায় ইমামের সাথে শান্তি হবে যে ইমাম তখন দ্বিতীয় রাকাতের থাকবেন এবং এরা বাকী নামায় ইমামের সাথে পড়ো পর এক রাকাত নিজেরাই উঠো এক এক পড়ো নেবে। এ অবস্থায় ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতে দীর্ঘঘটক কিয়াম করতে হবে।

ইবনে আব্দুল্লাহ, রবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ প্রথম পদ্ধতিই সর্বপ্রথমে রেওয়ায়ত করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিই সর্বপ্রথমে রেওয়ায়ত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ। হানাফীগণ এই দ্বিতীয় পদ্ধতিকে আপ্যায়ন করেন। তৃতীয় পদ্ধতিই রেওয়ায়ত করেছেন হাসান বনী ইয়াকর্বের শেখ। আর চতুর্থ পদ্ধতিকে সাধারণ একটি মুতরিবোধ সালাম ইমাম যাফেক ও ইমাম মালকের আধিকারিক করেছেন। এর উপর হচ্ছে সাহুল ইবনে আবী হাসামের একটি রেওয়ায়ত।

এগুলো ছাড়া সালাতের খাবার আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ফিকহর কিতাবগুলো এগুলোর আলোচনা পাওয়া যাবে।

১৩৭. অর্থাৎ তোমাদের এই যে সতর্কতার হেমন দেয়া হচ্ছে এটা নিজেকে একটি পাশ্চাত্য কৌশল। নয়াতা অর্থাৎ জুর-পরাজিত তোমাদের কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর ফায়সালার ওপর। তাই এই সতর্কতামূলক কৌশল ও পদ্ধতিগুলো কার্যকর করার সময় তোমাদের একথায় বিধাস স্থাপন করতে হবে যে,
যারা নিজেদের মূখের ফুটকারে আল্লাহ আল্লাহ নিবিড়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ তাদের লাভিত করবেন।

১৩৮। অর্থাৎ কাফের দল। এ দলটি সে সময় ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩৯। অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যে পরিমাণ বড় সীকার করছে ইসলামিদারীরা যদি হকের জন্য অত্যন্ত এতটুকু কিছু বরদান করতে না পারে তাহলে তা হবে সত্ত্বাই বিধিবদ্ধ। অথবা কাফেরদের সামনে কেবল পুরূষ ও তার অষ্টাদশ স্বয়ং ছাড় আর কিছুই নেই। বিপরীতপক্ষে ইসলামিদারীরা অর্থ ও পৃথিবীর প্রভূ পরদুরাধিকারের সৃষ্টি, নেকটা ও তার চিন্তন পুনর্নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত পেশা করে অর্জন করেছে।

১৪০। এই রূপে এবং এর পরবর্তী রূপের একটি হুমকিরূপ বায়ারের আলেচনা করা হয়েছে। বায়ারটিতে সেই যুগেই সংঘটিত হয়। ঘটনার নায়ক হচ্ছে আদর্শদের থাকে তামাহ বা বুরুন ইবনে উবাইরিক নামক এক বাকু। সে এক আদর্শদের কর্ম চুরি করে। এ বায়ারে অনুসন্ধান হলে সে চোরাই মালটি এক ইসলামীর কাছে রাখতে পারে। বর্ষের মালিক নায়ক করিম সালাদাহ ইলাবাহি ওয়া সালামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে এবং তামাহকে সে করে। কিন্তু তামাহ, তার বাইবেদারী এবং বুনি যালীর আরো বহু লেখার নিজেদের মধ্যে একটি হয়ে একটি অন্তর্গত হয়েছে। ইসলামীরা বিজেত্ব করেন যাহা নিজের নিজতায় প্রকাশ করে কিন্তু তামাহর পক্ষপাতিত্ব তার সময়ের মধ্যে খুব সীমানায় এগিয়ে যায়। তারা বলতে থাকে: এই শতাব্দী ইসলামী, সেসব সত্তাকে অষ্টাদশ করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে কুফকিয়ে করে, তারা কথা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যেহেতু আমাদের কথা মেনে নেয়া উচিত কারণ আমার মুসলমান। এই মোকম্বার বাহিক ধারা বিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে নবী করিম সালাদাহ ইলাবাহি ওয়া সালামের চিকত রাখতে নিয়ে এবং অভিযোগের কারণে বলে উবাইরিকের বিচ্ছেদ দেয়ার কারণ হয়ে নিয়ে প্রায় উদ্ধার হয়েছিলেন।

এমন সময় আমাদের নিজের হয়ে এবং সমস্ত বায়ারটিকে প্রকৃত রহস্য উদ্ভাস্ত করে নেয়া হয়।

একজন চিত্রিত হিসেবে বাহিক যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের চিত্তে মোকম্বার মীমাংসা করা নবী করিম সালাদাহ ইলাবাহি ওয়া সালামের জন্য কেন চোরাই করার জন্য ছিল না। এ ধরনের অন্য চিত্রিত হিসেবে সমাধান আছে। অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের চিত্তে তাদের কাছ থেকে নিজেদের সক্ষম রায় নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সে সময় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটি প্রচুর সংঘট ছিল। এমন সময় নবী সালাদাহ ইলাবাহি ওয়া সালাম যদি মোকম্বার বাহিক ধারা বিবর্তনে সেই অনুষ্ঠীত ইসলামের বিচ্ছেদে ফাসলা করে দিতেন তাহলে ইসলাম বিচ্ছেদের তার বিচ্ছেদে এবং সত্ত্ব ইসলামী দল ও ইসলামী দুয়ারের বিচ্ছেদে একটি মারাত্মক শতধিকা নৈতিক হাতিয়ারের পেয়ে যেতো। তারা প্রশংসা করতে থাকতো। আল্লাহ, যাকে ভেজে না কেন, এখানে হক ও ইসলামের কেন বলাই নেই। এখানেও তারাই একই দলপতিতি ও অর্থ বিদ্রোহির কাজ করছে যার বিচ্ছেদে এরা নিজেদের স্বারে অভিযোগ চালিয়ে আসছে।

এই বিপদ থেকে উদ্ভাস্ত করার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এই মোকম্বার হটক্ষেপ করেন।
সূরা আনু নিসা ১৮০

যেন হয় নাকি সেই ও নয় বলে না কেন যে নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মা হার নাকি আত্মার হার নাকি আত্মার হার নাকি আত্মার 

সূরা আনু নিসা ১৮০

এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন করতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে যায় না। তিনি তো তখন তাদের সাথে থাকেন যখন তার রাতের অজ্ঞাতক্ষেটা বুঝিয়ে তিনি যা চান না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকার্যকে পরিবর্তন করে রেখেছেন। হার, তোমরা এই অপরাধীদের পক্ষ থেকে দুঃখিয়া জীবনে বিভক্ত করে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের জন্য কে বিভক্ত করবে? সেখানে কে তাদের উকিল হবে? যদি কোন ব্যক্তি কাজ করে যে অন্য নিজের ওপর জ্ঞান করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষতিগ্রস্থ করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাপ্রার্থী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে, তার এই পাপ কাজ তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ সব কথাই জানেন, তিনি আত্মী ও প্রফুল্ল। আর যে ব্যক্তি কোন অভাল বা গোনাহর কাজ করে কোন নির্দেশ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও সুপ্রাচীন গোনাহরের বোধ্য নিজের মাথায় তুলে নেয়।

এই রূপে একদিকে সেসব মুসলমানদের কঠোরভাবে ভর্তরোপনা করা হয়েছে যারা নিচু অনু গোত্র ও পরিবার প্রতি বিশ্বাসে অপরাধীদের প্রতি সমর্পণ করেছিল। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের এই মরমে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, নায় ও ইনসাফের পারা ৪ ৫
১৭ রুক্ত

হে নবী! তোমার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং তার রহমত যদি তোমার সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে একটি দলতো তোমাকে বিক্ষোভ করার ফায়াসলা করেছিল। অথবা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের হাড়া আর কাউকে বিক্ষোভ করছিল না এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।”১৪২ আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নামিল করেছেন, এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ অনেক বেশি।

লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরমর্শে কোন কল্যাণ থাকে না। তবে যদি কেউ গোপনে সাদুকা ও দান-খয়রাতের উপরে অথবা কোন সংক্রান্ত জন্য বা জনগণের পারস্পরিক বিষয়ের সম্পর্কে সংগঠন ও সংরক্ষণ সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে অবশ্য এটি ভালো কথা। আর আল্লাহর সুবিধা অর্জনের জন্য যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাকে আমি বিয়াট পুরুষকার দান করবো।

প্রশ্নে কোন প্রকার অস্ত বিষয়ে ও কঠিন প্রতিষ্ঠান না থাকিও উচিত। নিজের দলের লোকের বাংলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের অথবা সমর্থন করতে হবে এবং অন্য দলের লোকের সত্ত্বার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রতি অন্যায় করতে হবে—এ নীতি কখনো ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

১৪১. যে বাতিক অন্যের সাথে বিশ্বাসযোগ্যতা করে সে আসলে সবার আগে বিশ্বাসযোগ্যতা করে নিজের সাথে। কারণ মন ও মন্দিরের শক্তিগুলো তার কাছে
কিন্তু যে বায়তি রসূলের বিষয়ের কোমর বাণ্ডে এবং ইমানদারদের পথ পরিহার
করে অন্য পথে চলে, অথচ তার সামনে সত্য-স্থল পথ সুপ্রস্তুত হয়ে গেছে,
তাকে আমি সেদিকেই চলাচলে যেদিকে সে চলে গেছে ১৪৩ এবং তাকে জাহারামে
ঠেলে দেবো, যা নির্দোষতম আবাস।

আমাদের দিনে গাছিত রাখা হয়েছে। যার চেয়ে আর বায়ব করে তাদেরকে
বিশ্বাসঘাতকতা করার ক্ষেত্রে তার সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। আর যে
বিশ্বাসঘাতক আলাহ তার নৈতিক চরিত্রের পাখারার বামিবিশিষ্ট তাকে এমনভাবে
দাবিয়ে দেয় যার ফল এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সে তাকে কোন বিষয় দিতে পারে না।
মানুষ তার নিজের মধ্যে অভ্যাসের চেয়ে সাইন্তারামলুক পদক্ষেপ অপেক্ষায় পৌঁছায়
দেয় তখনই বায়তে সে বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন কাজ করতে শুরু করে।

১৪২. অথবা যদি তারা যখন বিষয় বিবরণী পেশ করে তারার মনে ভূত ধারণা সৃষ্টিতে
সফর হতে এর নিজেদের পক্ষে প্রকৃত সত্য ও ইমানদার বিষয়ের ফাইসালা করিয়ে
নিতে পরাত তাহলে তারা প্রকৃত ক্ষতি তাদেরই হতো। তারার কোন ক্ষতি হতো না।
কারণ আলাহার কাছে তুমি না, তারাি হতো অপরাহ্ন। যে বায়তি বিচারকের ধরায় দিয়ে
নিজেদের পক্ষে সত্যের বিপুলতা ফাইসালা করিয়ে দেয় সে আসল নিজেকে এই ভূত ধারণার
শিকার করে যে, এই ধরনের কলা-কৌশল অবলোকন করার ফলে সত্য তার পক্ষে এসে
গেছে। অথচ প্রকৃত কাষ্ঠ আলাহার দৃষ্টিতে সত্য যে দিকে মূলত তার দিকেই থেকে যায়।
এ ক্ষেত্রে প্রতাষ্টিত বিচারবিক্ষত ফাইসালার কারণে আসল সত্যের ওপর কোন প্রতাষ্ট
না। (সূরা বাবারার ১৭ নম্বর টীকা দেখুন)

১৪৩. ওপরে উল্লেখিত মোকুমায় আলাহার অধীন ভিত্তিতে নবী সালাহার আলাহারি
ওয়া সালাহার যখন সেই বিষয়ের মুসলমানদের বিচার এবং নির্দেশ ইহীদীর পক্ষে
ফাইসালা প্রদান করেন তখন মুহাম্মদকর্তার ওপর জাহানারের একে চাপে আক্রমণ
হলো যার ফলে সে মধুরা তার কের মহায় ইসলাম ও নবী সালাহার আলাহারি ওয়া
সালাহার দুর্ঘটনাদের কাছে চলে গেলো এবং প্রক্রিয়া ইসলামের বিষয়ের নিজেরা করতে
লাগলো। এ আসলে তার এই আচরণের প্রতি ইন্দ্রিত করা হয়েছে।
আল্লাহু ۚلا يَغْفِرُونَ لِيَّ شَرْكٍ مَا وَيْمَا ذُلِّكَ لَمْ يَشَاءُ وَمِنْ شَرْكٍ يُشَارِكُونَ بِآيَةَ عِظَمَاءَ ﴿۱۵۱﴾ إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّهُمْ يَدْعُونَ الْإِشْتِتَامَاً وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴿۱۵۲﴾ ﴿۱۵۱﴾ لَأَتْخَذَّنَّ ۚ سَيْ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَّفْروضًا ﴿۱۵۲﴾

১৮ রুক্ত

আল্লাহু ۚلا يَغْفِرُونَ لِيَّ شَرْكٍ مَا وَيْمَا ذُلِّكَ لَمْ يَشَاءُ وَمِنْ شَرْكٍ يُشَارِكُونَ بِآيَةَ عِظَمَاءَ ﴿۱۵۱﴾ إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّهُمْ يَدْعُونَ الْإِشْتِتَامَاً وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴿۱۵۲﴾ لَأَتْخَذَّنَّ ۚ سَيْ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَّفْروضًا ﴿۱۵۲﴾

১৫৪. এই রুক্তের ভেতরের প্রসঙ্গটি জেরে টেনে বলা হয়েছে: নিজের অহেলিয়াতের দেওয়া তা বলে এ বাক্তি যে পথে পাড়ি অগিয়েছে সেটি কোনো ধরনের পথ এবং সংলগ্নদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাদের সাথে সে জোট বেঁচে তারা কেমন লেখে।

১৫৫. শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকতায় পূজা অপর্যালোচন করে না বা তাকে সরাসরি আলাদার মর্যাদায় অভিকৃতি করে না। এ অংশে কেউ শয়তানকে মার্বুদ বায়না না, একথা যথেষ্ট। তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা আরো ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে নিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকে চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বাদা এবং শয়তান তার প্রস্তু-এটাই শয়তানকে মার্বুদ বায়নার একটি পথিত। এ থেকে জানা যায়, বিনা বার্তা যায়, নির্দেশ মনে চলা এবং অনুসারে কারা হকুম পালন করার নামই 'ইবাদত'। আর যে বাক্তি এভাবে কারা অনুগত করে সে আলাদা তার ইবাদত করে।

১৫৬. অর্থাৎ তাদের সময়, পরিপ্রচ, প্রচেষ্টা, শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাদের সত্তা ও ধন-সম্পদ থেকে নিজের একটি অংশ নিয়ে নেবে। তাদের এমনভাবে প্ররোচিত করবো যার ফলে তারা এ সবকের একটি বিরুদ্ধ অংশ আমার পথে যায় করবে।
আমি তাদেরকে পঠিয়ে রাখুন। তাদেরকে আশার ছলনায় বিশ্বাস করুন। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পথর কান ছিড়বেই। ১৪৭ আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই। ১৪৮ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বা অভিভাবক বানিয়েছে তাদের সৃষ্টির সমৃদ্ধিনাশ হয়েছে।

১৪৭. আরববাসীদের বহুত কসংকর্ষের মধ্যে একটি দিকে এখনে ইশারা করা হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উত্তেন পাঠ বা দুটি বাণ্ড সব করার পর তার কান চিত্র তাকে তারা নিজেদের দেবতার নামে ছোড়ে দিতো এবং তাকে কোন কাজে ব্যবহার করা হারম মনে করতো। এভাবে যে উত্তে উরস দুটি বাণ্ড জন্য নিতো তাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। পথর কান চুরি দেয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করার অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতো।

১৪৮. আল্লাহর সৃষ্টি-আকৃতিতে রদবদল করার অর্থ বসুর সৃষ্টিকল্পনা কাঠামো ও আকার-আকৃতির পরিবর্তন নয়। এ অর্থ প্রচলনে তো সমষ্টি মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি শরণার্থীদের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ বলে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু মানুষের হস্তক্ষেপের নামই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আসলে এখানে যে রদবদলকে শরণার্থী কাজ বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে, কোন কাজকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি তাকে সেই কাজে লাগানো এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজে না লাগানো। অন্যদিকে বলা যায়, মানুষের মন্ত্রের বা প্রকৃতির বিচ্ছেদ বেদব কাজে এবং প্রকৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্যে উপেক্ষা করে তেমন পথ অবলম্বন করে তা সবই এই আযারের অন্যতম অন্যতম বিষয়কে শরণার্থীদের বিভিন্নতার ফসল। যেমন লুট জাতির কাজ, জন্ম শাসন, বৈদ্যব্যবস্থা, ব্যবসায়, নারী-পুরুষের বন্ধুত্বকরণ, পুরুষদেরকে খুঁজে বানানো, মনের ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব অপেক্ষা করে সে দায়িত্ব সম্পাদন করা থেকে তাদেরকে সরিয়ে রাখা এবং সমস্ত সংস্কৃতি এমনকি বিভিন্ন তাদের টেনে আনা বেঁচে যেন পুরুষদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কাজ এবং শরণার্থীদের শাসনজীবন দুর্লভিয়া এ ধরনের আরো বেশি অন্ধ কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো। অসলে এই অর্থ প্রকাশ করেছে যে, তারা বিখ্যাত-জাতিনের স্তরের নিখিলনিষ্ঠ বিধি-বিধান তুলনা মনে করে এবং তার মধ্যে সংসার সাধন করতে চায়।

পারা ৫
যদি তিনি মহীয়তাহন্তদের সমস্ত ওদাদা প্রাপ্ত না হয় তবে তারা পাব না। আর যারা ঈমান আনবে ও সংজ্ঞা করবে তাদেরকে আমি এমন সব ধারণায় প্রবেশ করার যার নিমিত্তে দিয়ে করণাত্মক প্রাপ্তি হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সাধ্য ওদাদায়। আর আল্লাহর চাইতে কেবল সত্যবাদী আর কী হতে পারে?

চূড়ান্ত পরিস্থিতি না তোমাদের আশা-আকাঙ্খার ওপর নির্ভর করছে, না আহলি কিভাবের আশা-আকাঙ্খার ওপর। আস্তিক যে করবে সে তার ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোন সমর্থ ও সাহায্যকারী পাবেনা।

১৪৯. সমাজের সমস্ত কার্যবাহী চলে মৌখিক ওদাদা ও আশা-তরসা দেবার বিচিত্রতা। সে ব্যক্তিত্ব বা সামাজিক পর্যায়ে যখন মানুষকে কোন তুল পথে পরিচালনা করতে চায়, তার সামনে এক আকাঙ্খাকৃত রচনা করে। কাউকে ব্যক্তিত্ব আনন্দ উপত্যকা এ সাফল্যদায়ে অশ্রু উদ্ধ করে তোলে। কাউকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রতা অর্জন দেয়। কাউকে মানবজাতির কল্পনা ও শীর্ষক্ষি নির্দেশ বিধান করে।

কাউকে সত্যের কাছে পৌঁছে গেছে বলে মানবিক সাফল্য দান করে। কারো মেনে এই ধারণা বহমান করে যে, আল্লাহ বা আহ্মেত বলে কিছুই নেই, মরে যাওয়ার পর সবাইকে মাতিতে মিশে মেতে হবে। কাউকে আশাদের অর্থের বলে যদি কিছু থেকেও থাকে
আর যে যাজক কোন সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোককেই জানাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের এক অণুপরিমাণ অধিকার হরণ করা হবে না। সেই যাজকের চাইতে তাঁকে আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির তাঁকে নিয়েছে, তো তাঁকে আল্লাহের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? সেই ইবরাহীমের পদ্ধতি যাকে আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। আসমান ও জ্বলনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ।১৫০ আর আল্লাহ সবচেয়ে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।১৫১

তাহলে উমুক হরজের বন্দী হয়ে উমুকের দোয়ারের তোফায়েলে সেখানকার ধর্ম-পাকড় থেকে নিঃসৃত পাওয়া যায়। এটাকে যার কারণ ধরনের আশা হলো ভুলানো যায় তাকে সেখানে নিজের প্রতারণা জানলে নয়ানবার চেষ্টা করে।

১৫০. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দেয়া এবং আত্মগ্রহিতাও এবং বিশ্বাচারের থেকে বিরত থাকা প্রকৃত সত্তর সাথে সর্বমাত্র সামাজিক হবার কারণে সর্বব্যাপী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ যখন পৃথিবীর, আকাশ ও এর মধ্যকার যাত্রীর কিছু মালিক যখন তার আনুগত্য ও বদনী করতে প্রকৃত হয়। এবং বিদ্রোহি মনেভাব পরিহার করাই হচ্ছে মানুষের জন্য সাধিত পা।

১৫১. অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত না করে এবং আল্লাহ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আল্লাহর পাকড়ও থেকে নিজেকে রক্ষা করে যে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর অস্ম ফ্রমাতা ও কুদরাত চারদিক থেকে তাকে বেঁচে করে আছে।
১৯ রস্তু

লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কাছে ফতোয়া জিজেন করছে। ১৫২ বলে দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন এবং একই সাথে সেই বিধানের দর্শন করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিছু তাদের শুনানো হচ্ছে। ১৫৩ অর্থাৎ এই এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হয় তোমারা আদায় করহে না ১৫৪ এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমারা বিয়ে করতে হয় (অথবা লোকের বশভূত হয় নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)। ১৫৫ আর যে শিশুরা কোন ক্ষেত্রে রাখে না তাদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ। ১৫৬ আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, এতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির অপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং যে ক্লাশ তোমারা করবে তা আল্লাহর অগাচ্ছ থাকবে না।

১৫২. একথা সুপষ্টভাবে বলা হয়নি যে, মেয়েদের ব্যাপারে লোকেরা কি জিজেন করে। তবে পরে যে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে যায়।

১৫৩. এই আসল প্রশ্নের জওয়াব নয়। তবে লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি নিকেপ করার পূর্বে আল্লাহ এই সুরার ভূমিতে বিশেষ করে এতিম মেয়েদের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে এতিম শিশুদের ব্যাপারে মেনে দেবী বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো স্যাথাত্বে মেনে চলার পূর্ব বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন। আল্লাহ দৃষ্টিতে এতিমদের অবিভাজ্য গুরুত্ব যে কোথা বেসী এ থেকে তা সহজেই সুপষ্ট হয়ে গড়ে। প্রথম দুই রস্তটির তাদের অবিভাজ্য সরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যেকটি মনে করা হয়নি। কাজেই এখন সমাজিক ভ্রমণের আলোচনা আসতেই লোকদের উচিত প্রশ্ন প্রবর্তন করার দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ নিজেই এতিমদের সাথে যারা প্রশ্ন উত্তর করেছেন।

১৫৪. সেই আযাতটি দিকে ইনিগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে : "যদি এতিমদের সাথে বেইনসাফি করতে তা পাও তাহলে যেবার মেয়েদের তোমারা পছন্দ করো।..." (সূরা আনন্দিন, ৩)
যখনই১৫৭ কোন কীর্তিতে নিজের স্বাধীন কাছ থেকে অসততারণ অথবা উপকরণ প্রদানের আশাকরা করে, তারা দু’জনে (কিছু অধিকারের কেবলই) যদি পরস্পর সুখ্য করে নেয়, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। যে কোন অবস্থায়ই সত্য উত্তম।১৫৮ মন হত সংগমতার দিকে বুকে পড়ে।১৫৯ কিন্তু যদি তোমরা পরাপরকার করা ও আলাদাধীনতা সহকারে কাজ করা, তাহে নিত্যান জেনে রাখো, আল্লাহ আমাদের এই কম্য নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে অবহিত থাকবেন না।১৬০ স্ত্রীর মধ্যে পুরুষের ইসলাম করা তোমাদের কাছে সঙ্কট নয়। তোমরা চাইলেও এ কম্য তোমাদের নেই। কাজেই (আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,) এক স্ত্রীকে একদিকে মুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি বুকে পড়বে না।১৬১ যদি তোমরা নিজেদের কম্য নিয়ন্ত্রক সংশধিত করা এবং আলাদাকে ভয় করতে থাকা, তাহলে আল্লাহ কম্যানীল ও পরম করমায়।১৬২ কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল কম্য সাহায্যে প্রতিকৃত করে তোমাদের মুখপ্রিয়া থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক কম্য সাহায্যে অধিকারী এবং তিনি মহাসাম্মত।

১৫৫. তরুণের অন্তজ্ঞস্মৃতি এর এ অবস্থায় হতে পারে�ে, “তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার আগে পোষণ করো।” আরও এ অবস্থায় হতে পারে, “তোমরা তাদেরকে বিয়ে

হয়ত আরেক রা) এর ব্যাখ্যায় বলেন : কিছু লেকার

অভিপ্রেতে এমন কিছু এতবার ছিল, যাদের কাছে কিছু পৈতৃক ধন-সম্পত্তি ছিল।
তাক্ষণিক কুরআন

১৫৬. এই সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় রুপকেই এতিমদের অধিকার সম্পর্কে যে সময় বিধান বর্তিত হয়েছে এখানে সেদিকেই ইহুদিত্ব করা হয়েছে।

১৫৭. আসল প্রথম জবাব এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এ শব্দটি বুদ্ধিতে হল প্রথমে প্রথম বাৎসরিকভাবে বুদ্ধিনিতে হবে। আয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অস্বীকারিতে যে সময় যে তাকে বিবেক করতে পারে। এ মাত্র তার অবধি স্বীকার ছিল। এ এই অন্যতম সূত্রের জন্য কোন অধিকার সরকারিতে ছিল না। সূরা নিসার প্রথম আয়ত্তন নামিল হবার পর এই স্বীকারের প্রথম দু' মাত্র সিদ্ধি-নিষেধ আরোপিত হয়। এক, তাদের সংখ্যা সর্বভিত্তিক চারের মধ্যে সীমান্ত দেয়া হয়। দুই, একাধিক স্ত্রী গ্রহন করার জন্য 'আদন' (অন্য সর্বভিত্তিক) নিয়ে সমান ব্যবহারের লক্ষ্য আরোপ করা হয়। এখানে প্রথম তথ্য, যদি কোন হীরের স্ত্রী বঢ়া না। কস্তির মর্যাদা হয় অন্য তাকিম করেই তার ব্যাপার তাদের দৈনিক সম্পর্ক বজায় রাখার যোগ্যতা না থাকে এবং এ অবস্থায় ব্যাপার দীর্ঘ বিবিধ যে উদ্দেশ্যে কিছু উদ্দেশ্য প্রতি সমান অনুচ্ছেদ করতে হবে। সম্পর্কে সমান বোধ প্রয়োজন হবে এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামান্য দৈনিক সম্পর্কে।

১৫৮. অর্থাৎ তালক ও বিচিত্রতার পরিবর্তে যে স্ত্রী তার জীবনের একটি অংশ এক স্বাথের মধ্যে অতিবৃত্তি করতে হয়। এভাবে পর্যালোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বাকী জীবনটি তারই সাথে অবস্থান করাতাই উদ্ভব।

১৫৯. স্ত্রী যদি নিজের মধ্যে স্বাথের জন্য আর্কিনহীনতার কারণ অনুভূত করতে থাকে এবং এতের সময় যে স্ত্রীর কাছে স্বাথের কাছে, এতের অপরাধের অবৈধতার সম্পর্কে চিন্তা করে। তাহলে এটি হবে সেই স্ত্রীর মনের সম্পূর্ণতা। এবং এতের জন্য কোন স্ত্রীর সর্বভিত্তিক বিষয়ে দায়িত্ব রাখার চেষ্টা করে এবং তার অগ্রসরত্ব অস্বীকার শক্তিতে ছিন্ন হলে ঠায়, সে স্ত্রীর মনের ভালো সকল প্রকার আর্কিনহীন হারিয়ে বসার পর তার সাথে অবস্থান করতে চায়, তাহলে এটি হবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে মনের সম্পূর্ণতার পরিচয়।

১৬০. এখানে অল্পীত্ব আর পূর্বেরই উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির প্রতি আদেশ জানিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর রিভিত। তিনি সকল প্রকার আর্কিনহীনতা সত্ত্বেও মেয়েটার
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তাদের পূর্বে
যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তাদেরকেও আল্লাহকে ভয়
করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তাদেরা না মানতে চাও না মানো, কিন্তু
আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অতিব মুক্ত ও
সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। হা, আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর
মালিক। আর কার্যসম্পাদনের জন্য তিনি ইচ্ছে। তিনি চাইলে তাদেরকে সরিয়ে
দিয়ে তাদের অবজ্ঞায় অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ
ফশমত রাখেন। যে ভক্তি কেবলমাত্র ইহকলের পুরস্কার চায়, তার জেনে রাখা
উচিত, আল্লাহ কাছে ইহকল এবং পরকাল উভয়ঘাতের পুরস্কার অঙ্গে এবং আল্লাহ
সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। ১৬৬

সাথে অনুরূপভূত ব্যবহার করার জন্য পুরদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেননা মেঠো বছরের পর বছর ধরে তার জীবন সহিনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। এই সঙ্গে
আল্লাহকে তার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা কোন মানুষের ফুল-কাটির কারণে তিনি
তার দিক থেকে যদি নিজের কৃপাদাত্মক ফিরিয়ে নেন এবং তার ভাগ্যের অংশ হস্ত করে
দেন, তাহলে দুীয়মান তার আশ্রয় লাভ করার অর্থ কোন স্থানই থাকে না।

১৬৬। এর কথা হচ্ছে, মানুষ সব অভ্যাস একাধিক সৌদীর মধ্যে সব দিক দিয়ে পূর্ণ
সাম্য কায়েম করতে পারে না। একটি সৌদীর রূপসী এবং অনায়ার কৃষি। একজন
যুবতী এবং অন্যজন বিগত যৌবন। একজন চিত্র রূপ এবং অন্যজন সবল যুবর্ষী। একজন
কর্ম সহবারের ও কীটভাবিক এবং অন্যজন মহীয় প্রকৃতির ও মিত্রভাবিক। সৌদীর মধ্যে
এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। এর ফলে স্বতন্ত্রতাই এক সূত্রের প্রতি আকর্ষণ বদেশি ও অন্য সূত্রের প্রতি কম হতে পারে। এহেন অবস্থায় আইন এ দায়ী করে না যে, তালেবাসা, আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা কার্যম রাখা অপরিহার্য। বরং আইনকেল এতটুকু দায়ী করে, যখন তুমি আকর্ষণহীনতা সৃষ্টিতে একটি মেয়েকে তালাক দিচ্ছো না এবং নিজে ক্ষতপ্রবৃত্ত হয়ে থাকে তার কামনা অনুযায়ী তাকে নিজের সূত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখা, যখন তার সাথে অধিক এতটুকু সম্পর্ক রাখা যায় ফলে সে কার্যত স্বায়ীনতা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থায় এক সূত্রের জুলুমের অন্য সূত্রের প্রতি বেশি বৃদ্ধি পড়া ও তার প্রতি বেশি অনুরক্ত হওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু অন্য সূত্রের প্রতি যে এমনভাবে অবদালা ও অনুসন্ধান প্রদর্শন না হয় যার ফলে মনে হতে থাকে যে, তার কোন বাস্তবী নেই।

এ আযাত থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন একদিকে আদের শৃঙ্খলায় একাধিক বিষয়ের অনুমতি দেয় আরে আদের প্রধান দায়ী অনুমতির কারণে অনুমতি করে এর অনুমতি করে বাতিল কর দেয়। কিন্তু আসলে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত হগের কোন অবস্থায়ই এ আযাতে নেই। কুরআন যদি কেবল এতটুকু বলেই ঘটে যে, “তোমরা সূত্রের মধ্যে আদন করার ক্ষেত্রে না,” তাহলে উপরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ থাকতান। কিন্তু এর পরেই বলা হয়েছে, “কেন্দ্রীয় এক সূত্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা পড়া না।” এ ব্যাপার উপরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগই এখানে রাখেনি। খৃষ্টানী ইউরোপের কিছু নকলনিষ্ঠ এ ব্যাপারে নিতে উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৬২: প্রথম যদি তোমরা যথাসত্ত্বে ইচ্ছা করে জুলুম না করো এবং ইনসাফ ও নায়নিতার পরিচয় দিতে থাকো, তাহলে সাধারণের অবস্থায় কারণে ইনসাফ ও নায়নিতার ব্যাপারে সামান্য যে জুলুম তোমার করার আচার তা মাফ করে দেবেন।

১৬৩. সাধারণভাবে আইন সৃষ্টির বিদ্বঘাত বর্ণনা করার প্রধান বিষয় এবং বিশেষভাবে সমাজের সজ্জায় বসে বর্ণ মানুষ বুদ্ধি ভাবে অনাধুনে ও জুলুম করে অন্যে সেসব অন্যের সংক্রান্তি ও সংশোধনের স্বপ্ন শেষের দেয়ার পর অন্যে অবস্থায় এ ধরনের কঠিন প্রতিবাদী ও অকর্মীয় বাক্যের মাধ্যমে একটি সক্ষম উপদেশমূলক ভাষণ দিয়ে থাকেন। মানুষেকে এই বিধানগুলো পালন উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে মেহে৪৬ মেয়েদের ও পুরুষের এই আদের সাথে ইনসাফ ও সমাবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই এরপর ন্যায়কালের মনের মধ্যে কিছু কথা গেছে দেবার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে।

প্রথম কথা হচ্ছে : কারা তাহা তাহা-গড়ার জন্য তাঁদের আজ এ ধরনের ভূমিকাকে করা করে করা না। তেমন অনুষ্ঠানের হাত টেনে নিজেই দুনিয়ায় তার আর কোন আরাম থাকবে না। এটি সম্পূর্ণ একটি অনুশীলন ধারণা। এ ধারণায় বিস্তর পরিমাণে যাতায় কোন নেই। কেননা তেমায়, তার ও সবার তাহা অল্পহার হয়ত। তেমন একার মাধ্যমে আরো তার বৃদ্ধির সাহায্য করেন না। আলাদা ও পৃথিবীর মালিক মান সর্বত্র কিংবা তালাহর মাধ্যমে ও উপায় উপকরণ অন্যতম ব্যাপক ও সীমা সংঘর্ষীয়। নিজের উপায় উপকরণগুলিকে কাজে লাগাবার এবং সেগুলোর সাহায্যে কার্যকারী করার কৌশল তার আত্মত্বীয়।
দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে: তোমাদের এবং তোমাদের মতো পূর্বতন সমস্ত নবীর 
উদ্ভাবনের সাহায্য এই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহকে 
ভাব করুন। এ নির্দেশ মেনে চলার তোমাদের লাভ, আল্লাহর কোন লাভ নেই। আর যদি 
তোমরা এর বিস্তারপ্রাপ্ত করা, তাহলে পূর্বতীয় উহাতে এ ধরনের নাফরমানী করে 
যেমন আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি তএমন তোমারাও পারবে না। এই বিশ্ব-জাহানের 
একটি অধিপতি পূর্বত্ব করার পক্ষের। এখনো তোমাদের পরায়ণ হচ্ছে না। 
তার হয়ম অনন্ত করলেই তিনি তোমাদের সরিয়ে নিয়ে অন্য একটি জাতিকে 
সাফল্যের স্বর্গমুখার্য বসিয়ে দেবেন। আর এই যোগস্থ থেকে তোমাদের সরে যাওয়ার ফলে 
তার সাফল্যের বিরুদ্ধে বেদনা ও রূপ সৌন্দর্যে একটি পার্থক্য দেখা দেব না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে এককদিকে যেমন দুনিয়ার বর্ষ সুখকোম্পিত এবং তোমর 
অন্যদিকে আছে আল্লাহর কল্যাণ। এই বর্ষ, সুখকোম্পিত ও কল্যাণ সামরিক 
আবার চিকন্দাও। এখন তোমরা তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের সুখকোম্পিত ও কল্যাণ 
লাভ করতে চাও তা তোমাদের নিজেদের সামরিক, হিমালয়, সাহস ও আকাশের 
ওপর নির্ভর করুন। যদি তোমরা নিকট দুনিয়ার কল্যাণের জন্য পাগলপাগড় হয়ে 
গিয়ে থাকো এবং তোমরা বিন্যস্ত বিজ্ঞান বাধামূলক তাক করতে প্রয়োজন হো, তাহলে 
আল্লাহ এবং কিছু তোমাদের এখনই এখানেই গিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আল্লাহর 
চিত্রন বর্ষ ও সুখকোম্পিত লাভের কন্দুই আসেই তোমরা পাবে না। আন্দোলন তোমাদের 
ক্ষমতার অন্তর্গতে বিচার পালন করে দেবে। নিজেদের শাসনক্ষেত্রের চিত্রন 
কানাল পানি স্থাপিত করতে প্রয়োজন। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মনের 
সংক্রান্ত এবং সাহস, হিমালয় ও মনোবালের অভাবে তোমরা কেবলমাত্র 
একটি শব্দ মধ্যবর্তী পানি স্থাপনের চিত্রন করায় বিন্যস্ত করতে যথেষ্ট করে না। 
কারণ হয় শরীর প্রক্ষালন করে আন্দোলন ও বেদনা, এমন পথ অবলম্বন করা 
যার ফলে তোমরা দুনিয়া ও 
আল্লাহর উত্তম বর্ষ ও সুখকোম্পিত লাভ করতে পারে।

সবাই যান হচ্ছে, আল্লাহ পবিত্র প্রাচ্য ও পবিত্র দেবতা। এর অর্থ হচ্ছে, 
আল্লাহ অন্ত ও বিধি নয়। কোন অন্ত ও গাফেল রাজত্বের মত এখন কাজ করে 
আল্লাহের কাজ করা এবং নিজের দাস ও দয়ান্বল দেশের ভূমি তালো-মানের পার্থক্য 
না করা তাঁর কী নয়। পূর্ব শস্ত্রবাহী সাধ্য তিনি তাঁর এই বিশ্ব-জাহানের ওপর শাসন 
করতে চাইতে যাচ্ছেন। প্রতিকের যোগ করতে, হিমালয় ও মনোবালের ওপর তিনি দৃষ্টি 
রেখেছেন। প্রতিকের দুর্লভ তিনি আচ্ছনী। 
তোমাদের কে কোন পথে নিজের শ্রম ও 
প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছেন, তাহোতি তালো করেই আচ্ছনীন তিনি অনুষ্ঠান বাধাদের জন্য 
যেহেতু অনুষ্ঠান নিন্দিত করে রেখেছেন তোমরা তাঁর নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে 
সেবা লাভের আশা বাদ করতে পারে না।

১৬৪. আল্লাহ কেবল একটিকে বলেই কাজ হলো যে, তোমারা ইনসাফের দৃষ্টিদৃষ্টিক 
অবলম্বন করা এবং ইনসাফের পথে চলা বর্ণ বলেছেন তোমারা ইনসাফের পতাকাবাহী 
হয়ে যাও। কেবল ইনসাফ করাই তোমাদের কাজ হবে না বরং ইনসাফের বাহ্য নিয়ে 
এগিয়ে চলাই হবে তোমাদের কাজ। হয়তো কথম করে তাঁর জায়গায় আদাল ও সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করতে তোমাদের দৃষ্টি সংক্রম হতে হবে। আদাল ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 

পারা ৪ ৫
তথ্যকীমূল কুরআন

সূরা আন নিসা

৭৯৩

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

তুমি কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

যাইহলো আন্তঃ আমারা কোনো কোনো বার্তা সেনায়ে-সেনায়ে ছিল রলো ।

ষে ইমানদারগণ। ইমানের পতাকা হাতে আল্লাহ সেকি। হয় ।

১৬৫ তোমাদের ইমান ও সাক্ষাৎ তোমাদের নিজেদের বিশ্বাস অথবা তোমাদের প্রাপ্ত ও আত্মীয়-বাঙ্গলদেশের ব্যাপ্তি এর গেলে। উত্তর পদ্ম ধনী ও অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক বেশী কলায়কামী।

সারে নিজেকে কেন্দ্রে যা হয়ে ইমান ধরে নির্দেশ থেকে না। যে ভেদ তোমরা প্রাপ্ত হবে তাকে অথবা সাফিতে পাশ করতে চেয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করে আপনি তার খবর রাখেন।

যে ইমানদারগণ। ইমান আনো । আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নামিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নামিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরত তার প্রতি কিতাবমূল, তার রসূল ও পরামর্শের প্রতি কৃতি করেল ১৬৭ সে পঞ্চম হয়ে ভবিষ্যৎ চলে গেলে।

যে সহায়ক শিক্ষার প্রয়োজন যুমিন হিসেবে তোমাদের যোগান দিতে হবে সেই সহায়ক শিক্ষা।

১৬৫। অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষাৎ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। এতে কারো প্রতি দরদ ও সমানতা রাখে না। কোন ব্যক্তিকে স্বার্থ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সুভিজ অজন্ত তোমাদের দায় হবে না।

পার্থী ৪ ৫
তাফহীমুল কুরআন

১৬৬. যাহারা পূর্বেই ইসমাইল এনে দেবেন তাদের অনেক বলে, ’তোমরা ইসমাইল এনে দেখ।’ কিন্তু সে কথা পুরুষ হয়। ইসমাইল সে একজন ব্যক্তি যিনি ইমান বা ইসলাম বা ইসমাইলিজম করেন। ইসমাইল তার পরিবারে একজন অন্যতম হয়। তিনি সে কথা বলে তাদের কাছে দেখাবার কথা বলে। তার কাছে কারো বলা হয়। তিনি যারা সাধারণই মুসলিম পরিগত হয়।

১৬৭. কুরআন করাও একটি অন্য হয়। তার একটি অন্য হয়, সুপার ও মাঝে ভাবায় অধিকার করা। ভাবায় অন্য হয়, যখন সে কথা দেখায় কিন্তু মনে মনে করা। অথবা নিজের মনে ভাবায় মাঝে একটি প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিসটি যে যেমন দেখায়, করা করার থেকে আসলে যেমন। এখানে কুরআনের এই একটি অন্য হয়। ইসলামের এই কীলার অধীনে কারো ব্যাপারে উপরের করুণায় করুণা মধ্যে কেনাটি অবলম্বন করা হবে তার ফল হবে কেনা হবে কেনা হবে সর্বাধিক মা করা হবে। এ বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের সতর্ক করে দেয় এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

১৬৮. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা চিন্তাকে নিছক একটি হালকা প্রমাণ ও ভূতবিদ্বান হিসেবে প্রস্তুত করে। যারা চিন্তাকে একটি খেলনা বানিয়ে নিজেদের চিন্তা ও কমান্ডার রূপে দিয়ে ইচ্ছেমতো তাকে মোহাম্মদ তাদের কাজ করে এখানে আলোচনা করেছেন। চিন্তার জগতে একটি আলোড়ন উঠে যায় অমনি মুসলিম হয়ে গেলো। তারপর অর একটি আলোড়ন উঠে আর অমনি কাজের হয়ে গেলো। অন্যা যখন দেখা গেলো মুসলিম হয়ে গেলে বৈষম্য বাঁধানি করে যায় তান মুসলিম হয়ে গেলো। অন্যা যখন সাধারণের ধরনের কথা হয়ে গেলো তখন তার পদস্থতি করার জন্য নিষ্ঠায় স্বাধীন চলে গেলো। এ ধরনের লোকের জন্য আলাদার কাছে মাত্র করায় বা হিসাবে প্রতিবেদন নেই।
আর যেসব মুনাফিক ইমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য তথ্যাদায়ক শাস্তি প্রদূট রয়েছে। এ সুসংবদ্ধটি তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা কি মর্যাদা লাভের সংকেতে তাদের কাছে বাড়িয়ে কাটাতে পারেন। একক মদ্ধার জন্য নিশ্চিন্তিত। আল্লাহ এই কিতাবে তাদের পূর্বেই কথম দিয়েছেন, যেখানে তাদের আল্লাহর আযাতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে ও তার প্রতি বিদ্঵েষন নিক্ষে� করতে শুনতে যেখানে বসবে না, যতক্ষণ না লোকরা অন্য প্রসারে ফিরে আসে। অন্যথায় তাদের মতো হবে। নিষ্ঠিতভাবে জেনে রাখুন, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহারামে একই জায়গায় একত্র করবেন।

কিছুই নেই। “তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে তারা এগিয়ে যেতেই ধাকলো”——এখানে একাধারে বলা অর্থ হচ্ছে। কোন ব্যক্তি কেবল কাফের হয়ে যেতাছে একটা ক্ষতিও না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে বিদ্রুপের হয় চোখে। ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রের করে এবং প্রকাশের নানা কার্যকর পদক্ষেপগুলো করতে থাকে। কুফরীর পর উত্তর করার এবং তার মোকাবিলায় আল্লাহর দীর্ঘ আগ্রাহ দুর্লভ করার জন্য নিজের শ্রমকাল দিয়ে বাঁচায়। এটিকেই বলে কুফরীর আরো উত্তর হওয়া, কুফরী আরো বেড়ে যাওয়া এবং একটি অপরাধের পর আর একটি অপরাধ তারপর আর একটি অপরাধ—এভাবে অপরাধের ফিরিতি কমলাগত বেড়ে যাওয়া। পরিসমাধা এটিতে নিজের কুফরী থেকে অনেক বেশী হতে হবে।

১৬৯. এখানে মূল আযাতে ইজ্জত শাদ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় ইজ্জত শাদের অর্থ অন্তর্ভুক্ত যাপন। সাধারণরূপে ইজ্জত শাদটি বললে মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি।
এই মুনাফিকরা তোমাদের ব্যাপারে অপরাধ করেছে। তারা দেখছে পানি কোন দিকে গড়ায়। যদি আল্লাহর পক্ষে তোমাদের বিজয় সৃষ্টি হয় তাহলে তোমা এসে বলবে, আমরা যে তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পক্ষে তারী থাকে তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা যে তোমাদের বিজয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষ ছিলাম না? এরপরও আমরা মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি।

তাই কিয়মতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা আনাই করা দিবেন। আর, (এই ফায়সালায়) আল্লাহ কাফেরদের জন্য মুসলমানদের ৩পর বিজয় লাভ করার কোন পক্ষই রাখেননি।

বুঝানো হয়; কিন্তু আরবীতে 'ইন্ডিফ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির মর্যাদা এতই উচ্চ ও সজ্জিত হয়ে যাওয়া যার ফলে কে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। অর্থাৎ এই 'ইন্ডিফ' শব্দটির অর্থ বলা যায়, যে মর্যাদা বিনষ্ট করে গ্রহণ করা নেই।

১৭০। অর্থাৎ এক ব্যক্তি মুসলিম হবার দায়ি করা সম্ভব যদি কাফেরদের এমন সব বৈঠক-সমবেতে-আলোচনায় শরীক হয় যেখানে আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফারী বাক্য উচ্চারিত হয় এবং এই বিভাগের নিচিত মনে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে লোকের বিদ্রোহাত্মক উদ্দেশ্য ও সমালোচনা শুনতে থাকে, তাহলে তার ও ঐ কাফেরদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। (এই আয়াতে যে হকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সুরা আনমের ৬৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।)

১৭১। এটী প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। মৌলিক স্বীকারকৃতি ও ইসলামের গৌরীর মধ্যে নামাজের প্রবেশের মাধ্যমে মুসলিম হিসেবে যতটুকু ক্ষতি ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে। অর্থাৎ অন্যান্য কাফেরের হিসেবে যে যথাক্রমে ভোগ করা সত্ত্বা তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে ভোগ দেয়। তারা সর্বভাবে কাফেরদের বিশ্বাসীরূপ হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে: আমরা মেটেই "পোড়া ও বিদ্যমানব্যয়" মুসলমান নই। মুসলমানদের সাথে আমাদের অন্যান্য নামের সম্পর্ক আছে।

কিন্তু আমাদের মানসিক থেকে, আল্লাহ ও বিশ্বাসীর মধ্যে তোমাদের গৌরীর মন। তাছাড়া ইসলাম ও কুফারীর সাথে আমাদের পক্ষে অবলম্বন করবো।
ঐন তেন্তন ইহুদি আর যে কেহ বিদ্রোহ করেলে তাদেরকে ধোকাডাল করবেন। এরূপ আলাইহি তাদেরকে ধোকাডাল করবেন। তারা যখন নামায়ের জন্য উঠে, আড়াল ভাগে বলে শৈল্প সহকারে নিহত লোক দেখার জন্য উঠে এবং আলাইহি খুব কমই চরণ করেন। ১৭২ কুফর ও ইমানের মাঝে দোদুল্মার অবস্থায় থাকে, না পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি উদিকে। যাকে আলাইহি পথ করে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কেন পথে পাও পাও না। ১৭৩

১৭২। নবী সালাহার আলাইহি ওয়া সালাহার জামায়া কোন বাধ্য নিয়মিত নামায় না পড়ে মুসলমানদের দলের অন্তরভূক্ত হতে পারতো না। দুর্নিয়ার বিভিন্ন দল ও মজলিস যেমন তাদের বেঁধে ধরলে কোন সনদের বিনা ওজনে অনুপস্থিত থাকাকে দলের প্রতি তার অনাঘে মনে কর থাকে এবং পর্যন্ত কয়েকটি সংহায় অনুপস্থিত থাকলে তার সনস্যাদের তাকে তার দল থেকে বের করে দেয়, তিনি তেমনি ইসলামী জামায়াতের কোন সনদের জামায়াতের তারা যখন সরান শাখাকে সে জামায়ার সে বাত্তির ইসলামের প্রতি অনাঘে সূচিত প্রমাণ মনে করা হতো। আর যদি সে অনবরত কয়েক বার জামায়াতের গর্ভাবস্থায় তার থেকে দেয়া হতো তে মুসলমান নয়। তাই বড় বড় কিংবিনিফিকেরও সে যুদ্ধ পাঠ ওয়াজ মজলিসে হারিয়ে দিতে হতো। কারণ এ ছাড়া তাদের মুসলমানদের দলের অন্তরভূক্ত থাকার আর কোন পথ ছিল না।

তবে যে জিনিসটা তাদের সাহা ইমানদার থেকে আলাদা করতো সেটা হচ্ছে এই যে, সাহা মুমিনরা বিপুল উৎসাহে আরহ নিয়ে মজলিসে আসতো, জামায়াতের সমস্ত পূর্বের মসজিদে পৌঁছে এবং নামায় শেষ হবার পরও মসজিদে বসে থাকতো। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ একাধিক সুসম্পাত হতো যে নামায়ের প্রতি তাদের যথাযথই সহায়তার তান ও অগ্রহ হতো। পরিণত পদক্ষেপ আবারের আওয়াজ কানে আসতেই মুমিনরা যেন অন্ত শান্তিতে থেকে ধরা পান।
হে ঈসামান্দারগণ! মুমিনদের পিন্ড দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরাকি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ হাতে সৃষ্টি ওম্যান তুলে দিতে চাও, নিচিত জেনো, মুমাফকিরা জাহান্মারের সর্বনিম্ন তরে চলে যাবে এবং তোমরা কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা আত্মাকর্ষণ করবেন, নিজেদের কর্মনিতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দুর্ভাবে আক্রেশ ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠাতে আল্লাহ জন্য নির্ধারিত করে নেবে, ১৭৪ তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর আল্লাহ নিয়ম মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। আল্লাহর কী প্রয়োজন তোমাদের অথচ শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বাণী হয়ে থাকো। ১৭৫ এবং ঈসামানের নীতির ওপর চলো যে আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী। ১৭৬ ও সবজ্জ।

ঠাবুসা চলাফরা তথা প্রতিটি পদক্ষেপ সৃষ্টিভাবে জানিয়ে দিতো যে, আল্লাহ বিবেকের প্রতি তাদের বিদ্বদ্বাদেও মানসিক টান ও আগ্রহ নেই।

১৭৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও রসূলের জীবন চরিত থেকে হিদায়ার লাভ করেনি, তাকে সত্য বিমূঢ় ও বাতিলের প্রতি গতির অনুরাগী দেখে আল্লাহও তাকে নেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন যেখানে সে নিজে ফিরে যেতে চায় এবং তার গোমরাহীকে অক্ষেপ ধরার কারণে আল্লাহ তার জন্য হিদায়ায়ের দরজা বন্ধ করে কেবল মাত্র গোমরাহীর দরজা খুলে দিয়েছেন। এই ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখাচ্ছে আসলে কোন মনুষ্যের সাথের অত্যাচার। রিজিমের দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে।
রিকের সমস্ত সম্পদ মহোন ও সর্বনিশ্চিতন আলাহার ক্ষমতা ও কুরুক্ষের পূৃ নিয়ন্ত্রণের, এটা একটা জাগুল্যমান সত্য। মানুষ যা কিছু পায়, যদিও পায় আলাহার কাহ থেকেই পায়। কিন্তু যা ব্যক্তি যে পথে রিকিয়া চায় আলাহ তাকে সেই পথেই রিকিয়া দান করেন। যদি কোন ব্যক্তি হলান পথে রিকি চায় এবং সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে তাহলে আলাহ তার জন্য রিকের হলান পথেলো খুলে দেন। তার নিজের যে পথ পরিমার সত্যিও নিশ্চয়ই হয় সেই পথই হলানপথ পথে তার জন্য বড় করে দেন। বল্গীত পথে যে ব্যক্তি হলান খাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং এ জন্য চেষ্টা-চলিয়ে করে থাকে, আলাহার খুকে সে হলান খাবারই পত। এরপর তার চায় হলান রক্ষা নিয়ে দেবা ক্ষমতা আর কারা থাকে না। অনুরুপভাবে এটাও একটা জাগুল্যমান সত্য যে, এই দুইময়ার চিত্র ও কর্মের যথেষ্ট পথ আলাহার ক্ষমতা ও ইচ্ছিতায় ঔরস। আলাহার হুমক, অনুরূপ ও তাত্ত্বিক তথা মূলতে দান ভাণ্ডা কোন একটি পথের চায় ক্ষমতা মানুষের ভাণ্ডার নেই। তবে কোন ব্যক্তি কোন পথের চার্ল অনুরূপ পথে এবং কোন পথের চার্ল উপকার তার জন্য সহায় করেন দেয় হই এটা পুরুষপুরি নিষিদ্ধ করে সুস্থিত যাত্রীর নিজের চাহিদা, প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর। যদি আলাহার সাথে তার মানসিক সংযোগ থাকে, সে সত্যিল্যান্দ্রী হয় এবং সময় নিয়ে আলাহার পথে চার্ল জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আলাহার কাছে তাই অনুরূপ ও সুখম দান করেন। তখন এ পথে চার্ল যাবতীয় উপকার ও সর্বশ্রেষ্ঠ তার অনন্তভাবে যায়। বিপরীত পথে যে ব্যক্তি গোচরিত ও পথহুমক পথে করে এবং ভুল পথে চার্ল জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আলাহার পথে থেকে তার জন্য নিকেতানের সমস্ত দর্শা বড় হয় যায় এবং সেই সময় পথ তার জন্য খুলে দেয়া হয়ে যায় যে নিজে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছে। এভাবে ব্যক্তিকে ভুল চিত্র করা, ভুল কাজ করাধেই ভুল পথে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যাখ্যা করা থেকে নিজের রাখার ক্ষমতা কারা নেই। যে ব্যক্তি নিজেই তার তাত্ত্বিক পথ হরিয়ে বেন এবং আলাহার পথে সুমধু পথ থেকে বাঁচিয়ে করেন, কেউ তাকে সুমধু পথের সংযোগ দিতে এবং এই হলানে নেত্রের সৌভাগ্য দিতে পারে না।

১৭৪. নিজের দীনকে একাদিনে আলাহার জন্য করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষ আলাহার হরার কাছে তার অনুরূপ করার জন্য, এমনকি আলাহার প্রতি অনুরূপ ও বিশ্বদেব হচ্ছে। তার সমস্ত আলাহার অর্থকর্ম্ম, তীর্থ-ভাবোৎসাহ, ভক্তি-শ্রদ্ধা এমনকি আলাহার প্রতি নিবেদিত হচ্ছে। আলাহার সুখের জন্য কোন জিনিসকে যে কোন মূর্তি সংসারে দিতে কৃপী হচ্ছে, এমন ধারনের কোন ভাবোৎসাহ বা হরদর্শনের তার কোন জিনিসের প্রতি থেকে।

১৭৫. মূল আলাহের শেকল শেষ হয় হচ্ছে। 'শেকল' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে নেন্দ্রের আদর্শের মূর্তি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা দেয়া। এ ক্ষেত্রে আলাহের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমার আলাহের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হচ্ছ এবং তার সাথে নিমন্ত্রকতা না করা এবং যথার্থই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহীত থাকা। তাহলে আলাহার অন্তর্যামার শাস্তি দেবেন না।

একজন অনুসন্ধানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুখ পরিণাম কি? হৃদয়ের সমুদ্রে অনুরূপ দিয়ে তার অনুরূপ সৃষ্টিতে দেয়া, মূখে এই অনুরূপতার সাধনকর্ম্ম করা এবং নিজের কার্যকরের মাধ্যমে অনুগ্রহীত হবার প্রমাণ পেশ করারই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
সঠিক উপায়। এই ভিন্ন কাজের সমর্থে এই হচ্ছে শোক। এই শোকের দাবী হচ্ছে প্রথমে অনুগ্রহে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে বাড়িয়া করতে হবে। অনুগ্রহের শোককারীর কাজ এবং নেয়ামতের কীর্তি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আমি কাউকে শরীর করে যাও। সিদ্ধি, অনুগ্রহকারীর প্রতি প্রেম, কৃত্তিতা, বিশ্বাস্তা ও আনুগ্রহের অনুভূতিতে নিজের সুখে ভরপূর করে এবং অনুগ্রহকারীর বিশ্বাস্তাদের প্রতি এ স্বস্ত বিদ্যুত প্রতি, ভালবাসার আনুগত্য ও বিশ্বাস্তার সুখ থাকবে না।

ভূতিত, কার্যত অনুগ্রহকারীর অনুগত্য করতে হবে, তার বৃহত্ত মেনে চলতে হবে এবং তিনি যে নেয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো তার মজীর বিশ্বাস্তে ববাহ করার যাবে না।

১৭৬. কুরআনের আলাদা খুরছে মূলত ‘শাকির’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অনুবাদ করিয়ে দিয়ে আমি ‘বড়ই পুরকারদানকারী’ শব্দ ব্যবহার করেছি। অল্লাহর তরক থেকে যখন বাদার প্রতি শোক করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় ‘কাজের কীর্তি দেয়া বা কন্ড করা, মূল্য দান করা ও মর্যাদা দেয়া’। যখন বাদার প্রতি শোক করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয়, নেয়ামতের কীর্তি দান বা অনুভূতি হবার কথা প্রকাশ করা। অল্লাহর প্রতি ফক্ক থেকে বাদার শোকসার আদায় করার অর্থ হচ্ছে, অল্লাহ বাদার কারের যথাযোগ্য মূল্য দান করার ব্যাপারে কৃত্তিত নন। বাদার তার পথে যে ধরনের যথার্থ কাজ করে অল্লাহ তার করেন দেন, তার যথাযোগ্য মূল্য দেন। বাদার কেন কাজ, পরিক্রমিক ও পুরকার লাভ থেকে বিশ্বাস্ত থাকে না। বরং তিনি মুক্তহত্ত, তার প্রতিকৃতি কাজের তার প্রাপ্তির চাইতে অনেক বেশি প্রতিদান দেন। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু জাদু করে তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে বিভিন্ন মূল্য দেয় আল্লাহ বা কিছু করে না সে সম্পর্কে কথোপকথন পাকাতে পারেন। বিপরীত পক্ষে অল্লাহর অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কৌশল, উদার ও উপায় নির্দিষ্ট অবস্থান করেন। আর যে কাজ সে করেছে তার মূল্য তার চাইতে অনেক বেশি দেন, যা তার প্রূতপক্ষে পাওয়া উচিত।
যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাফিক মানবো ও কাফিক মানবো না আর কৃফক্রদ এবং ইমানের মানবো একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই অন্যের কাফিক করতে চায়। ১৭৮ আর এবং কাফিকদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরি করে রেখেছি, যা তাদেরকে নালিচ ও অপতম করে দেব। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে মনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্য তাদের পুরস্কার দান করবো। ১৭৯ আর আল্লাহ বড়ই কমাশীল ও করণোয়াম। ১৮০

১৭৭. এ আয়াতে মুসলমানদের একটি অন্যতম উন্নত পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে সময় মুনাফিক, ইহীমি ও মুর্তি পৌরুষী সবাই একই সংখ্যা সভায় যারটীয় উপার্যে ইসলামের পথে প্রতিবক্তা সৃষ্টি করার ও ইসলাম প্রচারকের কেট দেবার ও হযরতী করার জন্য উঠে পড়ে দেব। এই নতুন আলোচনার বিচারে এমন কোন নিকটতম কৌশল ছিল না যা তারা অবলম্বন করেনি। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এই বিরুদ্ধে ধৃঢ় ও ক্রোধের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া একটি বাজারিক্য সমাপ্ত ছিল। তাদের মনে এই ধরনের অনুভূতি প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হতে দেখে আল্লাহ বলেন তোমাদের ধারাপ কথা বলা ও অশ্রু বাকী উচ্চারণ করা অল্লাহর কাছে কোন পহাড়নীয় কাজ নয়। তোমরা মহলাম, এত সন্ধে নেই। আর মহলাম যদি জালামের বিরুদ্ধে অশ্রু কথা বলে, তাহলে তাদের দে অধিকার আছে। কিন্তু তুমি প্রকাশী ও গোপন সর্বসাধারণ অশ্রু কাজ করে যাও ও ধারাপ কাজ পরিহার করিয়ে উঠ। কারণ তোমাদের চরিত্র অল্লাহর চরিত্রের নিকটতম হওয়া উচিত। তোমরা যারা নেতৃত্ব লাভ করতে চাও তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যবোধ ও সহিংস। মারাত্মক অপরাধীদেরও তিনি রিষিক দান করেন এবং
ইন্তেক্ল হলো কিতাবের একটি অন্যতম আলোচনা। এই কিতাবের অন্যতম আলোচনা একটি বই যেখানে তাদের জন্য কোন লিখন সহায়তার আবশ্যকতা ছিল। ১৮১ তালিকায় বলা হয়েছে, তবে এই চাইতেও বড় দৃষ্টান্তপূর্ণ দাবী মূল্য কাহা। তারা এ টোকন বলেছিল, আলোহাকে প্রকাশে আমাদের দেখির দাও। আমাদের এই সময়ের কারণে অক্ষম তাদের একটি বিদ্যমান আপত্তি হয়েছিল। ১৮২ তারিখের সম্পূর্ণ নিশ্চিত নাযিনীসমূহ দেখার পরও তারা দুর্ভাবনা উপসাগর রূপে ঘটেছিল। ১৮৩ পরিভাষিক আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমি মৃদুকে সম্পূর্ণ কর্মজগত দিয়েছি।

বড় বড় পাপ ও ক্রিটি-বিদ্যায়তিত যিনি ক্ষমা করে দেন। কাজেই তার নিকটতর হবার জন্য তাদেরকে উচ্চ মনোবল, বলদ হিমত ও উদার হওয়ার অধিকারী হও।

১৭৮. অর্থাৎ যারা আলোহাকে মানে না এবং তার রসূলদেরকেও মানে না আবার যারা আলোহাকে মানে না এবং তার রসূলদেরকে মানে না আবার যারা কাজের মানে না তা। সবই কাফের। কাফের হবার বিপরীতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের কাজের কাফের হবার বিপরীতে কাফের সামান্যতম সমস্যা নেই।

১৭৯. অর্থাৎ যারা আলোহাকে নিজেদের অক্ষমাত্মা মানে ও মালিক বলে সীমান্ত করে নেয় এবং তার প্রেরিত সমস্ত নিন্দা অনুরুপ তিনি করে একটি তারাই নিজেদের কাজের প্রতিদিন লাভ করার অধিকার রাখে। তারা যে পর্যায়ের সমক্ষ করে সেই পর্যায়ের প্রতিদিন পাচবে। তারা যা আলোহাকে কোন প্রকার অংশীদারী মানে ও রূপ হিসেবে মনে নেয়া অথবা যারা আলোহাকে প্রতিদিন সময় মানেন। কাফের মনে নেয়ার ও কাজে প্রত্যাশায় করার পরিমার্জন করেছে, তাদের কোন কাজের প্রতিদিন দেবার প্রশ্ন ও না।

১৮০. অর্থাৎ যারা আলোহাকে ও তার রসূলের ওপর ঐমান আনের তাদের হিসেবে নিজের ব্যবস্থায় আলোহাকে মোটেই কড়াকড়ি করেন না। বরং তাদের ব্যবস্থায় কামলা ও ক্ষমার বীরী অবলম্বন করবেন।

পারা ৪৬
যদিও তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এই ফরমানের আনুগত্যে) অংগীকার নিয়েছি। ১৮৪ আমি তাদেরকে হকুম দিয়েছি, সজ্জানন্দ হয়ে দরজায় মধ্যে প্রবেশ করো। ১৮৫ আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারের বিধান লাভ করা না এবং এর সমক্ষে তাদের থেকে পাকাপোড় অংগীকার নিয়েছি। ১৮৬ প্রথম তাদের অংগীকার ভেঙ্গে জন্য, আল্লাহ আযাতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত' ১৮৭ তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিপ্রায় হয়েছিল)। অথবা ১৮৮ মূলত তাদের বাতিল পরিত্যাগ জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এ জন্য তারা বুঝত কিছু ঈমান এনে থাকে।

১৮১। মদিনার ইহুদীরা নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে অনুভূত রকমের দাবী দাওয়া পেশ করতো। তাদের এই দাবীগুলির মধ্যে একটি ছিল: যদিও আমাদের চোখের সামনে একটি লিপ্ত কিতাব আকাশ থেকে নামিল না হয় অথবা আমাদের প্রতীকের নাম ওপর থেকে এই মর্যাদা একটি নিখিল না আসে যে, "মুহাম্মদ আলাইহি রশূল, তার ওপর তোমরা ঈমান আনো।" ততক্ষণ আমার আপনার রিসালত মেনে নিতে প্রভুত নয়।

১৮২। এখানে কোন ঘটনার বিভাজিত বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদীদের অপরাধের একটি সক্ষিপ্ত ফিরিদি পেশ করা, তাই তাদের আজাদ ইতিহাসের ক্ষেত্রে সুপ্রস্তুত ঘটনার দিকে হালকাকাজে ইংরেজি করা হয়েছে। এ আযাতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৫৩ আযাতে আলোচিত হয়েছে। (সূরা বাকারা ৭১ নব্ব দিকে দেখুন)।

১৮৩। 'সুপ্রস্তুত দিনাজনিসমূহ' বলতে হয়ত মুহাম্মদ আলাইহিস সালামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে ফেরালুদের সাপে নিমজ্জিত হওয়া ও বনী ইসরাইলেদের মিসর ছেড়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত একের পর এক যেসব নিশানী তারা চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো।
তাবরকে ১৮৯ তাদের নিজেদের কুফতীর মধ্যে অনেক দূর অস্থর হয়ে মারায়ামের ওপর গৃহূত্র অপবাদ লাগায়ার জন্য ১৯০ এবং তাদের 'আমরা আল্লাহর রসূল মারায়াম পুত্র ইসা মসীহকে হত। করিছি'-১৯১ এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ হয়েছিল)। অতঃপর ১৯২ প্রকৃতপক্ষে তারা তাই হতাও করেনি এবং শুলেও চড়ার বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সনিধি করে দেয়া হয়েছে। ১৯৩ আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরূদ্ধ করেছে তারও আসলে সত্তরের মধ্যে অবস্থান করেছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন আন নেই, আছে নিহর আলাদাভাবনার অনুত্তর। ১৯৪ নিসর্গদেহ তারা ইসা মসীহকে হতেনি।

বুখানা হয়েছে। বলা হবায়া কোন গো-বৎস মিসর সামাজের বিপুল শক্তিশালী নথি থেকে বনী ইসরাইলকে রক্ষা করেনি বরং তাদের রক্ষা করেছিলেন আল্লাহর রসূল আলামীন নিজেই। কিন্তু বনী ইসরাইল আত্মরক্ত ধ্বংসের এমন চরম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে আল্লাহর কৃপাত এ তার অনুকূলের সুপার পরিনিষ্ঠা বাদবো অধিষ্ঠাতা এবং গ্রহণ করেছিলেন মাধ্যমে জেনে নেওয়ার পর তারা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহের আলাহর সামনে শির নত না করে একটি কৃষ্ণ হয়ে গড়া গো-বৎসের মৃত্যুর সামনে মাথা নত করে।

১৮৪. 'সুপার ফরমান' বলতে হয়তো মূর্ত আলাহিস সালামকে তাদের তত্ত্বির ওপর যে বিধান নিয়ে নেয়া হয়েছে তাই বুখানা হয়েছে। সামনের দিকে সূরা আরাফের ১৭ রুক্তে এ সম্পর্কে আরো বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। আর 'তরতুর' বলতে সেই জেনার শপথের বুখানা হয়েছে যা তীর পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাইলদের প্রতিনিধিদের থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা বাকারার ৬৩ আয়াতে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা এসে গেছে এবং আরাফের ১৭১ আয়াতে আবার এর উল্লেখ আসে।

১৮৫. সূরা বাকরার ৫৮-৫৯ আয়াত ও ৭৫ নবর টাকা দিয়া।

১৮৬. সূরা বাকারার ৬৫ অযাত এবং ৮২ ও ৮৩ নবর টাকা দিয়া।

১৮৭. সূরা বাকারার ৮৫ আয়াতে ইহুদীদের এই বক্তব্যটির দিকে ইতিপূর্ব করা হয়েছে। আর্তে দুনিয়ায় সমস্ত বাতিল পৃথিবীর জেবের মতো এরাও এই মর্মে গর্ব করতো যে, নিজেদের বাণী-দালাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা যে সমস্ত চিন্তাধারা,
বং-গ্রীতি, পোত-গ্রীতি, রাচি-নিন্দিত, নস্তম-সোন্ত্র নাত করেছে সেসবের উপর তাদের আন্ধা-বিন্ধার এতো বেশী পাকাপোঁয় হয়ে গেছে যে, কেনামেই তাদেরকে সেসব থেকে সরানো যাবে না। সেবার পক্ষ থেকে পরহৃষ্টভাবে এসে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করছে তখনই তারা তাদের এই একই জাবার দিয়েছেন। জোমরা যে কোন যুক্তি-প্রমাণ, যে কোন নিদর্শন আনেন না কেন অমরা তোমাদের কোন কথা প্রাপ্তি হবে না। এ পর্যষ্ঠ অমরা যা কিছু মেনে এসেছি ও যা কিছু করে এসেছি এখনে তাই মনোভাব ও তাই করে যেতে থাকবেন। (সুরা বাকারার ৯৪ নম্বর তৃতীয় দলেন)।

১৮৮. এটি প্রসন্নকরে আগত একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য।

১৮৯. এ বাক্য মূল বাক্যের ধারাবাহিক বিবরণের সাথে সমষ্টিত।

১২০. হযরত ইসা আলাইহিস সালামের জন্মোৎসব সম্পর্কে আসলে ইহুদি জাতির মধ্যে বিনম্রতার সংখ্যা ছিল না। বলা যেতে পারে তার জন্ম হয়েছিল সেদিনই আলাইহি সালাম জাতিকে এই মরসূল সাক্ষী বানিয়েছিলেন যে, এটি একটি অনবশ্যক বক্তব্য সম্পর্কে পিশ। তার জন্ম কোন নৈতিক অপারেন নয় বরং একটি যুক্তিবাদী ফলস্বরূপ। যখন হল ইসরাইলের সবচেয়ে ত্রু, শরীফ ও খাতানামা ধর্মীয় পরিবারের একটি কুমরী মেয়ে একটি শিশুর কেলায় নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং জোরের ছটে মৃত শত শত হারার হেয় তাদের ঘরে ডিড়ো জমালো, তখন কুমরী মেয়েতে তাদের পরের জবাব না দিয়ে নৈতিক নবজাত সত্যনের দিকে অগ্নিকুমারী করেন। অর্থাৎ এই নবজাতকে তোমাদের সব ধরের জবাব দেন। লোগেরা অবকাশ হয়ে জিজ্ঞসা করলো: একে অমরা কি জিজ্ঞসা করলো, এটা সোলানায় ঘোর আছে? কিভাবে হতো শিশুটির বোল ফুটলো এবং সে সুপ্রভাব ও বলিষ্ঠ কেল বলে উঠলো।

ইনি আল্লাহে অন্তি কিতাব ও জেল্লানি নিবে যান।

"আমি আলাইহি বাদা, আলাইহি আমারকে কিবাদ দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।"

(সুরা মরুয়াম, ২য় রুকু) এভাবে ইসা মহিলাই আলাইহিস সালামের জন্ম সম্পর্কে মে সংঘ ভাবে ওঠার সুবিধার ছিল অন্ধকার নিজেই তার মূলাংটার করতে। এ জন্য হযরত ইসা আলাইহিস সালামের মৌলানা পরাধুর্লাবক করা পরহৃষ্ট কেউ কোন দিন হযরত মরায়ামের বিরুদ্ধে ব্যাপ্তির অভিযোগ আনেন এবং হযরত ইদুকে অধিক সত্যনের বলেন। কিভাবে তিরিক বছর বয়স হবার পর যখন তিনি নবজাতের কাজের সূচনা করলেন এবং যাত্রীতার অনুকরণ তারা ইহুদীদের দিকে ভাসফের ও রুক্তের তারা সত্যনের করতে থাকলেন তাদের সমাজের বিশ্লেষ বিত্তিক ও সাধারণ মানুষকে তাদের নৈতিক ও চারিদিক অবনতির জন্য সত্যনের করতে লাগলেন এবং আলাইহি দীনকে বাস্তবে কায়ম করার স্বদেশ নিজের জাতিকে সব রকমের তাপ সীকার করার ও সব ক্ষেত্রে যশোনি গভীরতার সাথে গুরুত্ব করার জন্য সব রকমের মূখ্য অংশ ব্যাপার করতে এগিয়ে এলেন। তখন তারা এমন সব কথা বলতে থাকলো যা তারা তিরিক বছর
পৃষ্ঠ বলেনি। অথবা ময়বাম আলাহর সালাম (নাবুনিক্রিয়া) একজন ব্যক্তিগতি, এবং
ইসা ইবনে ময়বাম তার অবৈধ সন্তান। অথচ এই জালেমরা নিষিদ্ধকারী জানতো, এই
মাতা ও পুত্র উভয়ই এই ধরনের কথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ্য। কাজেই তাদের মনে
যখনই এ ধরনের কোন সন্তান পৃজিত্ব ছিল না যার ভিত্তিতে তারা এই দোষারোপ
করেছিল। এটা ছিল তাদের একটা বেঞ্চারু দোষারোপ। হেন বদলে নিষেধ হতেকের
বিদ্রোহী করার জন্য তারা তাদের মাতা পুত্রের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাটি তৈরি করেছিল।
তাই আলাহ একে জুমর ও মিথ্যার পরিবর্তে কৃষ্ণীগণ গণেন করেছেন। কারণ এই
দোষারোপের মাধ্যমে তারা আসলে আলাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চালিয়ে।
একজন নিষ্পাদন ও নির্পাধার, মিত্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল
না।

১৯১. অথবা তাদের অপরাধ করার দুঃখাহ্ন এতো বেঞ্চারু গীতি ছিল যার ফলে তারা
আলাহর সন্দেহে সন্দেহ চুক্তেন তাকে হত্যা করার পদক্ষেপ হয়ে গেছে এবং গভীর
বলেছিল। আমার আমার রসুলকে চুক্তেন তাকে হত্যা করেছি। হেন হেন আনা দেলনার গল্পের যে
বিষ দিয়েছিল তা থেকে একটা পরিস্থিতি হয়ে যায় যে, ইব্রাহীমের জন্য ইসু আলাহর
সালামের নবুওয়াতে সন্দেহ করার কোন অসম্ভব ছিল না। এ হার্দে তাতে হয়ত ইসু
আলাহর সালামের কাছ থেকে যে উদ্ধৃত নিষ্পাদনগুলো প্রতিকৃতি করেছিল (সূরা আল
ইমানের ৫ম রূপে ইতিপাতক এটি আলাহিত হয়েছে) তা থেকে তাদিনি যে আলাহর
রসুল এ ভিক্টের এই সূচনা একটা প্রকার সন্দেহের উত্থে চলে গিয়েছিল। কাজেই দেখা যায়,
প্রকৃতপক্ষে তারা তার সাথে যে কিছু দিয়েছিল তা কেন ভুল বুঝানোর ভিত্তিতে করেছি
বর্ত তারা ভালোভাবেই জানতো, যে, এই অপরাধ তারা এমন একটা ব্যক্তির সাথে করেছে
যিনি আলাহর পক্ষ থেকে পরামর্শ হয়ে এসেছেন।

কোন জ্ঞাতি এক ব্যক্তি কেই বলে জানার ও মেনে নেয়ার পরও তাকে হত্যা
করেছে, আস্তে চতুর্থীতি এটা একটা বিষয়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু দুইপালির
বিকৃত্ত জাতিরদের রীতিনীতির, কাজ-কার্যর একটা বিধৃতকর হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি
তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের সমালোচনা করে এবং তাদের অবৈধ কাজে বাধা দেয়,
এমন কোন ব্যক্তিকে তারা নিজেদের মধ্যে বরদান্ত করতে পারে না। নষ্ট হলেও এই
ধরনের লোকের হামশা অন্ত, দুর্ভিক্ষ ও পাপাটির জাতিরদের হাতে করাক্ষণ ও
মূর্ত তাকেন ভাল করে এসেছেন। তালমুদে লিখিত হয়েছেঃ করেই নসর বায়ুবৃত্ত মাখানো
যজ্ঞের মুনামানী হাইকেলে প্রবেশ করিতে দেয় এবং সেখানে যুদ্ধে ফিরে দেখতে লাগানু।
যে স্থানে কৃষ্ণকানী হবে যে স্থানে তিনি সামাজিক একটি তারবার নিয়ন্ত্রণ দেখতে।
তিনি ইব্রাহীমের জেনেসেস দেয়া, এটা কিনা বিশ্বাস।
ইব্রাহীম জয়াল বলে, "ওয়াল্ডাম আমায় যাচাইয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি আমার
অস্বাভাবিক জন্য তিনিতে দেখতে অনুরূপ করতেন। অথবা তার তিনিতে অনুরূপ হয়ে আমার তাকে
হত্যা করেছি।" বাইন্নে ইয়েওয়ামাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; নিয়ন্ত্রণের
অস্বাভাবিক যত্নে যাওয়ার পর হয়ত ইয়েওয়ামাহ তাদের এই মর্য সতর্ক কর
দিলেন যে, এসব বন কাজের অট্টহাসিফ হিসেবে আলাহ অন্যা জাতিরদের হাতে দোষারোপ
করে দেবেন। এর জন্যে তাত তার বিকৃত্তে দোষারোপ করলে ওঃ "এই ব্যক্তি
রাজনীতির সাথে তাদের যোগাযোগ করেছেন। এই ব্যক্তির সাথে বিষয়বস্তু কর্তব্য করার জন্য। এই অভিজ্ঞতার তার যাত্রার পাঠিয়ে দেয়া হলো। এমনকি হযরত ইস্মাইল আলাইহিস সালামের শুলে চড়ারার ঘটনায় মাত্র দুই আদ্দা বছর পূর্বে হযরত ইয়াহীয়ের (যা) বায়ারান্ত ঘটে বিয়ের করেছিলেন। ইহূদীরা সাধারণত তাকে 

নবী বলে জানতো। অতঃ তাকে জাতির সংবাদিতে সংকল্প হিসেবে মন্ত্র। কিন্তু যখন তিনি হিরোতাইলের (ইহূদী রাষ্ট্র প্রধান) দরবারের অন্যান্য ও অন্যান্য সমাজের কর্নার তখন তার তাকে অর্ধতত্ত্ব বিদ্যমান হয় না। প্রথমে তাকে কারুকাজ করা হলো তার পর রাষ্ট্র প্রধানের প্রেক্ষিত দরিদ্র অনুভূতি তার গর্ভন উন্নতি দেয়া হলো। ইহূদী জাতির এই অতীত রক্ষণাত্মক করার প্রথমে একটি একটি বিশ্বাসভাব প্রয়োজন হয় যা নয়, তাদের ধরণ মতে তাকে হযরত ইসরা মসীহের (আ) শুলে চড়ারার পর বুক তুলে একক বলে যেঃ “আমরা আল্লাহর রস্তামে হতাহত করিমি।”

১৯২। এটি আবার প্রসন্নক্রমে আগত একটি অন্তর্জাতীয় বিষয় বাক।

১৯৩। এ আয়াতটি ব্যাখ্যানবোধক একটি প্রমাণ করে যে, হযরত ইসরা আলাইহিস 

সালামের বিশেষ অংশ উঠে নেয়া হয়েছিল। আর ইসরা মসীহ (আ) নূরবিদ্য হয়ে 

জীবন বিশ্বাস দিয়েছিলেন বলে খুশীতাও ইহূদীরা যে ধারণা প্রকাশ করে তা নিচ্ছে 

একটি সুন্দর বুককে ধাঁড়া আর কিজুই নয়। কুরান ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যায় 

করে আমারা অন্তের পারি, সুবাস পীতালুরের আদালতে হযরত ইসরা আলাইহিস 

সালামের এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার মৃত্যুভূক্ত রায় জন্য ছিল এবং 

ইহূদীরা ইসরা মসীহের মতো পৃথিবীর প্রাপ্তির চাইতে একজন সুবাস প্রণালী অধিক 

মূর্তিগণ করে নিজেদের স্বাধীনতা বিখ্যাত ও বালিল প্রতীক চূড়ান্ত প্রমাণটি পেয়ে 

করে দিলা, তখন কেন এক ময়মন অল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে ইহূদীরা যে 

যাত্রীকে শুলে চড়ালা তাকে ইসরা ইবনে মারয়াম ছিল না। সে ছিল একার মানুষ না। 

কেন অর্জন করে তাকে ইসরা ইবনে মারয়াম মনে করে নিয়েছিল। তবুও তাদের 

আগ্রহের পরিমাণ হ্রাস হবে না। কারণ যাকে তারা কাটার তুলিপ পরিবেশ ছিল, যার মুখে মুখ 

থেকে নিক্ষেপ করেছিল এবং যাকে লাঞ্জার সাথে শুলে চড়ালা তালিকা হয়ে তাকে তারা ইসরা 

ইবনে মারয়ামের মনে করছিল। বায়ারান্তি কিন্তু তাদের প্রাণ সাংঘটিত হয়ে গিয়েছিল 

তারা কেন উপযোগী আমাদের আর্থিক নিজে। যেহেতু এই পর্যায়ে স্থিত সবাই তাদের 

কেন উৎস আমাদের জানা নয় সবই তাই ইসরা ইবনে মারয়ামের লিখিত হয়ে 

যাওয়ার পরও তারা ইসরা ইবনে মারয়ামকে শূন্যতায় করেছে বলে যে সংখ্যা পোষক 

করিন নিশ্চিত ধারণা, আল্লাহ-অন্যান্য ও জন্মাত্রির ভিতরে তার বিশেষ নির্ধারণ করা 

কন্ঠকেম সম্ভব নয়।

১৯৪। মতবিবেককারী বলে এখানে খুবতল্লেকে বুঝানো হয়েছে। ইসরা আলাইহিস 

সালামকে শুলে চড়ারার বায়ারান্ত তাদের কেনার একটি সংগঠন মত বা বিভাজন নয়। এ 

ব্যাপারে তাদের মধ্যে বহ মতের প্রচার রয়েছে। তাদের এই অসংখ্য মতই প্রমাণ করে 

যে, আল্লাহ ব্যাপারে তাদের কাছে সংখ্যাপূর্ণই রয়েছে। তাদের একদল বলেঃ যে 

ব্যাক্তির শুলে চড়ালা হয়েছিল সে ইসরা মসীহ ছিল না। ইসরাইল কেন্দ্র সে ছিল এক 

মানুষ। ইহূদী ও রোমীয় সংস্থা তাকে লাঞ্জার সাথে শুলে চড়ালা ছিল। আর ইসরা মসীহ 

পারা ৪ ৬
বল রফু আল্লাহ তাঁহ, ও কেন তাঁর অর্জনকারীদের একইভাবে হয় নাই যে তার কর্মে সাধক হয়, তার পক্ষে তাঁর কর্মের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি পায়।

বর্তমান তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন ১৯৫ আল্লাহ জবরদস্ত শক্তিশালী ও প্রভাবী। আর আহলী কিভাবের মধ্যে থেকে এমন একজনও হবে না। যে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ওপর ইমান আনে না, ১৯৬ এবং কিয়ামতের দিন সে তাঁর বিরুদ্ধে সাধ্য দেবে ১৯৭ যোত্থাকাস ১৯৮ এই ইহুদী মতানিয়াবীগণ এর একেল জুড়ুম নিত্যরীতির জন্য, তাদের মানবতাকে ব্যাপকতায় আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য ১৯৯

সেখানে কেো এক স্থানে নাড়িয়ে তাদের নির্বৃদ্ধিতায় হাসিয়েছিলেন। অন্য এক দল বলে যে শূলদেও ইসলাম মসীহেকেই চড়ানো হয়েছিলো। কিংবা শূলদেও তাঁর মৃত্যুর হয়নি বর্তমানে নেয়ার পর তাঁর মধ্যে প্রাণ ছিল। আর একদল বলে যে তিনি শূলে মৃত্যুরতার করেছিলেন আবার প্রাণ লাভ করেছিলেন। এরপর কমপক্ষে দশবার নিজের বিভিন্ন হাওয়ারীর দের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সাথে আলাপ করেছিল। চতুর্থ আর একদল বলে যে শূলের ওপর ঈসার মানবিক দেহের মৃত্যুর ঘটেছিল এবং তাকে দাফনও করা হয়েছিল। কিংবা তাঁর মধ্যে খোদাইর যে আয়া ছিল তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। পঞ্চম দলটি বলে যে বর্তমান শূল মসীহ আল্লাহর সালাম এই জ্যোতিঃহীন সদ্যঃহীন হয়ে গিয়েছিল এবং সৃষ্টির তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ এককের বলা যায়, আসল সত্য ঘটনটিতে তাদের জন্য কোন দলে সে সম্পর্কে এতগুলো পরস্পর বিরোধী কথা ও মত তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকতো না।

১৯৫। এ গ্রন্থে এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। আল্লাহ সৃষ্টিতে ভাষায় এটি ব্যক্ত করেছেন।

এ ব্যাপারে দৃঢ় সহকারে যে সৃষ্টির ব্যবস্থা পেশ করা হয় তা কেবল একটুকু বে, হয়তো ইসলাম আনাহার সালামকে হস্তান্তরে ইসলামীরা কামিয়াব হয়নি এবং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল।

কুরআনে এর কোন বিপরিত বিরোধ দেয় হয়নি। কুরআন যেমন একথা বলে যে, আল্লাহ তাকে এই মহাদেহ ও আতা সহকারে পুরুষী থেকে তুলে নিয়ে আকাশ রাজ্যের কোথাও রেখে দিয়েছেন আবার তােমানি একথাও বলে যে, পুরুষীতে তাঁর ব্যাখ্যায় মৃত্যুর ঘটেছিল কেবল তাঁর রূপটি ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাই কুরআনের বিভিন্ন এর কোন একটি দিকে তৃঙ্গতাতের প্রশ্ন ও অন্য দিকটিকে তৃঙ্গতাতে বর্জন করা যেতে পারে না। কিন্তু কুরআনের সমতাকে জীবনী সম্পর্কে গভীরভাবে চিত্তা করলে একথা
সুপ্ত অনুভূত হয় যে, উঠিয়ে নেবার ধরন ও অবস্থা যাই হেক না কেন ইসা আলাহিস সালামের সাথে আল্লাহ অবশ্য এমন কিছু ব্যাপার করে থাকবেন যা নিস্তেমে অবশ্যক পর্যায়ের। তিনটি বিষয় থেকে এই অবশ্যকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ইসা আলাহিস সালামকে এই জড় দেহ ও প্রাণ সহকারে উঠিয়ে নেবার ধারণা যুক্তিযুক্ত ছিল। আর যুক্তিযুক্তকে একটি বড় দল যে হয়ত ইসাকে 'ঘোড়া' বলে ধরণা করতো এটিই ছিল তার একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু এদেরদের বিষয়ে যুক্তিযুক্ত তারায় শুধু যে এর প্রতি লাগানি তারি নয় বরং যুক্তিযুক্ত এ ঘটনাটির জন্য যে 'উঠিয়ে নেয়া' (Ascension) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে কুরআনেও হবে একই শব্দ ব্যবহার করেছে। কোন একটি চিন্তার প্রতিবাদ করে দেওয়া তার জন্য এমন ভাবা ব্যবহার করা যা ঐ চিন্তাকে আরাম করার জন্য--এটা কুরআনের মতো যুক্তিযুক্ত বৃত্তাং্য উপস্থাপনকারী কিংবা তার রীতি ও মর্যাদার মধ্যে মোটেই খাপ খায় না।

দুই যদি ইসা আলাহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়া তোমার ধরনের কোন উঠিয়ে নেয়া হতো যেমন প্রতীকৃত মৃত্যুর পর দিকে দুনিয়ায় বেদে উঠিয়ে নেয়া হয় থাকে অথবা এই উঠিয়ে নেয়ার অর্থ যদি শুধু সমাধি ও মর্যাদার উন্নতি হতা যেমন হয়ত ইসরায় আলাহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ও রফুনাহে মাহি আলিয়া (আর তাকে আব্দ উদমর্যাদায় উন্নীত করেছিলো) তাহলে এখানে কৃষ্ণটি কখনও একবারে বর্ণনা করা হতো না। বরং নিযোগ শেষোকালী সহকারে কৃষ্ণটি বলা অভিযুক্ত হত। যেমন নির্দেশে তারা ইসাকে হতা করেনি বরং আল্লাহ তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তাপর তাকে ভাবিক মৃত্যুদ্ধার করেছেন। ইহুদীরা তাকে হতা করতে চাইছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে উত্তর মর্যাদা দিতে করেছেন।

তিন যদি এই উঠিয়ে নেয়াটা যেমন তোমার যানুমীলি ধরনের উঠিয়ে নেয়া হতো, যেমন প্রচলিত নিয়মে কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলে থাকি কে আল্লাহ তায়ালার অভিযুক্ত হয়েছে। তাহলে এর উক্তর করার পর আবার "আল্লাহ মহাকাশস্থ ও অন্যান্য" এই বাক্যটি বলা সম্পূর্ণ আত্মীয়তার ও অন্যান্য হয় পড়তো। যে ঘটনায় আল্লাহর অবস্থান, শক্তি ও আনের অভিযুক্ত প্রকাশ ঘটে একাদশ তোমার ধরনের বাক্যে উক্ত হবে যা প্রকাশর শাস্ত্রীয় মৃত্যুদ্ধার।

এর জন্যে কুরআন থেকে কোন মৃত্যু প্রমাণ পেশ করতে চাইলে বড় জোর এতই তুলে বলা যায় যে, সুরা আলে ইমরানে আলাহ মহফিলিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন (৫৫ আয়াত)। কিন্তু সেখানে ৫১নং তাকায় আমরা একথা পরিকারভাবে উক্তর করেছি যে, বাতাবাবিক মৃত্যু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার তোমার সুপ্তষ্ট নয়। বরং এ শব্দটি থেকে "প্রাণ হরণ" এবং "প্রাণ ও দেহের উক্তর" হারা করা অর্থ হতে পারে। কাজেই এমন স্বর যে সমস্ত কারণ ও নিরদেশ বর্ণনা করেছি সেগুলো নাকার করে নেবার জন্য এটি যেই আদোই যেই নয়। ইসা আলাহিস সালাম বাতাবাবিক মৃত্যুদ্ধার করেছেন বলে যারা দাশী জানায় অসহ তারা হতো বলে বেলে, প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারে তফসিল সূচনা করেন। শব্দটির ব্যবহারের জন্য কোন নির্দেশ থাকে কি? কিন্তু মানুষের জীবন ও মর্যাদা পরিধিরূপে ব্যাপারটি যখন যাত্রা একবার সংবিধিত হয়েছে তখন এই অবস্থায় মানুষের ভাবায় এক
তাফসীরী কুরআন


to 210

পারা ৪ ৬

শর্টির ব্যবহারের নিজের দাবী করা একেবারেই অর্থহীন। ভাষার মূল অভিধানিক পরিসরে এ শব্দটির এ ধরনের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ আছে কি না, এখানে কেবল একটুকুই দেখা দায় করার। যদি অবকাশ থেকে থাকে তাহলে একা মানুষ হবে যে, কুরআন শর্টের উঠিয়ে নেয়ার অর্থীদার শর্টের প্রতিবাদ মানবের পরিবর্তে এ শব্দের ব্যবহার করে। এই অর্থের সহায়তা করার ও নির্দেশনা দেওয়ার সংখ্যা আরো একটি বাধায় দিয়েছে। অন্যায়ে যেনানে পুরুষ থেকেই শর্টের উঠিয়ে নেয়ার অর্থীদার বর্তমান ছিল এবং যদি জানে তাহাদের অপরাধী মনে করার অর্থীদার শর্টে মেরে গিয়েছিল, সেখানে 'মৃত্যু'-এর নাম সুপ্রীতি ও মৃত্যু শর্ট ব্যবহার না করে 'ওফুক'-এর নাম স্বেচ্ছাসেবক শর্ট ব্যবহার করার কোন কারণ ছিল না।

অন্যায় হাদিসের শর্টের উঠিয়ে নেয়ার অর্থীদার আরো সত্যিকার করেছে। এ হাদিসগুলোতে হযরত ইসরাইল ইবনে মারিয়াম আলাঈহিস সালামের পুনর্বার দুর্দিনায় আল্লাহ ও দাঞ্ছালকে হতে করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (সুরা আহ্মদের তাফসীরের পরিকল্পনার অনুসারে আল্লাহ এর ধরনের সমস্ত হাদিস একটি করে লিখিত কোন হিসেবে আগে এগুলো থেকে হযরত ইসরাইল আলাঈহিস সালামের শর্টার বার আল্লাহর ব্যাপারটি অক্ষতামভে প্রকাশিত হয়েছে।

মুতার পর তিনি পুনর্বার জীবিত হয়ে এই মহরমতে ফিরে আসবেন অর্থাৎ আলাইহিস এই বিশাল সামাজকর্মের কোথায় তিনি আছেন এবং সেখান থেকে আর এই দুর্দিনায় তাদের আসবেন—এ দুটি মধ্যে কেনাগুলি এখন অধিকারী হলাক্ষেপ করা মনে হয়—যে কোন বিবেকান্ত বাক্য নিজেই এর মীমাংসা করতে পারেন।

১১৬। এ বাক্যের দুটির অর্থ করা হয়েছে। দুটি অর্থের সমন্ত অবকাশ এখানে রয়েছে। এর একটি অর্থ আল্লাহর আর্থময় বর্ণনা করেছেন। আর এর বিটা অর্থটি হচ্ছেঃ "আমি কিস্তা মধ্যে এমন একজন নেই যে মৃত্যুর পূর্বে ইসরাইল ওর ইমান আনে না।" আল্লাহ কিস্তার অর্থ হচ্ছে ইসরাইল। এর অর্থ হচ্ছে হতে পারে। প্রথম অর্থের পরিকল্পনায় বাক্যটির মূল বক্তব্য হবেঃ ইসরাইল ওর বিভিন্ন মৃত্যু ঘটনায় সমাজের তাদের ইমান ও সামাজিক সংস্কারের সামাজের সামনে ইসরাইল আলাঈহিস সালামের বিভিন্ন মৃত্যু ঘটনায় সামাজের তাদের ইমান ও সামাজিক সংস্কারের সামনে ইসরাইল আলাঈহিস সালামের কিছু তার প্রচেষ্টা করে। ইমান আনে। বিটার অর্থের দুটিতে এর মূল বক্তব্য হবেঃ মৃত্যুর পূর্বে সমাজের মূল বক্তব্যের সামনে ইসরাইল আলাঈহিস সালামের সামাজের মূল বক্তব্যে যায় এবং তারা ইসরাইল ওর ইমান আনে। কিছু তারা এমন এক সময় এ ইমান আনে যেখন ইমান আনে কি প্রতিষ্ঠাতা হতে পারে না। এই দুটি অর্থই বিশেষ সংক্ষেপে হাদাসা, তাদেরই ও প্রধান মুফস্লের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর স্থলের অর্থ এককার আলাইহিস আনে।

১১৭। ইসরাইল ও ইসরাইল ইসরাইল আলাঈহিস সালামের সাথে এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন তার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার দলে তিনি আলাইহিস আমার দলাইলে সাধারণ দেবেন।

এই সাক্ষ্যের প্রের কিছুতেই কিছুটেই আলাইহিস করা হয়েছে যে সুরা যাদেরের শব্দ রুপুর্তে।

১১৮। মাধ্যমে প্রাণদান বিষয়ে যথাযথ হবার পর এখানে থেকে আরাম পূর্বে বর্তমান যারা সিলিসিয়া শুধু হচ্ছে।

১১৯। আলাইহিস তারা কেবল নিজেরা আলাইহিস পথ থেকে সরে গিয়ে ক্ষত্তি হয়নি বলে এই সুরায় তারা একদূর্দিন উদ্যতাসহিত অপরাধ প্রবন্ধকার লিঙ্গ হয়ে পড়েছে যে, দুর্দিনায় আলাইহিস
তাদের সুদ হ্রণ করার জন্য যা হ্রণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল ২০০ এবং অন্যান্যভাবে লেকের ধন-সম্পদ হারান করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পতিত জিনিস তাদের জন্য হারাম করে নির্দেশ ছিল, যা পৃথিবী কের জন্য হারাল ছিল। ২০১ আর তাদের মধ্য থেকে যারা কারের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছিল। ২০২

বাদামের প্রথাতে করার জন্য যতগুলো আদেশন দান করা উচিত ছিল তাদের অধিকারের প্রেরণে ইহলী মসজিদ ও ইহলী পুজিকে স্থিতি দেওয়া হয়েছে। হকের পথে ও সভার দিকে আহবান করার জন্য যে আদেশন দূর হয়েছে তার ফলে ইহলীর সঙ্গে বড় বাধার প্রভাব দাঁড়ায় ছিল। আতমন এই দুর্গতির কারণে আহরার প্রতিষ্ঠাতারা আহরার প্রতিষ্ঠাতারা আহরার প্রতিষ্ঠাতারা আহরার প্রতিষ্ঠাতারা আহরার প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে বড় বাধার প্রভাব দাঁড়ায় ছিল। ইহলী মসজিদ এ আদেশনের সঙ্গে এ আদেশনের অসম্বল লাগে তারে। আহরার সুপ্রতিষ্ঠাতা অবিরাম করে, দাড়াও আহরার সাথে শক্তি করে এবং আহরার অন্যান্য ব্যবহারে মিত্রের দেবার বিবাহের সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করতে হয়েছিলেন। ইহলী মসজিদের সঙ্গে যে এই ইহলী জাতিই ছিল এর উদাপন, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। অধুনিক বহু কমিউনিটিতের পরে সমাজের সবচেয়ে বড় ঘটনার উপর, মজার ব্যবহার হচ্ছে, এই ঘটনাও বনী ইসরাইলের এক সংস্থান।

২০০. তাওরাতে সুপ্রীত তোমায় এ নিরবধিত লিখিত রয়েছে : 

"যদি তুমি আমার লেকের মধ্য থেকে যে তোমার কাছ থাকে একাগ্র কোন অভিবানকে ধরা দাও তাহলে তার সাথে আশ্চর্যের মায়ের বাহাদুর করে না। তার কাছ থেকে সুদও নিয়ে না। যদি তুমি কখনও নিজের প্রতিষ্ঠার কাপড় বন্ধ করে রাখে তাহলে সূর্য ও রাত্রির প্রতি প্রতিষ্ঠাতার প্রতি করণ না। কারণ প্রতিষ্ঠাতারা একমাত্র পার্থক নাম। তারা না হলে তারা বিয়ের পরে কাজের কাজের কথা একমাত্র পার্থক। তোমার কাছে সে ফরাইয়া করলে আমি তার কথা পুরনো। কারণ আমি কর্মসমাপ্ত।" (মায়া পুস্তক ২২ : ২৫-২৭)

এ ছাড়াও তাওরাতের আচরণ করে প্রথম সুদ হারাম হবার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ সম্প্রতি তাওরাতের প্রতি ইমামদের দায়িত্ব ইহলী সমাজের অভিবানের দুর্দশায় সরবরাহ করে বড় সুখের, সংলাপন ও পালান হারাম জাতিতে সরবরাহ করিতে এবং এবং ব্যাপারে তা প্রমাণ সেখানে পেশ করা হয়ে থাকে।
লকি রস্কোন নিব উলফির মন্ত্র যোমিতে পয়েন্নী যানাতে
লিকো মাদান লে সুলকের মহিষ সংস্কার ও মানবান্তর রক্তে

কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে যারা পাক্ষিক জানের অধিকারী ও ইমামদার তারা সবাই
সেই শিক্ষার প্রতি ইমাম আলে, যা তোমার প্রতি নাথিল হয়েছে এবং যা তোমার
পূর্বে নাথিল করা হয়েছিল। ২০৩ এ ধরণের ঈমানদার নির্মিতিবাদকে নামায
কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আলাদা ও পরকলে বিদেশী লোকদেরকে
আমি অবশ্য মহাপুর্বক দান করবো।

২০১। সামনের দিকে সুরা আনআমের ১৪৬ আয়াতাতে যে বিষয়বস্তু আলোচনা আছে
এখানে সবচেয়ে সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাক্তি ইসলামের ওপর এমন এক
সময় সারাহর যেমন দেয়া হয় যাদের নকশ রেখে। গুরু ও ছাগলের চর্চা হয় তাদের ওপর
হারাম করে দেয়া হয়। এছাড়াও সমস্ত ইসলাম ফিকহ শাস্ত্রে অনেক সময় নিয়ে নিয়ে
যায়, এখানে দেখিয়েও ইহারা করা হয়েছে। কন্দল বাগের জীবন
যাপনের ক্ষেত্রে সংক্ষেপ
করে দেয়া আলাদা তাদের জন্যে একটি শাস্তি ছড়া আর কিছুই
নয়।—(বিশদৃষ্টি আলোচনার জন্যে দেখুন সুরা আনআম, ১২২ নম্বর টিকা)

২০২। অর্থাৎ এ জাতির যেসব লোক আলাদার প্রতি ইমাম ও আলাদার পরিহার করে
বিদ্রোহ ও অমনীতির পর অবলম্বন করেছে তাদের জন্যে আলাদার পক্ষ থেকে দুনিয়ায় ও
আখেরতে যশরাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে। দুনিয়ায় যে তীব্র শাস্তি তারা
পেয়ে করার পথ তাদের অনেকে কান জাতি পাওয়া। দু বছর বছর হয়ে গেলো কিন্তু
ধনুভাবে দুনিয়ার কোথাও তাদের সমানজনক কন্দল ঠাই করতে পারেনি।
দুনিয়ায় তাদের বিকটান ছাড়া দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ছিদাই করে দেয়া হয়েছে। সর্বসাধারণ
বিদেশী। পৃথিবীর ইতিহাস এমন ইতিহাস যেহেতু তথ্য দুনিয়ার কোথাও না
কোতে তাদের লাভ ও বিক্ষিপ্ত হতে হয়নি। নিজেদের বিশ্বযুদ্ধ ধনাধারা সত্যেবেক কোথাও
তাদের সমানের দেখে দেখা হয় না। আর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে,
বিভিন্ন জাতির জন্য হয় তাদের মৰ্মর হয়ে যায় কিন্তু এ জাতির মূর্ত্তি ছড়া না
কে দুনিয়ায় তাদের আরো জীবিত না মৃত—জীবিত অবস্থার শাষ্তি দেয়া হয়। এ জাতির যেটে কিয়মত পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির জন্য
একটি জীবন শিখনীয় বিষয়ে পরিণত হয় এবং নিজের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস থেকে এ চিন্তাবাদ
করতে থাকে, আলাদার কিনা বলে দাবীতে রাখে আলাদার বিকটান বিদ্রোহের
সাধা উচ্চ পরিপালন এমনই হয়ে থাকে—এটিই হচ্ছে এ জাতিতেকে জীবিত
অবস্থায় তিনিয়ে রাখে উদ্দেশ্য। আর আলাদারের অক্ষের হয়ে ইহাদাবারহ এর
চাহিতেও বেশী কষ্টের ও যস্নাদায়ক। (এ আলোচনার পর বিশ্বকর্তনের ইসরাইল রাষ্ট্র)}
তাফহীমুল কোরান

২৩ 

হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনিতে অহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠটির ছিলাম। ২৪ আমি ইবরাইম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সত্তাদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনাস, হারীন ও সুদাইমানের কাছে অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যদি দিয়েছি। ২৫ এর পূর্বে মসন্দ নবীর কথা তোমাকে দলিত করের কাছে আমি অহী পাঠিয়েছি এবং মসন্দ নবীর কথা তোমাকে দলিত করের কাছে। আমি মুসার সাথে কথা দলিত ঠিক যেমনকার কথা বলা হয়।

সম্পর্কে লোকদের মনে যে সঙ্গে সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ ইমরানের ১১২ আয়াত দেখুন।

২০৩. অবিষ্কার আনন্দের মধ্যে থেকে যেসব লোক আসামানী কিতাবসমূহের যথার্থ শিক্ষা অপরিসমাপ্ত হয়েছে এবং সব ধরনের হিন্দু বিদেশের, জাহানী জিদ-হস্থিতমি, বংশাজ্ঞাধীক আঁক অনুস্পুত্তি ও বান্ধ্যতার থেকে মুক্ত হয়ে আসামানী কিতাবসমূহ থেকে যে নিষ্ঠাত সত্তের প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে সাহা দিল অন্ত্রিমত সহজে মেনে নেয়া, তাদের ভুতমাতা হয় কাফের ও জালেম ইহুদীদের সাধারণ ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিতরত। তারা এক নাতে অনুভব করে, পূর্বসূত্র নবীগণ যে দীর্ঘের শিক্ষা দিয়েছিলেন কুরআন তাদের শিক্ষা দিচ্ছে। তাই তারা নির্দেশ তত্ত্বপী সহজে উভয়োর সেই ইমাম আনে।

২০৪. এখানে যে কথা বলে দাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সালাহার আলাহি ওয়া সালাম এমন কোন নতুন জিনিস আনেননি যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেননি। তিনি দাওয়া করেন যে, তিনিই এই প্রথমার্থ একটি নতুন জিনিস ঘটিয়েছেন। বরং পূর্ববৃত্তি নবীগণ আনের যে উপস্থিতি থেকে হিদায়াত লাভ করেছেন তিনিও হিদায়াত লাভ করেছেন সেই একই উপস্থিতি থেকে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনাহারকারী। পরাগায়ণ হয়ে যে সত্যের বারো গ্রহণ করে এসেছেন তিনিও সেই একই সত্য প্রচার করেছেন।
সূরা আনু নিসা

রসূল মুহাম্মদ (:last) নিয়ে নিলামাদে নিনাদে আল্লাহ নিহিলের হিদায়া

যেন এর মাধ্যমে যে আল্লাহ সর্বাঞ্ছিল দেবেন, যিনি যা

যা আল্লাহ এর ঠিক নামের বিশেষ লিখিয়ে, আল্লাহ সম্পূর্ণ প্রশংসিত

এই সমস্ত রসূলকে সুন্দরদাতা ও হরিত প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো

সত্ত্বেও তখন সত্ত্বেও রসূল বানিয়ে পাঠাতে পিছন থেকে গোলপ করতে অলাখ

কেন প্রমাণ না থাকে। ২০৮ আল্লাহ সর্বস্বরাজ্যের একবার প্রকাশ

এর মাধ্যমে (লোকেরা চাইলে না মানতে পারে) কিছু আল্লাহ সাক্ষা দেন, তিনি যা

কিছু তহরমের ওপর নাবিক করেছেন নিজের আল্লাহের উদাহরণ করেছেন এবং এর ওপর দৃশ্যাত্মক সাক্ষা,

যদিও আল্লাহ সাক্ষা হওয়াহই যথেষ্ট হয়।

অর্থো যের বিশ্বাস আল্লাহ করা, মনের মাধ্যমে কোন কথা উন্মুক্ত করা, গোপনভাবে কোন

কথা বলা এবং পরামর্শ পাঠানো।

২০৫. বর্তমান বাইবেলের মধ্যে 'যেবু দে' (গীতির হিদায়া) নামে যে অধ্যায়টি পাওয়া যায়

তার সত্যিকার দুর্দম আলাইহিস সালামের ওপর অবশ্য যেবু দে নয়। তার মাধ্যমে অন্যান্য

লোকের বচ্চ কথা মিলিতে দেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলোকে তাদের মূখটিত সাথে

সামগ্রিক করে দেওয়া হচ্ছে। তবে যে সমস্ত বাইবেলে (সেতু) একটা সুপারিষ্টকে বলে দেওয়া

হচ্ছে যে, সেগুলো হরত দুর্দম আলাইহিস সালামের, সেগুলোর মাধ্যমে দুর্দম

বাইবেল উদাহরণ আল্লাহ অনুসরণ হয়। অনুসারে বাইবেলের আমালালে 'সুলাইমাইন'

(হিজরা পর্যন্ত) নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে, তাতে বাইবেলে মিলান পাওয়া যায়। তার শেষ

দুটি অনুসরণ দেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, এতে কোন সত্য, নেই।

তবুও তার

কৃষ্ণের অর্থ নিয়ে সত্য মনে হয়। এই দুটি অধ্যায়টির সাথে সাথে হরত 'আইবু

(ইয়োদা) আলাইহিস সালামের নামেও আর একটি অধ্যায় বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত

কিছু তার মাধ্যমে আল্লাহের বচ্ছ অমূল্য তবে থাকে সেটে পড়ার জন্য হরত

আইবুর সাথে তার সংধ্যার কারণ ব্যাপারটি সত্য মনে হচ্ছে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ

কুরআনেও এই অধ্যায়টির প্রথম দিকে হরত আইবুর যে মহান সবরের প্রশ্ন করা

হচ্ছে সমালোচনা করে তিনি উলটা চিন্তা করে হরত। সেজন্য বলা হচ্ছে,

হরত আইবুর তার সম্মত বিপদকে আলাইহিস বিকল্প সর্বভূত অভিযোগ মূর্ত ছিলেন।

এমনকি তার সত্য নাকি এই মর্যাদা তাকে সত্যিই দেবার চেষ্টা করতেন যে, আলাই

হামন না; কিছু তিনি কোন ভাবেই তা মানতে প্রবৃত্ত হতেন না।

এসব সত্যুক্ত ছাড়াও বন্নি ইসরাইলদের নিজেদের আল্লাহ ১৭ খানি সত্যুক্ত বাইবেলে

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলোর বচ্ছ ভাষা সাধারণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে ইয়ায়াস'-ইয়াহু
যারা নিজেরাই এটা মানতে অর্থীকার করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পক্ষ চলতে বাধা দেয় তারা নিঃসঙ্গে তৃণ পথে অপর হয় সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এভাবে যারা কৃত্তিকৃতি ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং জুমুম-নিগীড়ন চালায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহানারের পথ ছাড়া অর কোন পথ দেখাবেন না, যেখানে তারা চিকাকল অবস্থান করবে। আল্লাহর জন্য এটা কোন কাজ নয়।

হে লোকেরা! এই রুপুল তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনু তোমাদের জন্যই তাদে। আর যদি অর্থীকার করে, তাহলে জেনে রাখু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কি কিছু আছে সবই আল্লাহর। ২০৯ আল্লাহ সক্ষম আনন্দ এবং তিনি এজামে।

(বিশাইয়া, ইয়ারমিয়াহ (বিরিয়া), হামফী ইল (বিহিব্যো), অমুন (আমোহ) ও আল্লাহ করেছে সহীহার অধিকাংশ স্থান পড়ার পর মনুষ্যের হয়ে নেবে উঠ। এগুলোর মধ্যে খোদাই করায়ে দুই মাহটি অনুমোদন হয়। এগুলোতে সিরিয়ের সৃষ্টি সর্বনিম্ন মাহাত্মা অনুভূত হয়। এগুলোতে বিশেষ বিশ্লেষণ প্রদান এবং বিশেষ ইসলামের নেতিক অপত্তনের অপর কোষার পথ সমালোচনা পড়ার সময় একাধিক সাধারণ পাত্র এক অন্য না করা থাকতে পারে না যে, ইতিহাস হ্যামত ইসা আলাইহিস সালামের ভাষায় সমুদ্র এবং সাদাহর মনোযোগ ও এই সহীয়ার একই উৎস থেকে উপরাঙ্গি অগ্রসর ছাড়া আর কিছুই নয়।

২০৬. অন্যান্য নবীদের পথে প্রথমতে অধীন আসতে তা ছিল এই যে, একটি আওয়াজ আসতো অথবা কর্মকাণ্ডের প্রথম শুরুতেন এবং নির্দেশ তা শুনতেন। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আল্লাহ নিষেধ তার সাথে কথা বলেন। আর্লাহ ও বাদার মধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা হতে যেমন দুর্জন লোক
যাহা লিখিয়ে লাগলেন না পাওয়া যাতে আল্লাহ ইসলামের সেই কথাই অনুসরণ করতে হবে না।

চে আহলি কিংবা। নিজেদের দীর্ঘদিন বাড়াবড়া করে এসেছে। আর সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহর সাথে সম্প্রসার করা না। মায়াব পূর্ণ ইসলাম মহিসে আল্লাহর একজন রূপ এবং একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মায়াবের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে একটি রহ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে।

তথ্য নিয়ে হও, এটা তোমাদের জন্য জানো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি তার অনেক উদ্ধ। পৃথিবী ও আকাশের সবকুলই তার মাইনামানে ২১৭ এবং তিনি নিজেই বলেন।

মানুষকে কথা বলে থাকে। দূরতা বলে সূরা তা-হায় উচ্চ কথা প্রকাশ করার বার্ষিক দেয়াই যেখানে মনে করি। বাইরের হয়ত যুগার এই বৈশিষ্ট্যটির উঠে এভাবেই করা হয়েছে। সেখানে শাসন হয়েছে: "যেমন কোন বাটি কথা বলে তার বহুল সাথে, তিনি তোমাদিগকে বুঝাতে পারবে না। (যাত্রা ৩৩: ১১)

২০৭. অর্থতঃ তাদের সবার একই কাজ ছিল। সে কাজটি ছিল বলে, যারা আল্লাহ পাঠানো শিক্ষার শুরু ইসলাম আনতে এবং সেই মোকাবেলকে নিজেদের দুঃখধর্মী ও কার্যকর সাধারণ করে তাদের তারা সাক্ষাৎ ও সৌন্দর্য লাভের সুখ্রুণ অনুভূত হয়ে দেন। আর যারা তুল ইতিহাস ও কর্মের পথ অবরোধ করে, তাদেরকে এই তুল পথ অবরোধ করার কাছাকাছি সম্পর্কে অবহিত করে দেবেন।

২০৮. অর্থতঃ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠানো একটিমাত্র উদেশ্য ছিল। সে উদেশ্যটি ছিল এই যে, আল্লাহ যার জাতির কাছে নিজের দায়িত্ব পুরন করার যোগ্য পথ করতে চাইছিলেন। এর ফলে এখন বিচারের দিনে কোন পথ এই অপরাধী তাঁর কাছে এই জোর পেশ করতে পারবে না, যে জন্মে না এবং আল্লাহ যুগে অন্য তাকে সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই উদেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ার বিভিন্ন排除了提示中的网络链接。
স্তনে পয়ঃসাহর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নামিয়ে রেখেছেন। এ পয়ঃসাহরণে অস্থায়ী লোকের নিকট সত্যের জন্য পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু এখানে রেখে গেছেন তাদের ভিন্ন কিতাব। মানুষকে পথ দেখার জন্য অশ্বিন প্রতি যুগে এ কিতাবগুলোর মধ্য থেকে কেন কিরূপ দুনিয়ায় মজুর থেকেছে। এরপর যদি কোন ব্যক্তি গোমরাহ হয়, তাহলে সেজন্য আল্লাহ ও তার পয়ঃসাহরকে অতিক্রম করার মাধ্যমে পাঠান। করণ তার কাছে পয়ঃসাহর পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু না তা গ্রহণ করিনি। অথবা সেইসব লোক অতিক্রম করা যারা সত্য-সঠিক পথ জানতো; কিন্তু আল্লাহর বান্ধবের গমনাহরীতে লিখুন দেখুন তাদেরকে সত্য পথের সবাদে দেওয়া।

২০৯. অর্থাৎ আসাদমূর্তির মালিকের নাবরাজনিক করে তোমরা তার কোন কৃতি করতে পারবে না। ফ্র্যাঙ্ক হলে তোমাদেরই হবে।

২১০. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ আজ্ঞা ও সেকার নন। তার সমাধ্যে বাস করে তোমরা অপরাধশূন্য বাজ করার কথা থেকে আর তিনি এর কোন কোন রাখবেন না, এটা কেননা করতে হবে না। তিনি নাদান ও মূঢ়ও নন। তার ফরমান ও হুকুমনামার বিরুদ্ধতাচ্যুত করে হবে আর তিনি তার সিদ্ধে ব্যবহার করার পদ্ধতি জন্যে না, এ ধরনের কোন অপব্যাপ্ত কষ্টই করা যেতে পারে না।

২১১. এখানে আহলে কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং 'বাড়াবড়ি' কথা অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ের সমর্থন ও সহযোগিতায় সীমা অতিক্রম করে যায়। ইসরাইলের অন্তর্গত, তারা ঈসা আল্লাহর সালামকে অধীনে এবং তার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একে খৃষ্টানদের অপরাধ মনে হচ্ছে, তারা ঈসা আল্লাহর সালামের প্রতি ভক্তি, প্রতি ও প্রশ্ন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

২১২. মূল 'কলামা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মারুমারের প্রতি কলামা (ফাতোম্যা) পাঠার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মারুমার আল্লাহর সালামের প্রতি হর কোন পুরুষের শেষটির সাধারণ ছাড়াই গড়া দিলেন। ঈসা আল্লাহর সালামের বিশ্বাস নামাজ করার রাখ্য। সম্পর্কে খৃষ্টানদের প্রথমে একাধারে লিখেছিল। কিন্তু তারা শরীয় দর্শনের অধিকে ভুল পথ অবরোধ করে। ফলে প্রথমে তারা কলামা শব্দটিকে 'কলামা' বা 'কথা' (Logos) -এর সমাজ্ঞাকে মনে করে। তাঁতে এ কলামা ও কথা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্যায় সত্য সাধ্যতায় কলামা-এর অর্থ আল্লাহর কথা বলা বুঝতেনো হয়েছে। অথবা ধারণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সত্যায় সত্য সাধ্যতায় কলামা-এর গুণটি মারুমার আল্লাহর সালামের উদ্দেশ্য প্রবেশ করে। একটি দৈহিকসম্পর্ক ধার্মিক করে এবং তাই ঈসা সীমায়ের রূপে আয়ুক্তকরণ করে। এছাড়াই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা আল্লাহর সালামকে আল্লাহর মনে করার ভাব আল্লাহর উদ্দেশ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে ভাব ববা বিশ্বাস শিকড় গেছে বলা যায় যে, আল্লাহ নিজের নিজের অথবা নিজের চিন্তন শুলাবী থেকে 'কলামা' ও' বাক্স গুরুত্ব ঈসা রূপে আকাশে লেখা করেছেন।

২১৩. এখানে ঈসা! আল্লাহর সালামকে রোহ মনে (আল্লাহর কাছ থেকে আসা রহস্য) বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় একটিকে নিয়ে ওঠাতে বলা হয়েছে ।

২২০.৬/৪
(অমি পাক রহের সাহায্যে ইসাকে সাহায্য করেছি)। এই উভয় বাকোর অর্থ হচ্ছে: আল্লাহ ইসা অলাইহিস সালামকে পাক রহ দান করেছিলেন। অন্যায় ও পাপাচারের সাথে এই পাক রহের কোনদিন কোন পরিচয় হয়নি। আপাতমতে সত্য ও সত্যায় এবং উন্মত্ত নৈতিক চরিত্র ছিল এর বৈশিষ্ট্য। খুসুনদের কাছে যজ্ঞপত্তি উপসৃষ্ট ইসা অলাইহিস সালামকে এই একটি পরিব্রত্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মধ্যে বাড়াবাড়ি করেছে।

ওহে রহমত প্রভু; আল্লাহর কাছ থেকে একটি রহন করা তারা
বিষ্কৃত করার সরাসরি আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে। তার "রহল কুদুস" (Holy Ghost)-কে ধরে নিয়েছে "আল্লাহর মুক্তি দান বা মহাশয় রহন", যা ইসার মধ্যে অনুরোধ করেছিল। এভাবে আল্লাহ ও ইসার সাথে রহন কুদুসকে তৃতীয় একজন মার্কো বানিয়ে নেয় হয়েছিল। এটা ছিল খুসুনদের দিকের বৃহত্তম বাড়াবাড়ি এবং এর ফলে তারা পোশাকধারীতে নিশ নিয়ে গিয়েছিল। মুজাফ্ফর এই যে, মুজাফ্ফর ইজিলে জালো এ বাকোতে শেষ রয়ে ছিল: ফেরেশতারা তাকে (অস্তিত্ব নাস্তকের) মৃত্যু দেখে দিয়ে বললো, "তো ইসুফ ইবনে দাউদ। তোমার ফ্রই মাযামাবকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে
ভয় পেয়ে না। কারণ তার পেটে রয়েছে যে রহল কুদুসের কুদরাটে সৃষ্টি হয়েছে।"
(আয়াত ১ : প্রকাশ ২০)

২১৪. আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে মনে না ও এবং সমস্ত রসুলদের
রিলালের দীর্ঘকালীন কারণ। ইসা মসীহও (খা) তাদেরই মধ্যকার একজন রসুল। এটি ছিল হয়তো ইসা অলাইহিস সালামের অস্তিত্ব শিক্ষাক। ইসার সম্প্রদায়ের প্রত্যে বাক্যকে এই
যথার্থ সত্য বিশ্বাস নিয়ে মনে নেয় উচিত।

২১৫. আল্লাহ তিন ইলাহের আকিদা তোমাদের মধ্যে যে কোন আকৃতি বিনামান
থাক না কেন তা পরিহার করো। আসলে খুসুনদ একই সঙ্গে একত্ববাদ ও ত্রিবিদ্বাদ
উভয় মানে। ইজিলের সাথে মসীহ অলাইহিস সালামের মনে সমৃদ্ধ বাপুর পাওয়া
যায় তার ভিত্তিতে কোন একজন খুসুনদ একথা অম্বিকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ
এক ও তিনি ছাড়া আর দুটি কোন ইসা নেই। তাহীদে যে দীর্ঘকাল এরাই
রিলাল না করে তাদের উপযুক্ত নেই। কিন্তু সেদিনই তাদের মনে ইসুফ ধারণার জন্য
হয়েছিল যে, আল্লাহর কাল ইসা মসীহ রূপে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং আল্লাহ রহন
তার মধ্যে অনুরূপ করেছে। এই ইসুফ ধারণার কারণে তারা সমগ্র বিশ-জাহানের মালিক
আল্লাহর সাথে ইসা মসীহ ও রহন কুদুসের (জিলীল) বোধগ্যায়ের মনে নেয়াকে অথবা
নিজেদের জন্য অপেক্ষায় গেছে। একবার পরবর্তী একটি আকিদা নিজেদের মাঝে
চাপিয়ে নেয়ার কারণে একত্ববাদে বিশাল সাথে তাদের দৃষ্টিশালী বিশাল আবার ত্রিবিদ্বাদে
বিশালের সাথে তাদের দৃষ্টিশালী কিভাবে একই সঙ্গে মনে চলা যায়, এটা
যথার্থই তাদের জন্য রহস্যময় ও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রায় অন্তত প্লাস বছর থেকে খুসুনদ
প্রতিকূল নিজেদের সৃষ্টি এই জটিলতার গৃহীত করার জন্য মায়া ঘিরেছান।
এর বিভিন্ন বিখ্যাত বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত বিখ্যাত।
এর ভিত্তিতে একটি দল
অন্য দলকে কাবরের বলে প্রচার করছে।
এই বিশালের ফলে গীতার সংহিত বিদ্যমান হয়েছে।
এবং বিভিন্ন গীতার দৃষ্টিভঙ্গি অতিরিক্ত করেছে।
তাদের অকৃতিও এবং যুক্তি
শারের সমূহ শক্তি এর পেছনে বায়িত হয়েছে।
অথবা এ জটিল সমস্যাটি আল্লাহ সৃষ্টি
কেননা নিজের আল্লাহর এক বাদ হবার পাশাপাশি লজ্জা অনুভব করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আল্লাহ সর্বক্ষণ পরিবর্তন করে নিজের সামনে হাতিয়া করবেন। যারা ইমান এনে সৎকর্মী অবস্থান করেছে তারা সে সময় নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে এবং আল্লাহ নিজ অনুভূতে তাদেরকে আরে প্রতিদান দেবেন। আর যারা বন্দীকে লজ্জাকর মনে করে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ সর্বক্ষণায়ক শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ হাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃথিবীর ওপর তারা ভূস্তান করে, তাদের মধ্যে কাউকেই তারা সেখানে পাবে না।

রাগুচ্চ। তাঁর প্রেতিত ইস্লাম মসীহও এ সমস্যাটি সৃষ্টি করেননি। আবার আলাহকে তিনি মনে নিয়ে তাঁর একত্বভেদের গায়ে কোন অশ্লীল না লাগানো কোন্নুমে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তাদের বাড়বাড়ির কারণেই এই জটিল সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই বাড়বাড়ি থেকে বিতর্ক থাকায় এর একমাত্র সমাধান। এ জন্য তাদের পরিবার করতে হবে ইস্লাম মসীহ ও রহম কুদুম্বের ইলাহ ও মারুদ হবর ধর্ম। একমাত্র আলাহকেই একটি ইলাহ হিসেবে মনে নিতে হবে এবং মসীহকে কেবলমাত্র তার পয়গার গণ্য করতে হবে, তার মোদ্যানীতে তাকে কোন প্রকারে শরীর করা যাবে না।

২১৬. এটি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিদের চতুর্থ বাড়বাড়ির প্রতিদান। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা যদি সঠিক হয়েও থাকে তাহলে তা থেকে (বিশেষ করে প্রথম সিগুলিতে থেকে) বড়োর একটুকুই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ আলাহিহি সালাম আলাহ ও রামার
হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জল প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলোক রশ্মি পাঠিয়েছি যা তোমাদের সুস্পষ্টভাবে পথ দেখিয়ে দেবে। এখন যা আল্লাহ কথা মেনে নেবে এবং তার আযহ জুড়ে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, করণা ও অনুকুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন।

সম্পর্কে বাপ ও রোটার সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছিলেন। আর "বাপ" শব্দটি তিনি আল্লাহ জন্য নির্দিষ্ট উপাদান ও রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে এই সম্পর্ক বুঝা যায়। আসল অর্থ এটিকে ব্যবহার করেননি। এটি কেবলমাত্র ইসলাম আলাহিস সালামের একার রেখাখোঁজ নয়। প্রাচীন যুগের হাতে বনী ইসরাইল আলাহের জন্য বাপ প্রতিদিন ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। ইসলামের ভূমিতে এর অন্যতম দৃষ্টি পাওয়া যায়। ইস আলাহিস সালাম নিজের রূপের মধ্যে প্রচলিত বাক্যাংশ অনুযায়ী এ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আলাহের কেবলমাত্র নিজের নয় কিন্তু মানুষের বাপ বলতেন।

কিন্তু এখানে এসে এবং বাড়োবাড়ি করেছেন। তারা মসীহের আলাহের একমাত্র পুত্র গণা করেছেন। এ ধরনের টার্সর বলতে তার সারিমূখ হচ্ছে। বেহেতু মসীহ আলাহের বহুপক্ষ এবং তার কালিমা ও তার রহের শরীর কাঠামো, কাজেই তিনি আলাহের একমাত্র পুত্র। আর আলাহ এ দেশের পুত্রকে এ উদ্দেশে দুর্দশায় পাঠিয়েছেন যে, তিনি মানুষের গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে শুধু চূড়া গণ দেবেন এবং নিজের রক্ষার বিনিয়োগ মানুষের গোষ্ঠীর কাফারা আদায় করেন।

অনেক মসীহ আলাহিস সালামের কোন বাস্তব থেকে তারা এর কোন প্রমাণ পেতে চান না। এ আকাদাতি তাদের নিজেদের দৈর্ঘ্য করা। তারা নিজেদের পরগাঢ়ের মহান ব্যাপ্তিতে প্রতিফলিত হয়ে বাড়োবাড়ি করেছে। এটি তাদের ফলকর্তা।

আলাহ এখানে কাফারা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেননি। কারণ এটা হুমাইনদের কোন ব্যতিরেক ও হারানী বিষয় নয়। বরং এটা হচ্ছে মসীহের পুত্র গণা করার পরিকল্পনা এবং 'যদি মসীহ আলাহের একমাত্র পুত্র হন তাহলে তিনি শুল্কিন্ত হয়ে লাইকছরের মৃত্যুবরণ করেন কেন?' এ প্রশ্নের একটি দাপ্তরিক ও মরম ব্যাপ্ত।

কাজেই যদি মসীহ আলাহিস সালামের আলাহের পুত্র হবে ধারণার প্রতিবাদ করা হয় এবং তার শুনিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কিত ভূল ধারণা দূর করা যায় তাহলে আপনা আপনিই এ বিষয়ের প্রতিবাদ হয়ে যায়।

পারা ৪ ৬
লোকেরা ২১৯ তামার কাছে পিতা-মাতার নিস্তান বাক্তির ২২০ ব্যাপারে ফাইজ জিজু করহে বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফাইজ দিচ্ছেন । যদি কোন বাক্তি নিস্তান মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে, ২২১ তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার পাবে। আর যদি বোন নিস্তান মারা যায় তাহলে তাই হবে তার ওয়ারিস। ২২২ দুই বোন যদি মুতের ওয়ারিস হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াঃশেরক হবে, ২২৩ আর যদি কয়েকজন বাই ও বোন হয় তাহলে মেয়েদের একাকার ও পুত্রদের দুইভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্পত্তি বিধান বজ্রা করেন, যাতে তোমরা বিধাতা না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।

২১৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের অন্তর্ভুক্ত সম্পর্ক কোন জিনিসের সাথেও আল্লাহর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নেই। বরং এ সম্পর্ক হচ্ছে মালিক ও তার মালিকানাধিক বকুর।

২১৮. অর্থাৎ নিজের খোদাইয়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য আল্লাহ নিজেই যেকটি। তার কাছে কাছে থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কাছেই এ জন্য কাউকে পুনর্বাণা তার কোন দরকার নেই।

২১৯. এ সুরাটে নামিল হওয়ার অনেক পরে এ আয়াতটি নামিল হয়। কোন কোন হালিদের বজ্রা থেকে জানা যায়, এটি কৃষকদের সর্ববেলা আয়াত। এ বজ্রাতে সঠিক না হলেও কমিকে এতেও প্রাপ্তবয়ে যে, এ আয়াতটি নবম হিজরীতে নামিল হয়। এর অনেক পূর্বে সুরা নিস্তান নামিল হয় এবং তাকে একটি সত্য সুরা হিসেবে তখন পাঠ করা হচ্ছিল। এ জন্য মীরাদের বিধান বজ্রাতের উদেশ্যে সুরার শুরুতে যে আয়াতগুলো বজ্রা করা হয় তার সাথে এ আয়াতটি বর্ণিত হয়নি বরং পরিমিত হিসেবে সুরার শেষে একে রাখা হয়েছে।

২২০. মূল বাক্যে কালালা শখ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শখের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারা কারা মতে কালালা হচ্ছে এমন এক বাক্তি যার সত্তান নেই।
এবং যার বাপ-দাদাও বেঁচে নেই। আবার অন্যদের মতে যে বাক্তি নিষ্ক্রিয় নিস্তান্ত অবস্থায় মায়া যায় তাকে কালালা বলা হয়। হযরত উমর রাদিয়ামাহ আন্দু শেষ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিধ্বংসিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিরাজ রাদিয়ামাহ আন্দুর মতে প্রথমের লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ বিকিরণ তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআনে কালালর বোনকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অর্থাৎ কালালর বাপ বেঁচে থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না।

২২১। এখানে এমন সব তাইবেনের মীরামের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও বাপ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে শরীক। হযরত আবু বকর রাদিয়ামাহ আন্দু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোন সাহাবা তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বমাত্র মতে পরিণত হয়েছে।

২২২। অর্থাৎ তাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে, যদি কোন নিদিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নিদিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী থাকে—যেমন ব্যাধি তাহলে প্রথমে তাঁর অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাই পাবে।

২২৩। দু’বেঁশ বোন হলে তাদের সম্পত্তিকে এই একই বিধান কার্যকর হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com